পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1652, Saturday, October 25, 2025 FREE www.parichoy.com

সমুদ্রে কেন হঠাৎ মাদকযুদ্ধে নামলেন ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

■ ডোনাল্ড ট্রাম্প তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পরিকল্পনা করছেন! - ৫ম পাতায়

■ গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের অভিযাত্রায় বাংলাদেশের পাশে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র - যুক্তরাষ্ট্রের মনোনীত রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন - ৫ম পাতায়

■ পারমাণবিক শক্তিতে চীন কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলছে - নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ 'প্রতারণামূলক প্রচারণা'র অভিযোগে কানাডার সঙ্গে সব বাণিজ্য আলোচনা বাতিল করলেন ট্রাম্প - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং উনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী ট্রাম্প - ৯ম পাতায়

■ ট্রাম্পের বলরুম নির্মাণে আরও দাতা খুঁজছে হোয়াইট হাউজ - ৯ম পাতায়

■ সাংবিধানিক আদেশ জারি করার এখতিয়ার সরকারের নেই বললেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন - ৮ম পাতায়

■ বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকারের অপেক্ষায় ব্যবসায়ীরা - ৮ম পাতায়

■ প্রধান উপদেষ্টার সংস্কারের উদ্যোগ আশানুরূপ গতি পায়নি - সিলেটে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য - ৯ম পাতায়

যুক্তরাষ্ট্রে গরুর মাংসের দাম ঐতিহাসিক উচ্চতায়, আর্জেন্টিনা থেকে গরুর মাংস আমদানি নিয়ে নতুন বিতর্কে ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের ১৪ মাস, মেলেনি অনেক হিসাব

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন: ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX: 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND: 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of KIM & ASSOCIATES P.C
Accident cases
Attorneys at Law
এক্সিডেন্ট কেইসেস
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law
Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324
Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
- Income Tax
- Sales Tax
- Payroll
- Business Tax & Audit
- Business Setup
- IRS Tax Problem resolution

718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C:347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● বেইজিং বিশ্বকে "বন্দি করে রাখার" চেষ্টা করছে এবং "অত্যন্ত বৈরী" আচরণ করছে- সামাজিক মাধ্যমে চীনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

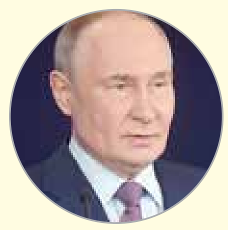

● যুক্তরাষ্ট্রের চাপে রাশিয়া কখনোই মাথা নোয়াবে না - রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন

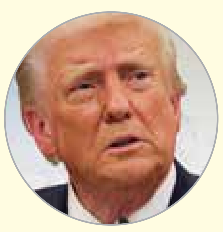

● "আগামী জাতীয় নির্বাচনকে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু করার স্বার্থে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।" - এনসিপি ও জামায়াতের সঙ্গে পৃথক বৈঠক প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস

● গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এই সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার আগে একটি অনির্বাচিত শক্তি দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা দখল করে রেখেছিল। তাই সরকারের প্রধান দায়িত্ব অনির্বাচিত শাসনব্যবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিত্বের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সেই নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ রাখার নিশ্চয়তা বিধান করা। - মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)

● সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের মাধ্যমে যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহাল হয়, তাহলে সেটি সংসদের ক্ষমতাকে খর্ব করবে কি না- প্রশ্ন তুলেছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ।

● ৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত জামায়াতের আচরণে কেউ যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন তার জন্য আমি জামায়াতের পক্ষ থেকে নি:শর্ত ক্ষমা চাই - বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান

● জামায়াতের রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। তাদের রাজনৈতিক দর্শন ও অতীত আচরণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মানচিত্র ও জাতীয় চেতনার পরিপন্থী। - জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

● নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের স্বার্থে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অতিসত্বর কেয়ারটেকারের আদলে যেতে হবে- বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

ক্যারিবীয় সাগরে এবার বৃহত্তম বিমানবাহী রণতরি পাঠালেন ট্রাম্প

সমুদ্রে কেন হঠাৎ মাদকযুদ্ধে নামলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: সমুদ্রে একের পর এক সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌকার ওপর হামলা করছে মার্কিন বাহিনী। গত এক সপ্তাহের মধ্যেই অন্তত তিনটি সন্দেহভাজন নৌকায় আঘাত করেছে তারা। এর মধ্যে একটি ক্যারিবিয়ান সাগর ও অন্তত দুটি হামলা হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে।

গত ২২ অক্টোবর মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের একটি এক্স পোস্টে দেখা গেছেড় নীল রঙের একটি নৌকা দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে। পরে সেটি আঘাতপ্রাপ্ত ও বিস্ফোরিত হয়ে আগুনের গোলায় পরিণত হয়। ভিডিওতে হেগসেথ মন্তব্য করেছেন, 'আল-কায়েদার মতোই কার্টেলগুলো আমাদের সীমান্ত ও জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। কোনো প্রশ্রয় বা ক্ষমা হবে নাড়শুধুই ন্যায়বিচার।'

এখন পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের ওই দুটি হামলায় আক্রান্ত নৌকা দুটিকে যথাক্রমে ৮ নম্বর ও ৯ নম্বর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সর্বশেষ শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) ক্যারিবিয়ান সাগরে আরও একটি হামলার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এসব হামলায় মৃতের সংখ্যা এখন ৪৩-এ পৌঁছেছে।

তবে মার্কিন প্রশাসন এখনো জনসমক্ষে কোনো প্রমাণ দেয়নি যে, নৌকাগুলোতে যারা ছিলেন, তাঁরা আসলে কোনো মাদক কার্টেলের সদস্য ছিলেন বা নৌকাগুলো মাদক বহন করছিল। এর ফলে বিষয়টি আইনি বৈধতা ও হোয়াইট হাউসের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) এনপিআর-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলার আগে থেকেই মার্কিন বাহিনী ভেনেজুয়েলার উপকূলে শক্তি বাড়িয়েছে। নৌবহর ও সৈন্যদল এমনভাবে মোতায়েন করেছে যে, আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞরা এটিকে নজিরবিহীন বলছেন। এ অবস্থায় ছোট ছোট নৌকাকে লক্ষ্য করে এত সামরিক শক্তি প্রয়োগকে একটি অতিরঞ্জিত পদক্ষেপ বলে মনে করছেন তাঁরা। কিছু বিশ্লেষকের মতে, এটি ভেনেজুয়েলার নেতৃত্বকে উৎখাতের উদ্দেশ্য প্রকাশ কিংবা তাঁর *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ডোনাল্ড ট্রাম্প তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পরিকল্পনা করছেন!

পরিচয় ডেস্ক: ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে তৃতীয় মেয়াদে ফিরে আসার পরিকল্পনা করছেন। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ২২তম সংশোধনীকে এড়িয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও অন্তর্ভুক্ত (যেসব প্রেসিডেন্ট ইতোমধ্যে দুইবার নির্বাচিত হয়েছেন তাদের তৃতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হতে বাধা দেয়)।

গত বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টবর) হোয়াইট হাউসের সাবেক প্রধান কৌশলবিদ স্টিভ ব্যানন এমনটা দাবি করেছেন।

হোয়াইট হাউসের সাবেক এই কর্মকর্তা দ্য ইকোনমিস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেন, "ট্রাম্প ২৮ সালের রাষ্ট্রপতি হতে চলেছেন তাই জনগণের উচিত এটির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া।" *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের অভিযাত্রায় বাংলাদেশের পাশে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের মনোনীত রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন জানিয়েছেন, ঢাকা-ওয়াশিংটন অংশীদারিত্বকে আরও এগিয়ে নিতে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ও ভবিষ্যতে

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরো দৃঢ় করতে তিনি কাজ করবেন।

তিনি বলেন, 'যদি অনুমোদন পাই, তাহলে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের দলকে নেতৃত্ব দিয়ে বর্তমান অন্তর্বতী সরকার এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত তার ভবিষ্যৎ উত্তরসূরির সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলব, যাতে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়। উজ্জ্বল ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের পথে বাংলাদেশের যাত্রায় যুক্তরাষ্ট্র পাশে থাকবে।' গত বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে তার মনোনয়ন শুনানিতে অংশ নেন ক্রিস্টেনসেন। শুনানির উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি সিনেটের পররাষ্ট্র সম্পর্কবিষয়ক কমিটিকে এসব কথা বলেন।

ক্রিস্টেনসেন বলেন, '২০২৪ সালের আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে আন্দোলনের মাধ্যমে ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা একটি সরকারের পতন হয়। আগামী বছরের শুরুতে বাংলাদেশের জনগণ ভোটের মাধ্যমে নতুন সরকার ও নতুন পথ বেছে নেবে। যা হবে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন।' ভার্জিনিয়ার বাসিন্দা ক্রিস্টেনসেন সিনিয়র ফরেন সার্ভিসের একজন ক্যারিয়ার সদস্য। অনুমোদন পেলে তিনি বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাম্বাসেডর এক্সট্রা অর্ডিনারি অ্যান্ড প্লেনিপোটেনশিয়ারি হিসেবে দায়িত্ব নেবেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থানের কারণে এটি একটি উন্মুক্ত, সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, 'আমার ফরেন সার্ভিস জীবনে বাংলাদেশ বিষয়ে মার্কিন নীতি নিয়ে ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ওমরাহ পালনে সব দেশের নাগরিকদের জন্য রিটার্ন টিকিট বাধ্যতামূলক

পরিচয় ডেস্ক: ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে যেতে ইচ্ছুক সব দেশের নাগরিকদের জন্য রিটার্ন টিকিট বাধ্যতামূলক করেছে সৌদি কর্তৃপক্ষ। নতুন এই নিয়মটি এখন

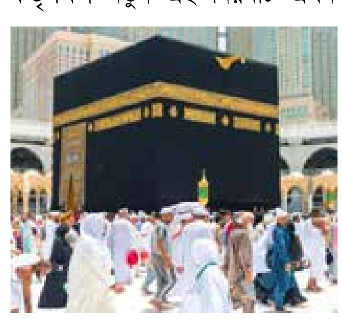

থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং এটি সব ধরনের ভিসাধারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সংবাদমাধ্যম খালিজ টাইমসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) থেকে যারা ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে যাচ্ছেন, তাদের এখন ইমিগ্রেশন পার হতে হলে রিটার্ন টিকিট প্রদর্শন করতে হচ্ছে। যাত্রীদের *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ ছাড়াল ৩৮ ট্রিলিয়ন ডলার, মাথাপিছু ১ লাখ ১১ হাজার

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৩৮ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। কারণ, বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশটিতে সরকারি ব্যয় ও রাজস্বের ব্যবধান দ্রুতগতিতে বাড়ছে। মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, গত মঙ্গলবার পর্যন্ত দেশটির মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৮ ট্রিলিয়ন ১৯ বিলিয়ন ৮১৩ মিলিয়ন ডলার।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, এই ঋণের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য গড়ে প্রায় ১ লাখ ১১ হাজার ডলারের সমান। ওয়াশিংটন-ভিত্তিক থিংকট্যাংক পিটার জি পিটারসন ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, এই ঋণ চীন, ভারত, জাপান, জার্মানি ও যুক্তরাজ্যের অর্থনীতির সম্মিলিত মূল্যের সমান।

মাত্র দুই মাসের কিছু বেশি সময় আগে, চলতি বছরের আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে দেশটির ঋণ ৩৭ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়ায়। ২০২৪ সালের নভেম্বরে ঋণ ছিল ৩৬ ট্রিলিয়ন ডলার, আর ওই বছরের জুলাই মাসে ৩৫ ট্রিলিয়ন ডলার। পিটার জি পিটারসন ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী মাইকেল এ পিটারসন বলেছেন, মার্কিন আইনপ্রণেতারা তাদের 'মৌলিক আর্থিক দায়িত্ব' পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন।

তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, 'এক ট্রিলিয়নের পর আরেক ট্রিলিয়ন ঋণ যোগ করে সংকটের পর সংকটে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

দক্ষিণ কোরিয়ায় ট্রাম্প-শি জিনপিং বৈঠক ৩০ অক্টোবর জানালো হোয়াইট হাউস

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী ৩০ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ায় চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করেছে। এশিয়ার আঞ্চলিক সম্মেলনের আয়োজনে এই দুই নেতার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনায়ও বৈঠকটি আয়োজন করা হচ্ছে। ট্রাম্প ক্ষমতায় ফেরার পর এটিই দুই নেতার প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ হতে যাচ্ছে।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বৃহস্পতিবার এক ব্রিফিংয়ে জানান, ট্রাম্প ও শি-এর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন (এপেক) সম্মেলনের সাইডলাইনে, যা চলবে ৩১ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় শহর গিয়ংজুতে।

ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের একটি বেশ দীর্ঘ বৈঠকের সময়সূচি রয়েছে। আমরা অনেক প্রশ্ন ও সংশয় দূর করতে পারব। আমি মনে করি, কিছু না কিছু সমাধান অবশ্যই হবে। এটি হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

চীনের বাণিজ্যমন্ত্রী ওয়াং ওয়েনতাও শুক্রবার বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের

সঙ্গে আলোচনাকে সামনে রেখে বেইজিং আশাবাদী। তিনি বলেন, আগের আলোচনাগুলো প্রমাণ করেছে যে পরস্পরের উদ্বেগের বিষয়গুলো সমাধান করা সম্ভব, যা দুই দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও স্থিতিশীল ও টেকসই করবে।

ট্রাম্প তাঁর এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং-এর সঙ্গেও বৈঠক করবেন এবং একটি কর্মভোজে অংশ নেবেন। এছাড়া তিনি মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য আসিয়ান সম্মেলনেও যোগ দেবেন এবং মালয়েশিয়া, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার নেতাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। বিশেষভাবে তিনি সাক্ষাৎ করবেন জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির সঙ্গেও।

ট্রাম্প ও শি এ বছর অন্তত তিনবার ফোনে কথা বলেছেন। সর্বশেষ সেপ্টেম্বরে তারা যুক্তরাষ্ট্রে টিকটকের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনায় বসেন। দুই নেতা সর্বশেষ মুখোমুখি সাক্ষাৎ করেছিলেন ২০১৯ সালে, ট্রাম্পের প্রথম দফা প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট মনে করেন, শি-এর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে যুক্তরাষ্ট্রচীন সম্পর্কের জটিল বিষয়গুলো সমাধান করা সম্ভব। যেমন শুল্ক, বাণিজ্য বিরোধ, ফেন্টানিল *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

‘চিনের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতে চাই, কিন্তু ওরা কঠোর মনোভাবের’! ১৫৫ শতাংশ শুল্কের হুঁশিয়ারি নিয়ে যুক্তি ট্রাম্পের

চিনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে চায় আমেরিকা। কিন্তু আমেরিকার প্রতি চিন কঠোর মনোভাব দেখিয়েছে। ১৫৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারির সপক্ষে আবার যুক্তি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী ১ নভেম্বর থেকে চিনা পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক বেড়ে ১৫৫ শতাংশ হওয়ার পরিকল্পনা বদলের এখনই কোনও সম্ভাবনা তৈরি হয়নি বলেও স্পষ্ট করেছেন তিনি।

১ নভেম্বর থেকে চিনের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প বলেন, ‘‘এই মুহূর্তে ১ নভেম্বর থেকেই চিনের উপর ১৫৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। তবে আমি মনে কি না, এটা তাদের জন্য খুব সুখকর হবে।’’ মার্কিন প্রেসিডেন্ট এ-ও দাবি করেন, চিনের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

চীন-যুক্তরাষ্ট্র এখন ভিন্ন ধরনের বাণিজ্য যুদ্ধে আছে- বিশেষজ্ঞদের সতর্কতা

পরিচয় ডেস্ক: চীন ও রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আবারও উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন এখনও বুঝতে পারছে না, চীনের সঙ্গে কোন কৌশলে আলোচনা এগিয়ে নিতে হবে।

সবশেষ উত্তেজনা দেখা দেয় ৯ অক্টোবর। সেদিন বেইজিং বিরল খনিজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এই নিষেধাজ্ঞার তালিকায় নতুন উপাদানও যুক্ত হয়েছে। ফলে এখন থেকে বিরল খনিজ রপ্তানি সীমিত করবে দেশটি। *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

‘প্রতারণামূলক প্রচারণা’র অভিযোগে কানাডার সঙ্গে সব বাণিজ্য আলোচনা বাতিল করলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: কানাডার সঙ্গে চলমান সব বাণিজ্য আলোচনা বাতিল করার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুল্কবিরোধী বিজ্ঞাপন প্রচার নিয়ে ক্ষুব্ধ হওয়ার পর এই সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বিজ্ঞাপনটিতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানকে শুল্ক আরোপের সমালোচনা করতে দেখা যায়, যা ট্রাম্পের মতে ‘প্রতারণামূলক প্রচারণা’। বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, কানাডার ‘প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার’ করার পর এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ট্রাম্প লিখেছেন, “জঘন্য আচরণের কারণে কানাডার *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

পারমাণবিক শক্তিতে চীন কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলছে - নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: পারমাণবিক শক্তিতে চীন দ্রুত বিশ্বের শীর্ষ স্থান দখল করছে। দেশটিতে নির্মাণাধীন পারমাণবিক চুল্লি বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য সব দেশের সংখ্যার তা প্রায় সমান। ইতোমধ্যে সৌর প্যানেল ও বৈদ্যুতিক গাড়ি খাতে চীনের আধিপত্য সুপরিচিত। পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রেও দেশটি এখন অভাবনীয় অগ্রগতিতে এগিয়ে চলছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যেই চীনের পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে। অথচ যুক্তরাষ্ট্রই

প্রথম দেশ যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পরমাণু বিভাজন প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছিল। চীনের বেশির ভাগ পারমাণবিক চুল্লি মার্কিন ও ফরাসি নকশার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলোর মতো নির্মাণ বিলম্ব ও ব্যয়বৃদ্ধির সমস্যায় তারা ভোগেনি। ফলে দেশটি এখন পরবর্তী প্রজন্মের পারমাণবিক প্রযুক্তিতে এমন সাফল্য অর্জন করছে, যা পশ্চিমা দেশগুলো এখনো পায়নি। একই সঙ্গে চীন পারমাণবিক ফিউশন প্রযুক্তিতে বিপুল বিনিয়োগ *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টকে পাগল বলল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: লাতিন আমেরিকার দেশ কলম্বিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। এই প্রেক্ষাপটে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোকে ‘পাগল’ আখ্যা দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেন, ‘আমার মনে হয় কলম্বিয়ার সামরিক বাহিনীও পুলিশ এখনো খুবই প্রো-আমেরিকান। সেখানে একমাত্র সমস্যা হলো একজন পাগল প্রেসিডেন্ট।’ তিনি বলেন, ‘ওই লোকটা একেবারে পাগল এবং তিনি মানসিকভাবে স্থিতিশীল নন।’ *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে গরুর মাংসের দাম ঐতিহাসিক উচ্চতায়, আর্জেন্টিনা থেকে গরুর মাংস আমদানি নিয়ে নতুন বিতর্কে ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: দক্ষিণ আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনা থেকে গরুর মাংস আমদানির পরিকল্পনা করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এই পরিকল্পনায় ক্ষুব্ধ দেশটির খামারিরা। খবর রয়টার্সের।

ন্যাশনাল ক্যাটলম্যানস বিফ অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী কলিন উডঅল সোমবার (২০ অক্টোবর) বলেন, ট্রাম্পের পরিকল্পনা পশুপালন খাতে কেবল বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে, কিন্তু মাংসের দাম কমাতে কোনও ভূমিকা রাখবে না। এর আগে গত রোববার ১৯ অক্টোবর রাতে এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, আমরা যদি আর্জেন্টিনা থেকে অল্প পরিমাণ গরুর মাংস কিনি, তাহলে তাদের অনেক সুবিধা হবে।

তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে গরুর মাংসের দাম ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। তাই আমদানি বাড়িয়ে দাম কমানোর বিষয়টি তিনি বিবেচনা করছেন। এর আগে মার্কিন প্রশাসন আর্জেন্টিনাকে ২০ বিলিয়ন ডলারের মুদ্রা-বিনিময় সহায়তা দিয়েছে। আর্জেন্টিনাকে অর্থনৈতিক সহায়তার চুক্তি দেওয়াতেও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন মার্কিন কৃষকরা। কারণ তখন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে আর্জেন্টিনা থেকে সয়াবিন কিনছিল চীন। সম্প্রতি বেইজিংয়ের কাছে সয়াবিন রফতানির প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির কাছে পিছিয়ে পড়েছে ওয়াশিংটন।

ন্যাশনাল ফার্মার্স ইউনিয়নের সভাপতি রব লারিউ বলেন, এখন আবার মাংস আমদানি করে তাদের পুরস্কৃত করা একেবারেই উচিত নয়।

মন্টানার ৭৮ বছর বয়সি খামারি জ্যান ম্যাকডোনাল্ড বলেন, আমি এই সপ্তাহে বাছুর বিক্রির প্রস্তুতি নিচ্ছি। প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনায় আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। তবে, এভাবে আমদানি করে গরুর মাংসের দাম কমবে না বলে মনে করেন মার্কিন অর্থনীতিবিদরা। তারা বলেছেন, আর্জেন্টিনা থেকে বাড়তি মাংস আমদানি যুক্তরাষ্ট্রে দামের ওপর

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

ইসরায়েল পশ্চিম তীর দখল করতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত সমর্থন হারাবে ঘোষণা ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েল যদি ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর দখল করতে যায়, তবে দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সমস্ত সমর্থন হারাবে- এমন কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "এটা কোনোভাবেই ঘটবে না। কারণ আমি আরব দেশগুলোকে আমার কথা দিয়েছি। এখন ইসরায়েল এমন পদক্ষেপ নিতে পারে না।"

সম্প্রতি ইসরায়েলি পার্লামেন্ট অধিকৃত পশ্চিম তীরে তথাকথিত "ইসরায়েলি সার্বভৌমত্ব" আরোপের লক্ষ্যে দুটি খসড়া আইন অনুমোদন দিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের স্পষ্ট লঙ্ঘন। এরই প্রেক্ষিতে ট্রাম্পের এই বক্তব্যকে মধ্যপ্রাচ্যের কূটনৈতিক অঙ্গনে তাৎপর্যপূর্ণ বলে

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেইন ও রাশিয়া যুদ্ধের 'কূটনৈতিক সমাধানের' কাছাকাছি, বললেন পুতিনের দূত

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ক বিশেষ দূত কিরিল দিমিত্রিয়েভ বলেছেন, ইউক্রেইনে যুদ্ধ বন্ধে তার দেশ, যুক্তরাষ্ট্র ও কিইভ একটি কূটনৈতিক সমাধানের খুব কাছাকাছিই আছে বলে তার ধারণা।

মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করতে যুক্তরাষ্ট্রে নামার পর শুক্রবার সিএনএনের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প ও পুতিনের মধ্যে বৈঠকটি পুরোপুরি বাতিল হয়নি, দুই নেতা হয়তো পরবর্তী কোনো এক তারিখ ধরে বসবেন।

অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের প্রস্তাব রাশিয়া প্রত্যাখ্যান করার পর আলোচনায় আদৌ কোনো ফল হবে কিনা এমন আশঙ্কা থেকে মঙ্গলবার ট্রাম্প-পুতিনের আসন্ন বৈঠকটি 'স্থগিত' করা হয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট পরবর্তীতে জানান, যুদ্ধ বন্ধের কূটনৈতিক উদ্যোগে পর্যাপ্ত অগ্রগতি না হওয়ায় এবং সময়টা উপযুক্ত বলে মনে না হওয়া তিনি হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে পুতিনের সঙ্গে পরিকল্পিত বৈঠকটি বাতিল করেছেন।

যদিও শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) দিমিত্রিয়েভ বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেইন একটি কূটনৈতিক সমাধানের খুব কাছাকাছি বলেই আমি বিশ্বাস করি।"

বর্তমান যুদ্ধরেখা ধরে যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছাতে নতুন এক প্রস্তাব নিয়ে ইউরোপের দেশগুলো ইউক্রেইনের সঙ্গে কাজ করছে বলে কয়েকদিন আগেই ইউরোপীয় কূটনীতিকরা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছিলেন।

"বিষয়টি যে যুদ্ধরেখা সংক্রান্ত, তা প্রেসিডেন্ট (ভলোদিমির) জেলেনস্কির স্বীকার করে নেয়াই তো বড় পদক্ষেপ। আপনারা জানেন, তার আগের অবস্থান ছিল রাশিয়াকে পুরোপুরি (ইউক্রেইন) ছাড়তে হবে। তাই আমার মনে হয়, আমরা একটি কূটনৈতিক সমাধানের খুব কাছাকাছি যা নিয়ে অগ্রসর হওয়া যায়," বলেছেন পুতিনের এ বিশেষ দূত।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেইনে তার 'বিশেষ সামরিক অভিযানে' নামে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মস্কো ধীরে হলেও একের পর এক ইউক্রেইনের এলাকা দখল করে নিচ্ছে।

তার মধ্যেই ট্রাম্প এ মাসের মাঝামাঝি

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

হোয়াইট হাউসে বলরুম নির্মাণে গুগল-অ্যাপল-মাইক্রোসফট অর্থ দিচ্ছে কেন?

ট্রাম্পের বলরুম নির্মাণে আরও দাতা খুঁজছে হোয়াইট হাউজ

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আলোচিত বলরুম নির্মাণের জন্য আরও অনুদানকারীর সন্ধান করছে হোয়াইট হাউজ। প্রায় ৩০ কোটি ডলার অর্থমূল্যের এই প্রকল্প সম্পন্ন করতে প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে একাধিক কোম্পানি ও ধনকুবের ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ করেছে। তাদের পক্ষ থেকে অর্থ প্রদানের

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং উনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, এশিয়া সফরের সময় তিনি উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

হোয়াইট হাউসে বলরুম নির্মাণে গুগল-অ্যাপল-মাইক্রোসফট অর্থ দিচ্ছে কেন?

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ৩০ কোটি ডলারের (প্রায় ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা) একটি বিলাসবহুল বলরুম নির্মাণকাজ শুরু করেছেন। গত সোমবার থেকে শুরু হওয়া এই নির্মাণকাজ হোয়াইট হাউস কমপ্লেক্সে ১৯৪৮ সালের পর সবচেয়ে বড় স্থাপত্য পরিবর্তন। এ প্রকল্পের আওতায় পূর্ব দিকের উইংটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে, যেখানে এত দিন পর্যন্ত ফার্স্ট লেডির দপ্তর ছিল এবং বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। তবে সবচেয়ে

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

সাংবিধানিক আদেশ জারি করার এখতিয়ার সরকারের নেই বললেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন বলেন, ‘সবচেয়ে বেশি দরকার হলো আমাদের মানসিক সংস্কার। আমরা ঐকমত্য কমিশনে আইনি সংস্কার, সাংবিধানিক সংস্কার নিয়ে কথা বলছি। যত সংস্কারই আমরা করি না কেন, জাতীয় ভিত্তিতে যদি আমাদের মানিসক সংস্কার না হয়, সেই আইনি ভিত্তিকে আমরা বাস্তবে রূপ দিতে পারব না। এটা মোদ্দাকথা।’

জুলাই জাতীয় সনদকে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, রাষ্ট্র আবেগের ওপর চলে না। বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) জাতীয় প্রেসক্লাবে ইউট্যাব আয়োজিত ‘২৪ জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: তারুণ্যের ভাবনায় শিক্ষা ও কর্মসংস্থান’ শীর্ষক এক আলোচনায় এ কথা বলেন তিনি। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘যদিও কেউ কেউ বলছে যে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী এখন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা সেই আইনটা, আদেশটা জারি করতে পারেন। সেটা ইমোশনাল কথা, রাষ্ট্র কোনো ইমোশনের ওপরে চলে না। রাষ্ট্র আইনকানুন, বিধিবিধান, নিয়মকানুনের মধ্য দিয়ে চলে।’

গত ১৭ আগস্ট জুলাই সনদ সই হলেও কীভাবে তা বাস্তবায়ন হবে, সে বিষয়ে এখনও সুপারিশ দেয়নি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। বুধবার (২২ অক্টোবর) এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠক করেছে কমিশন। বৃহস্পতিবার আবার তাদের পরাশর্ম নেবে কমিশন, তার আগে কমিশন সদস্যরা নিজেরা বৈঠক করবেন।

সুপারিশের প্রাথমিক খসড়ার খবর সংবাদমাধ্যমে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে- জুলাই সনদ বাস্তবায়নে একটি আদেশ জারি করা হবে। সনদের অধীনে গণভোট নিয়ে একটি অধ্যাদেশ করা হবে।

এ বিষয়ে বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন বলেন, ‘আমি কালকে বলতে শুনলাম যে, এটা ‘এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল অর্ডার’ করে প্রধান উপদেষ্টা এটা জারি করতে পারেন। তবে প্রধান উপদেষ্টার আইন জারির কোনো অধিকার বাংলাদেশের সংবিধানে নেই’ বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য বলেন, ‘যার বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

নির্বাচন করতে পারবেন না পলাতক আসামিরা, সম্পদের পূর্ণ হিসাব প্রকাশ বাধ্যতামূলক বললেন আইন উপদেষ্টা

পরিচয় ডেস্ক: নির্বাচনী জোট হলেও প্রার্থীদের নিজ দলের প্রতীকে জাতীয় নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করতে হবে বলে উল্লেখ করা হয় অধ্যাদেশে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেন, ‘যদি নির্বাচনী জোট হয়, তাহলে জোটের অংশ হলেও দলের যে প্রতীক, তা দিয়ে নির্বাচন করতে হবে।’

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিবর্তন এনে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধনী অধ্যাদেশ চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এতে পলাতক আসামির নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা, ইভিএম পদ্ধতি বাতিল, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংজ্ঞায় সেনাবাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং রাজনৈতিক দলকে ৫০ হাজার টাকার বেশি অনুদান ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে দেয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এই অধ্যাদেশ অনুমোদিত হয়।

সভা শেষে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে অনুষ্ঠিত ব্রিফিংয়ে আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেন, এই সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ‘আরও স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক ও জবাবদিহিমূলক’ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে ইভিএম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) ব্যবহারের ক্ষেত্রে। ড. আসিফ নজরুল বলেন, ‘আইনে থাকা ইভিএম সম্পর্কিত সব বিধান বাতিল করা হয়েছে। ভবিষ্যতের নির্বাচন হবে পুরোপুরি ব্যালট পেপারের মাধ্যমে।’

তিনি আরও জানান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংজ্ঞায় এখন থেকে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী অন্তর্ভুক্ত থাকবে; যাতে নির্বাচনকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থায় স্পষ্টতা আসে।

নতুন সংশোধনে পলাতক আসামিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি জেলায় নির্বাচন অফিসার নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে।

প্রার্থীদের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে দেশি ও বিদেশি উৎসে সব আয়ের উৎস ও সম্পদের বিবরণ এফিডেভিটের মাধ্যমে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা নির্দেশ দিয়েছেন, প্রার্থীদের আয়, সম্পত্তি ও আয়ের উৎস প্রকাশ্যে বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকারের অপেক্ষায় ব্যবসায়ীরা

- রাজনৈতিক সরকার ছাড়া বিনিয়োগে অনীহা
- আবাসন, ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতে স্থবিরতা
- নতুন বিনিয়োগ এখন প্রায় বন্ধ, সম্প্রসারণও নেই
- আইএমএফও ঋণের কিস্তি ছাড়ে অনীহা জানিয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: সময় যত যাচ্ছে, একটি নির্বাচিত সরকারের দাবি ততই জোরালো হচ্ছে। ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তা মহল একটি রাজনৈতিক সরকারের অপেক্ষায়। চলমান পরিস্থিতিতে তারা চরম আস্থাহীনতায় এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায়। ফলে নতুন উদ্যোগ-বিনিয়োগ কার্যক্রম প্রায় স্থবির।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলও (আইএমএফ) সাফ বলে দিয়েছে, নির্বাচিত সরকার না আসা পর্যন্ত তারা ৪.৭ বিলিয়ন ডলারের পরবর্তী ষষ্ঠ কিস্তি ছাড় করবে না। অন্যদিকে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও এক কণ্ঠে বলছেন, ‘নির্বাচিত সরকার ছাড়া নতুন বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ।’ ফলে অর্থনীতি এখন এক ধরনের ‘অপেক্ষার ঘূর্ণিতে’ পড়েছে। ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী ও উন্নয়ন সহযোগীরা সবাই রাজনৈতিক ম্যান্ডেট ও নীতিগত স্থিতিশীলতার প্রত্যাশায় আছেন। অর্থনীতিবিদ ও উদ্যোক্তারা মনে করেন, নির্বাচিত সরকার না থাকায় আইএমএফের কিস্তি ঝুলে গেছে। বিনিয়োগকারীরা অপেক্ষায় আর অর্থনীতিও স্থবির। আস্থা ফিরলেই ঘুরে দাঁড়াবে পুঁজি, বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

কক্সবাজার বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক করার উদ্যোগ স্থগিত

পরিচয় ডেস্ক: কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক করার উদ্যোগ স্থগিত করেছে অন্তর্বতী সরকার। ফলে, আপাতত কক্সবাজার থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা শুরু হচ্ছে না।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কক্সবাজার বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক বিমান উড্ডয়ন কমিটির সভাপতি ও বিমানবন্দর পরিচালক এয়ার কমোডর মো. নুর-ই-আজম। যদিও গত ২৫ আগস্ট ‘কাজ শেষ না করেই সফট ওপেনিংয়ে কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর’ শিরোনামে জাগো নিউজে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) সূত্র জানায়, সম্প্রতি বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালুর প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়। পরে গত বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) সরকারের পক্ষ থেকে বিমানবন্দরটিকে আন্তর্জাতিক ঘোষণা করার প্রজ্ঞাপন স্থগিত করা হয়। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আগের মতোই অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট পরিচালনা চলবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেবিচকের এক কর্মকর্তা বলেন, অবকাঠামোগত ও প্রশাসনিক কিছু প্রস্তুতি সম্পূর্ণ না হওয়ায় সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

লিবিয়া থেকে ফিরলেন ৩০৯ বাংলাদেশি, অনেকেই অপহরণ-নির্যাতনের শিকার

পরিচয় ডেস্ক: লিবিয়া থেকে স্বেচ্ছায় দেশে ফিরেছেন ৩০৯ বাংলাদেশি নাগরিক। তাদের অনেকেই অবৈধভাবে ইউরোপে যেতে গিয়ে সেখানে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হন। এসব বাংলাদেশি ত্রিপোলি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে একটি ভাড়া করা উড়োজাহাজে করে শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সকালে ঢাকায় পৌঁছান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, লিবিয়া সরকার এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সমন্বিত উদ্যোগে এ বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের ১৪ মাস, মেলেনি অনেক হিসাব

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকারের সাড়ে ১৪ মাস অতিবাহিত হয়েছে। গণঅভ্যুত্থানের পর গঠিত এই সরকার কতটা প্রত্যাশা পূরণ করেছে? এ বিষয়ে হতাশাই প্রকাশ করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক, সাংবাদিক, নারী অধিকার কর্মীসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি- পেশার মানুষ।

এই ১৪ মাসে ১৩টি দেশে ১৪ বার সফর করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এসব সফর থেকে বাংলাদেশ কী পেয়েছে? ব্যবসা-বাণিজ্য, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কতটা ভূমিকা রেখেছে? বিশেষ করে প্রধান উপদেষ্টার সর্বশেষ রোম সফর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। এই সফরে তিনি কী অর্জন করেছেন? প্রোটোকল অনুযায়ী রোমের মেয়রের অফিসে গিয়ে তিনি বৈঠকে অংশ নিতে পারেন কিনা - এমন প্রশ্নও উঠেছে।

সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমেদ এ বিষয়ে বলেছেন, “একটি দেশের শীর্ষ নেতার ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়াটা খুব জরুরি কিনা? উনি একটা মাল্টিলেটারাল বা বহুপাক্ষিক অনুষ্ঠানে গিয়েছেন। এটা ইটালি ও বাংলাদেশের মধ্যে একটা দ্বিপাক্ষিক সফর নয়। এটা নিয়ে মানুষ চিন্তিত। প্রধান উপদেষ্টা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক

অনুষ্ঠান সত্যিকার অর্থে খুব কম হচ্ছে। ফলে, এগুলোতে যাওয়া কি ওনার জন্য খুব জরুরি? প্রধান উপদেষ্টার এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে।”

প্রধান উপদেষ্টা দায়িত্ব নেওয়ার পর ভাষণে বলেছিলেন, “বর্তমান সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছে। আমাদের সকল উপদেষ্টা দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করবেন। পর্যায়ক্রমে এটি সকল সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও নিয়মিত ও বাধ্যতামূলক করা হবে।”

কিন্তু ১৪ মাস পার হলেও উপদেষ্টারা সম্পদের হিসাব দেননি। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-র সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বিষয়টি নিয়ে আক্ষেপ করে বলেছেন, “ঘটনাটা অনেকটা শেখ হাসিনার মতো হলো। কারণ, উনিও উনার নির্বাচনি ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, উনার পুরো যে মন্ত্রিপরিষদ হবে, তাদের তথ্য দিবেন বিত্ত-বৈভব ও আয়ের ব্যাপারে এবং উনি সেটা রক্ষা করেননি। অনেক প্রত্যাশা ছিল যে, বর্তমান সরকার একটা নতুন নজির স্থাপন করবে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সেটাও হয়নি।”

তবে প্রধান উপদেষ্টার সিনিয়র সহকারী প্রেস *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

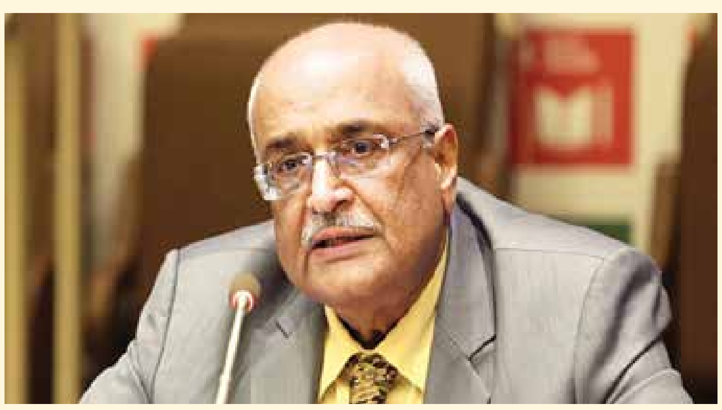

প্রধান উপদেষ্টার সংস্কারের উদ্যোগ আশানুরূপ গতি পায়নি - সিলেটে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

পরিচয় ডেস্ক: বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘সংস্কারসহ বিভিন্ন ইস্যুতে প্রধান উপদেষ্টার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা তার সহযোগী ও আমলাতন্ত্র এগিয়ে নিতে পারেনি। ফলে যে আগ্রহ নিয়ে তিনি অর্থনীতির শ্বেতপত্র প্রণয়ন, টাস্কফোর্স গঠনসহ বিভিন্ন সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা আশানুরূপ গতি পায়নি।’

গত ২২ অক্টোবর বুধবার দুপুরে সিলেটে সিপিডির উদ্যোগে নাগরিক প্লাটফর্মের প্রাক-নির্বাচনী আঞ্চলিক পরামর্শ সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, ‘আগামী দিনের নির্বাচনী ইশতেহারে সেই প্রতিশ্রুতিগুলোকে স্থান দেয়া প্রয়োজন, যার ধারাবাহিকতা নতুন সরকার রক্ষা করবে। নতুন বাংলাদেশ গড়তে হলে ও বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের জায়গাতে নিয়ে যেতে হলে এ সংস্কারগুলো অপরিহার্য।’

তিনি বলেন, ‘সংস্কারবিরোধী জোট যেটা সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা ভাঙতে হলে এ ধরনের পদক্ষেপ নির্বাচনী ইশতেহারে অপরিহার্য।’

সবকিছু অন্তর্বর্তী সরকার করে যেতে পারবে না উল্লেখ করে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ‘সরকারকে স্পষ্ট করতে হবে কতটুকু সংস্কার তারা করতে পেরেছে; বাকি মেয়াদে কতটা সম্পন্ন করতে পারবে। এর আলোকে অসম্পূর্ণ কাজগুলো এগিয়ে যাওয়ার বিষয়েও ইশতেহারে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।’

এর আগে প্রাক-নির্বাচনী আঞ্চলিক পরামর্শ সভার মুক্ত আলোচনা পর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতিনিধিরা মতামত তুলে ধরেন।

সভার শুরুতে মূল প্রবন্ধে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ‘অতীতে এ দেশে কেবল দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়েছে। স্কুল-কলেজের কেবল ইমারত হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মান বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়নি। দেশে একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, যা দৃশ্যমান বিভিন্ন প্রকল্প নিতে সাহায্য করেছিল।’

দেশে ‘চামচা পুঁজিবাদী’ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এই পুঁজিবাদে কিছু চামচা তৈরি হয়। এই চামচারা দেশকে লুটপাটতন্ত্র ও চোরতন্ত্রতে পরিণত করেছে। রাষ্ট্রের পুরো কাঠামোকে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বিচার শুরু

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড দাবী

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বিচার শুরু হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে ৭৮ বছর বয়সী এই নেত্রীর মৃত্যুদণ্ড হতে পারে বলে জানিয়েছেন প্রসিকিউটররা। বৃটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ এ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

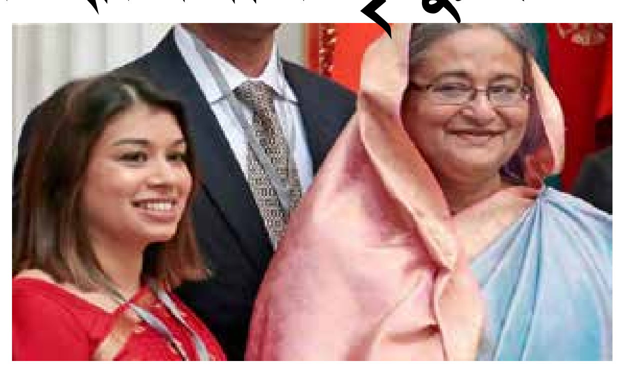

শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে “প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার” করার নির্দেশ দেন, যার ফলে প্রায় ১,৪০০ জন নিহত হন। প্রসিকিউশন পক্ষ বলছে, অপরাধ প্রমাণিত হলে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা উচিত। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, শেখ হাসিনা মৃতদেহ পোড়ানোর এবং আহতদের চিকিৎসা না দেওয়ার নির্দেশও

টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বর্তমানে এই মামলা চলছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, গত বছরের জুলাই-আগস্ট আন্দোলন চলাকালীন সময়

দিয়েছিলেন। তবে তিনি সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। জাতিসংঘ মানবাধিকার দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, গত বছর সরকারের বিরুদ্ধে ছড়িয়ে পড়া আন্দোলন দমনে এই সহিংসতায় *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

আওয়ামী লীগকে নিয়ে অবাধ নির্বাচনই বাংলাদেশে স্থিতাবস্থা ফেরাতে পারে, কারচুপির ছক কষছেন ইউনূস বললেন হাসিনা-পুত্র জয়

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। কিন্তু শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সে দেশে নিষিদ্ধ। তারা নির্বাচনে যোগ দিতে পারবে না। যুক্তরাষ্ট্র থেকে থেকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে (এপি) দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে মুখ খুলেছেন হাসিনা-পুত্র জয়।

আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে নির্বাচন হলে বাংলাদেশের মানুষ তা মেনে নেবে না। সেই নির্বাচনের কোনও বৈধতাই থাকবে না। আমেরিকা থেকে একটি সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র সাজিব

ওয়াজ□দ জয়। বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু এবং সার্বিক নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন তিনি। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে কারচুপির পরিকল্পনার অভিযোগও তুলেছেন।

দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হলে ইসলামপন্থিরা লাভবান হতে পারে বলে সতর্ক করে জয় অভিযোগ করেন, প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে একটি ‘কারসাজিপূর্ণ নির্বাচন’ আয়োজনের পরিকল্পনা করছেন। কোনো দলকে বাদ দেওয়া হলে সেটি হবে এক প্রহসনমূলক নির্বাচন। তিনি বলেন, ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যসংযোজিত পণ্য রপ্তানিতে দ্বিতীয় বাংলাদেশ - আইএমএফের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে মূল্য সংযোজিত পণ্য রপ্তানি সফলভাবে কাজে লাগিয়েছে তিনটি দেশ। এর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে কম্বোডিয়া, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ এবং তৃতীয় অবস্থানে ভিয়েতনাম। দেশটির বাজারে পণ্য রপ্তানিতে শক্ত অবস্থান রয়েছে এমন দেশগুলো এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। শ্রীলংকা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানির ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে, কিন্তু বাড়াতে পারেনি। অন্য দেশগুলোর রপ্তানি কমেছে। গত ২৪ অক্টোবরশুক্রবার প্রকাশিত আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (আইএমএফ) প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদনে চলতি অর্থবছরের বাংলাদেশের মোট দেশজ উত্পাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ৪ দশমকি ৯ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এর আগে ১৬ অক্টোবর প্রকাশিত আইএমএফের প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুকে চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির হার ৪ দশমিক ৯ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। এবারের প্রতিবেদনে সেটি বহাল রাখা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এশিয়ার দেশগুলোর পণ্য রপ্তানির বড় বাজার হচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকা। ওইসব অঞ্চলের দেশ থেকে এশিয়ার দেশগুলো যেমন বেশি পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে, তেমনি রেমিট্যান্স থেকে মোটা অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। এর বিপরীতে আহরিত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে আমদানি ব্যয় মিটিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতিপত্রে ভারসাম্য রক্ষা করতে অন্যতম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

রপ্তানি আয়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সব সময়ই একটি প্রতিযোগিতার বাজার সৃষ্টি করে তাদের নীতি সহায়তার প্রয়োগ বাড়ায়। এর মধ্যে শ্রমের বাজার উন্নয়ন, কর্মীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার বাড়ানো উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার বাড়ানো সম্ভব হলে বেশি পণ্য রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। এজন্য দেশটির বাজারে রপ্তানিতে মূল্য সংযোজন বাড়ানোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা চলে। এ সুযোগ সবচেয়ে বেশি সফলভাবে কাজে লাগিয়েছে কম্বোডিয়া। দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে মূল্য সংযোজিত পণ্য রপ্তানি বাড়াতে শীর্ষে রয়েছে। এ খাতে তাদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২১ শতাংশ। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ, রপ্তানি বাড়িয়েছে ২০ শতাংশ। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ভিয়েতনাম। তারা রপ্তানি বাড়িয়েছে ১০ শতাংশ।

মূল্য সংযোজিত পণ্যের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য রপ্তানি করে তৈরি পোশাক। এর বাইরে চামড়াজাত ও হস্তজাত পণ্য রপ্তানি করে। এসব পণ্যে বাংলাদেশের মূল্য সংযোজনের হার বাড়ছে। যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে এসব পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধিও বেড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে শীর্ষ রপ্তানিকারকদের মধ্যে মূল্য সংযোজিত পণ্য রপ্তানিতে জাপান, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, ফিলিপাইন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান প্রবৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়েছে।

নির্বাচিত সরকার ছাড়া ঋণের অর্থ দেবে না আইএমএফ

জানালেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

পরিচয় ডেস্ক: ডিসেম্বরে নির্ধারিত ৫৫০ কোটি ডলারের ঋণ প্যাকেজের পরবর্তী কিস্তি ছাড়ের আগে নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর।

ওয়াশিংটনে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নিতে বর্তমানে সেখানে অবস্থানরত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফোনকলে গণমাধ্যমকে বলেন, আইএমএফ পরবর্তী সরকার আসার পর তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চায়। *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

নিজস্ব রপ্তানিতে মার্কিন শুল্কের চাপ, চীনা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগের নতুন গন্তব্য হচ্ছে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: চীনের তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি আয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত বর্ধিত শুল্ক ও উৎপাদন খরচের চাপ বাড়তে থাকায়ড়নতুন করে গতি পেয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে দেশটির বিনিয়োগ সম্পর্ক। দেশে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বিভিন্ন খাতে চীনের বিনিয়োগ বাড়লেও অ্যাপারেল খাতে তাদের মনোযোগ বাড়ছে।

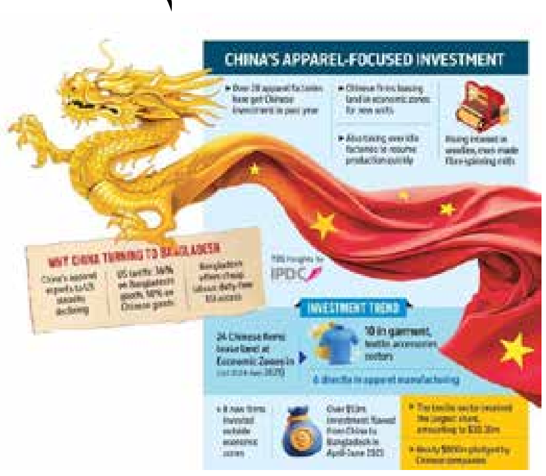

খাত সশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, চীনা বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হচ্ছেন। বাংলাদেশে তুলনামূলক কম উৎপাদন ব্যয়, পর্যাপ্ত শ্রমশক্তি, এবং ইউরোপীয় বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারড়এসব সুবিধা বাংলাদেশকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সবমিলিয়ে গড়ে ৩৬ শতাংশ শুল্ক দিলেওড়চীনের পণ্যের ক্ষেত্রে তা প্রায় ৫০ শতাংশ, এই হার আরো বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে গত এক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রে চীনের রপ্তানি ক্রমাগত কমছে, আর ভিয়েতনাম, বাংলাদেশসহ আরো কিছু দেশের বাড়ছে যা চীনের অ্যাপারেল উদ্যোক্তাদের এ খাতের বিনিয়োগ স্থানান্তর করতে উদ্বুদ্ধ করছে। *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ‘কার্গো ভিলেজে আগুন বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের জন্য বড় ক্ষতি’

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগার ঘটনা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের জন্য বড় ধরনের ক্ষতি বলে জানিয়েছেন বিজিএমইএ সিনিয়র সহ-সভাপতি এনামুল হক খান বাবলু।

তিনি বলেন, কার্গো ভিলেজে আগুন অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এ ঘটনায় আমরা বিজিএমইএ বোর্ড গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় দেশের রপ্তানি বাণিজ্য, বিশেষ করে পোশাক শিল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রোববার দুপুরে বিমানবন্দরের দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে ৮ নম্বর গেটের সামনে সাংবাদিকদের এসব *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

যে কারণে নির্বাচিত সরকার ছাড়া কিস্তি ছাড় করবে না আইএমএফ

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছ থেকে ৪.৭ বিলিয়ন ডলার ঋণের ৬ষ্ঠ কিস্তি ছাড় করার কথা ছিল চলতি ডিসেম্বরের শেষে বা আগামী জানুয়ারির প্রথমার্ধে। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর যে রাজনৈতিক সরকার আসবে, তারা আইএমএফ এর ঋণের শর্ত মানবে কি-না, সেই নিশ্চয়তা না পেয়ে কিস্তির অর্থ ছাড় করতে রাজি নয় সংস্থাটি।

ওয়াশিংটনে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশকে এমন বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন সম্মেলনে অংশ নেওয়া অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক
Bangladesh Society, Inc
www.bangladeshsocietyinc.com
উপদেষ্টা পরিষদ
ডা. মোঃ হামিদুজ্জামান
প্রধান উপদেষ্টা
ডা. এম. বিল্লাহ
মোহাম্মদ আক্তার হোসেন
হাসান ইমাম
ডা. ওয়াদুদ ভূঁইয়া
মুজিব উর রহমান
নারগিস আহমেদ
মোহাম্মদ আজিজ
আজমল হোসেন কুনু
আব্দুর রব মিয়া
ফারজানা খান
হামিদ রেজা খান
আসাবুর রহমান সাবু
প্রফেসর দেলোয়ার হোসেন
মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
মাহবুবুর রহমান
জামাল আহমেদ জনি
মোহাম্মদ আমিনউল্লাহ
সেলিম উদ্দি
মকবুল রহমি চুনই
আব্দুল হাসিম হাসনু
ওয়াসি চৌধুরী
খোকন মোশারফ
মোঃ শাহজাহান সিরাজী
সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি
সউদ চৌধুরী - উপদেষ্টা
অনিক রাজ - চেয়ারম্যান
সৈয়দ বাহলুল (উজ্জ্বল)
মোশারফ হোসেন
মনিকা রায়, ডা. শাহিনাজ লিপি
প্রচার উপ-কমিটি
রিজু মোহাম্মদ - চেয়ারম্যান
খোন্দকার মাহবুব
রেফায়েত চৌধুরী, মোহাম্মদ সেলিম
কামরুল জামান ববি
মোহাম্মদ এন. উদ্দিন (হায়দার)
মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
অভ্যর্থনা উপ-কমিটি
মোঃ নুরুল হক - উপদেষ্টা
জামিল আনসারী - চেয়ারম্যান
কাজী তোফায়েল ইসলাম
আব্দুস সালাম মিয়া আজম
মোঃ টিপু খান, নাদির এ আইয়ুব
স্মরনিকা উপ-কমিটি
মাহমুদ চৌধুরী - উপদেষ্টা
মোঃ আখতার বাবুল - চেয়ারম্যান
ওয়াহিদ কাজী এলিন
নাসির উদ্দিন আহমেদ
ফয়সাল আহমেদ
আপ্যায়ন উপ-কমিটি
আশ্রাব আলী খাঁন লিটন - চেয়ারম্যান
আব্দুল কাদের চৌধুরী (শাহিন)
মোঃ জাহাঙ্গীর
মাইন উদ্দিন মাহবুব
সেমিনার উপ-কমিটি
মোঃ হাসান (জিলানী) - চেয়ারম্যান
মুল্লা এম এ মাসুদ
মোঃ আক্তার হোসেন
আহসান হাবিব
প্রদীপ ভট্টাচার্য
নুরুল ইসলাম সুজন
আজিজুল হক (মুন্না)
রেজিস্টেন, তথ্য ও অনুসন্ধান
জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী - চেয়ারম্যান
বাবুল চৌধুরী
জামান তপন
ফারহানা চৌধুরী
নিরাপত্তা কমিটি
সৈয়দ এনায়েত আলী
সার্বিক সহযোগিতায়
সালামত উল্লাহ
মোহাম্মদ সালেহ, ফারুক আজম
ড. সাজ্জাদ হোসেন
মুজিবুর রহমান মিয়া
আব্বাস উদ্দিন (দুলাল)
আবুল হাশেম বুলবুল
জহিরুল ইসলাম
মনিরুল ইসলাম
আমিরুল ইসলাম সজল
মাকসুদুর রহমান চৌধুরী
ফারুক চৌধুরী
সৈয়দ এম কে জামান
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
মোহাম্মদ রেজাউল করিম সগির
আজহার হোসেন, নিশান রহিম
আব্দুল হান্নান, মোঃ নওশাদ হোসেন
মীর মাকসুদ আলী তাসলিম
আব্দুল্লাহ আল লিটন
মোহাম্মদ সানি মিন্টু
Golden Jubilee Celebration
সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন
সুবর্ণ জয়ন্তী ৫০
২ নভেম্বর, ২০২৫, রবিবার
বিকেল ৪টা থেকে রাত ১১টা
Venue: Terrace on the Park
52-11 111th St, Queens, NY 11368
registration is required!
Please Scan to Register
দয়া করে ২০ অক্টোবরের মধ্যে আপনার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করুন
complete your registration by October 20th
TERRACE ON THE PARK
চেয়ারম্যান, উদযাপন কমিটি
ডা. মইনুল ইসলাম মিয়া
কো-চেয়ারম্যান, উদযাপন কমিটি
মোহাম্মদ হোসেন খান
উদযাপন কমিটির, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
ফখরুল আলম
উদযাপন কমিটির, চিফ ইভেন্ট কোঅর্ডিনেটর
মোহাম্মদ নুরুল হক
জয়নুল আবেদীন
রানা ফেরদৌস চৌধুরী
মাহমুদ চৌধুরী
সউদ চৌধুরী
সার্বিক তত্ত্বাবধানে
শাহ নেওয়াজ
চেয়ারম্যান, বোর্ড ট্রাষ্টিস
সদস্য, বোর্ড ট্রাষ্টিস
মোহাম্মদ আক্তার হোসেন
কাজী আজহারুল হক মিলন
আজিমুর রহমান বুরহান
মোহাম্মদ আতোয়ারুল আলম
আব্দুর রহিম হাওলাদার
মোহাম্মদ এনামুল হক এমডি
জুনেদ আহমদ চৌধুরী
কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম
মোঃ ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার
আহসান হাবীব
নাইম টুটুল
TITLE SPONSOR
GOLDEN AGE HOME CARE
আড্ডাকাড্ডা
646.591.8396
SHAH NAWAZ
GRAND SPONSOR
GOLDSANDS GROUP
PLATINUM SPONSOR
BHALO
BRIDGING THE GAP
GOLD SPONSOR
ETERNAL
HOMECARE & WELLNESS LLC
GOLD SPONSOR
Reliable Home Care
CONTACT US TODAY FOR ALL YOUR HOME CARE NEEDS
347.809.4660
GOLD SPONSOR
FATEMA QUALITY PRODUCTS
FATEMA BROTHERS, INC
প্রবাসে দেশের স্বাদ
সঙ্গীত পরিবেশনায়: দেশ ও উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ
মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
আহ্বায়ক
৯১৭-৫২৩-১৩৪৪
হারুন উর রশিদ
প্রধান সমন্বয়কারী
৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮
সমন্বয়কারী:- মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী, আবুল কাশেম চৌধুরী
মনসুর আহমেদ, হান্নান খান
আবুল কালাম ভূইয়া
সদস্য সচিব
৯১৭-৮৯২-৭১৯৯
যুগ্ম-আহ্বায়ক
মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল
মোহাম্মদ ফারুক হোসেন মজুমদার
অর্থ ও হিসাব
মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি)
অনুষ্ঠান ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা
রিজু মোহাম্মদ
যুগ্ম-সদস্য সচিব
ভিউক খান
সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সোহাগ)
দুলাল মিয়া (হাজী এনাম)
সদস্য: গিয়াস আহমেদ, এ কে এম নরুল হক, মোঃ জেড চৌধুরী জুয়েল, আহবাব এইচ চৌধুরী (খোকন), জে মোল্লা সানী, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, রফিকুল ইসলাম (ডালিম), সিরাজুল হক জামাল, সরোয়ার খান বাবু, বাশার ভূঁইয়া, সুশান্ত দত্ত, শাহ মিজানুর রহমান, বেলাল মাহমুদ, মোঃ কামরুজ্জামান বাবু, সাবিদ হাসান (স্বপন), জাকির আহমেদ, টুটুল আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ এ. মান্নান, মখন মিয়া, মোঃ শওকত হোসেন (খান শওকত)
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

টমেটো ৬০০ টাকা কেজি! পাক-আফগান উত্তেজনার মধ্যেই মূল্যবৃদ্ধির আগুনে জ্বলছে ইসলামাবাদ

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি কাবুলে বিমান হামলা চালিয়েছিল পাকিস্তান। তার পালটা দেয় আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। তারপর দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি হলেও উত্তেজনা এখনও কমেনি। এর মধ্যেই পাকিস্তানে খাদ্যসামগ্রীর আকাশছোঁয়া দামের ছ্যাঁকায় নাভিশ্বাস উঠেছে পাক জনতার। জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের বাজারে প্রতি কেজি টমেটোর দাম পৌঁছেছে ৬০০ টাকায় (ভারতীয় মুদ্রায়)। কয়েক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত এই দর ছিল ১০০ টাকা। কিন্তু এক ধাক্কায় তা ৫০০ টাকা বেড়ে গিয়েছে।

পাকিস্তানের একাধিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, সাম্প্রতিক বন্যা এবং দু'দেশের মধ্যে চলতি সংঘাতের কারণে দেশে ফল-সবজির দাম আগুন। রাওয়ালপিন্ডির বাজারে প্রতি কেজি টমেটো ৬০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের বিভিন্ন বাজারে রসুনের দাম ৪০০ টাকা কেজি, আদার দাম ৭৫০ টাকা কেজি, পেঁয়াজ ১২০ টাকা কেজি এবং মটর ৫০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। সবজির পাশাপাশি ফলের দামও আকাশছোঁয়া। জানা যাচ্ছে, আপেল বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ২৫০ থেকে ৩৫০ টাকা দরে। আঙুরের দাম প্রতি কেজিতে ৪০০ থেকে ৬০০ টাকা, একটি নারকলের দাম ৪০০ টাকা এবং ডালিম বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৪০০ টাকা দরে।

রাওয়ালপিন্ডির সবজি ব্যবসায়ী ইউনিয়নের সভাপতি গোলাম কাদের বলেন, "দেশে টমেটোর জোগান কম। কিন্তু চাহিদা বেশি। বর্তমানে আফগানিস্তান থেকে আর টমেটো আমদানি করা হচ্ছে না। টমেটোর জোগান স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত দাম কমবে না।"

রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করল চীনের রাষ্ট্রীয় একাধিক তেল কোম্পানি

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়ার দুই বৃহত্তম তেল কোম্পানি রসনেফট ও লুকঅয়েলের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা নতুন নিষেধাজ্ঞার জেরে সমুদ্রপথে রুশ তেল কেনা আপাতত বন্ধ করেছে চীনের রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানিগুলো। বৃহস্পতিবার একাধিক বাণিজ্যিক সূত্র বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে একথা জানিয়েছে।

তারা জানায়, চীনের জাতীয় তেল কোম্পানি পেট্রোচায়না, সিনোপেক, সিএনওওসি ও ঝেনহুয়া অয়েল সাময়িকভাবে সমুদ্রপথে রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ রাখবে। নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগের বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

বাঁধ দিয়ে পাকিস্তানকে কাবু করতে চায় আফগানিস্তান

তাহলে কী আফগানিস্তান পাকিস্তানের নদীর পানিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণে ভারতকে অনুসরণ করছে? আপাতদৃষ্টিতে তেমনটাই ঘটতে যাচ্ছে। বিদেশি সহায়তার জন্য অপেক্ষা না করে নিজস্ব সম্পদেই কুনার নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ করতে যাচ্ছে আফগানিস্তান। কুনার আফগানিস্তানের প্রধান পাঁচটি নদীর একটি। আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ৪৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদী আফগানিস্তানে পানি সম্পদের বড় অংশের জোগান দিয়ে থাকে। খবরে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানের পানি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়কে তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লা আখুন্দজাদা কুনার নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণের

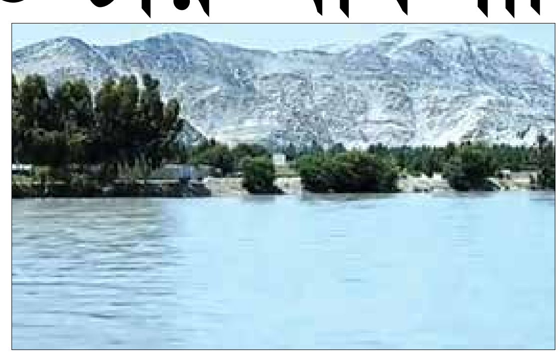

নির্দেশ দিয়েছেন। দেশটির পানি ও বিদ্যুৎমন্ত্রী আব্দুল লতিফ মনসুর সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন। সাম্প্রতিক পাক-আফগান সংঘাতের আবহে কাবুলের এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সংবাদদাতারা বলছেন, পাকিস্তানের নদীর পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে চায় আফগানিস্তান। আর সে কারণেই আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানের দিকে বয়ে যাওয়া কুনার নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ করতে চায় দেশটির সরকার। দেশটির সর্বোচ্চ তালেবান নেতা হিবাতুল্লা আখুন্দজাদা 'যত দ্রুত সম্ভব' নদীতে বাঁধ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন।

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পাহেলগামে জঙ্গি বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

গাজার যুদ্ধবিরতি ভেঙে যেতে পারে -আশঙ্কা ট্রাম্প প্রশাসনের

পরিচয় ডেস্ক: ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) ইসরায়েল পৌঁছেছেন। সিএনএন জানিয়েছে, তিনি এমন এক সময়ে ইসরায়েল গেলেন, যখন ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে হওয়া যুদ্ধবিরতি ভেঙে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন।

সিএনএনকে একাধিক সূত্র জানিয়েছে, ভ্যান্সের সফরের মূল উদ্দেশ্য হলো ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে মার্কিন-সমর্থিত যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে অটল রাখা। বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

ইসলামোফোবিয়া রোধে নরওয়েতে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ

পরিচয় ডেস্ক: ইসলামভীতি বা ইসলামোফোবিয়া মোকাবিলায় নরওয়েতে এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রোববার (১৯ অক্টোবর) রাজধানী অসলোতে অনুষ্ঠিত 'স্টপ ইসলামোফোবিয়া' সম্মেলনে এ উদ্যোগের উদ্বোধন করেন শহরের মেয়র অ্যান লিনবো। নতুন এই উদ্যোগে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বৈষম্যমূলক ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এতে মাঠপর্যায়ের প্রতিবেদন ও তথ্যভিত্তিক উপাত্ত সংরক্ষণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ ডেটাবেজ গড়ে তোলা হবে, যা পরবর্তীতে কার্যকর বৈষম্যবিরোধী নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করবে।

সম্মেলনটির আয়োজন করে 'ইসলামিক ডায়ালগ নেটওয়ার্ক'। এতে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলের ইমাম, গবেষক, রাজনীতিক, তরুণ নেতারা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি অংশ নেন।

আয়োজকদের মতে, ইসলামোফোবিয়া কেবল মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্যা নয়; এটি নরওয়ের সামগ্রিক সামাজিক আস্থা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্যও হুমকি। বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়

CUOMO

to build a new NYC

AndrewCuomo.com

Paid for by Cuomo for NYC, Inc.

Former Governor Andrew Cuomo has always been a supporter of the Muslim community because *he shares our values.*

CUOMO'S RECORD

- **Forceful advocate for the right of the Muslim community** to build a mosque in Downtown Manhattan near The World Trade Center site in **2010.**
- **Launched New York City hotline for victims of islamophobic hate crimes** and bias incidents in **2016.**
- **Stood with us during Trump's 2017 Muslim Travel Ban,** declaring "As a New Yorker, I am a Muslim" and provided free legal representation for Muslim's impacted by the ban.
- **Enacted "Religious Garb Law" in 2019,** making it illegal for employers to discriminate against employees wearing religious attire, including Hijabs.

CUOMO'S PLAN AS MAYOR

- **Supports the creation of New York City's first Arabic Language Charter School.**
- **Hire 5000 more police officers to keep our communities safe,** including 1500 officers dedicated to subways to protect commuters.
- **Enhance enforcement of rent-stabilization laws** to prevent illegal rent hikes and landlord harassment.
- **Support and prioritize access to funding for South Asian-owned businesses** and non-profits, including Masjids.

Mamdani's far-left politics are against our values.
Cuomo has always fought for our community.

VOTE TUESDAY, NOV. 4
Early Voting: Oct. 25 – Nov. 2
Mail-In Voting: Sept. 19 - Nov. 4

Find your poll site, register to vote, or request a mail-in ballot: **vote.nyc** or call **1-866-VOTE-NYC**

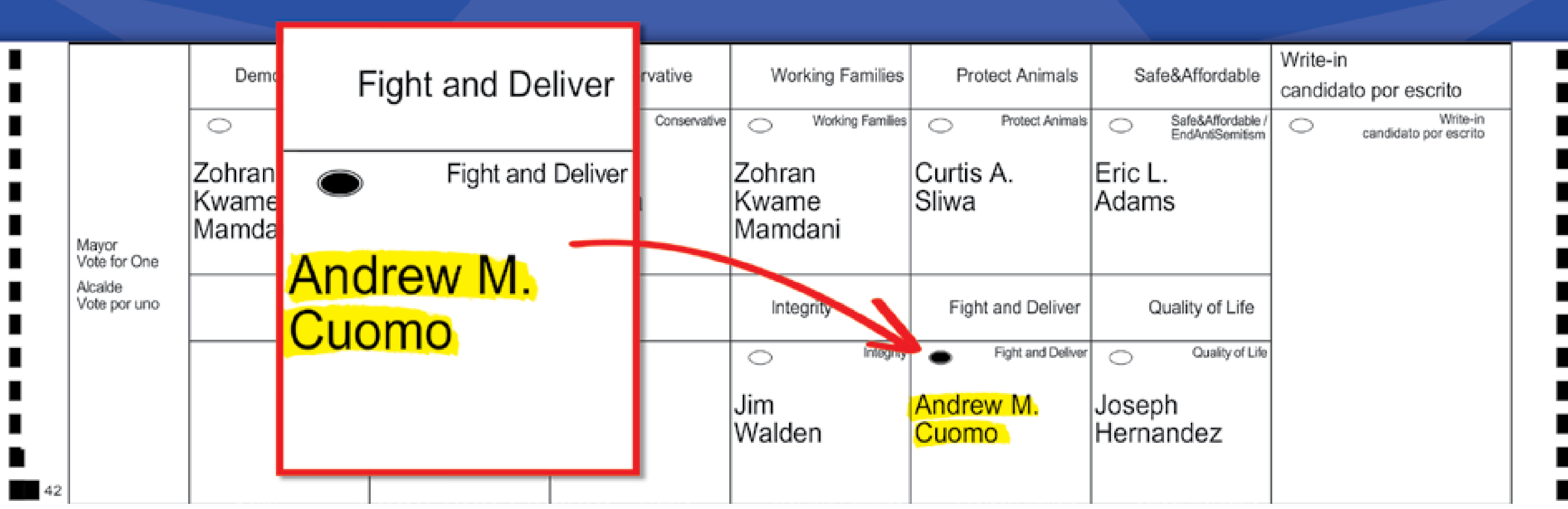

সাতচল্লিশে স্বাধীনতার নামে যা পেয়েছিলাম

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামটা জাতীয়তাবাদীরাই শুরু করেন। ১৮৫৭ সালে কোম্পানির অধীনস্ত সিপাইরা যে অভ্যুত্থানটি ঘটান, সেটাকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলা হয়। এই বলাতে কোনো অতিশয়োক্তি নেই। সংগ্রামটা ছিল ব্রিটিশের জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদীদের। এটি দমন করতে শাসকদের আরাম সত্যি সত্যি হারাম হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। তারা বুঝে গিয়েছিল, ওই রকম আরেকটি অভ্যুত্থান যদি ঘটে তাহলে সেটিকে দমন করা সম্ভব হবে না। তাই তারা সাম্রাজ্যবাদীদের পুরাতন ও কার্যকর রণনীতি ভাগ করো এবং শাসন করো প্রয়োগ জোরদার করে। তাদের দ্বিতীয় পদক্ষেপটি ছিল এমন একটি তাঁবেদার শ্রেণি তৈরি করা, যেটি তার নিজের স্বার্থেই কেবল যে শাসকদের সেবা করবে, তা-ই নয়; অভ্যুত্থানের যে কোনো চেষ্টাকে দমন করতেও সহায়ক হবে।

সিপাই অভ্যুত্থানে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। হিন্দু-মুসলমানে ভেদাভেদের সমস্যা দেখা দেয়নি। আর ওই ঐক্যেই ছিল শাসকদের বিশেষ উদ্বেগ। তাই প্রথম থেকেই তারা ঠিক করে যে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় বিভেদ বাড়াবে এবং পারলে সংঘাত সৃষ্টি করবে। প্রথম জনশুমারিতে তাই দুই সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হলো। ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে কাল-বিভাজন সাম্প্রদায়িক বিভাগ দেখিয়েই করা হলো। তাদের ওই যুগ-বিভাজনে প্রথমে ছিল হিন্দু যুগ, তারপর এলো মুসলমানরা। তারা হিন্দুদের দমন করে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করল; এর পরে এলো ইংরেজ। ইতিহাসকে এভাবে দেখিয়ে তারা প্রমাণ করতে চেয়েছে মুসলমানরা এসেছিল আপদ হিসেবে, যাদের হাত থেকে দয়ালু ইংরেজরা এসে হিন্দুদের রক্ষা করেছে। নিজেদের শাসনকালকে কিন্তু তারা খ্রিষ্টান যুগ বলেনি। বলেছে আধুনিক যুগ। আর নতুন যে শ্রেণি তৈরিতে তারা হাত লাগিয়েছিল, সেই শ্রেণির মুখপাত্ররাও ইংরেজদের লুণ্ঠনকারী হিসেবে না; দেখেছে মুক্তিদাতা হিসেবেই। এই নতুন শ্রেণি হিসাব করে দেখেছে, ইংরেজরা তাদের কেবল যে মোগলদের শাসন থেকে বাঁচিয়েছে, তাই নয়; বাঁচিয়েছে মধ্যযুগীয় অন্ধকারাচ্ছন্নতা থেকেও। রেনেসাঁর আলোয় ভাসিয়ে দিয়েছে ভারতভূমিকে; বিশেষ করে বঙ্গভূমিকে, যেখানে বিদেশি ওই ত্রাণকর্তারা প্রথমে দখলদারিত্ব কায়েম করে।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যাতে সভা বসিয়ে তাদের আবেদন-নিবেদন অভাব-অভিযোগ বড়কর্তাদের কর্ণগোচর করে নিজেদের অসন্তোষ থেকে ভারমুক্তির ক্ষণিক আরাম পেতে পারে, সে জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের কাজে। পরে যখন দেখল, তাতেও কুলাচ্ছে না; শিক্ষিতদের একাংশ উশখুশ করেছে, তখন সাম্প্রদায়িকতাকে আরও সামনে নিয়ে আসবার অভিসন্ধিতে উঠতি মুসলমানদের উৎসাহিত করল সারা-ভারত মুসলিম লীগ নামে কংগ্রেসের পাল্টা একটি দল গড়তে। বাংলাই যেহেতু হয়ে উঠেছিল অসন্তোষের ডিপো, তাই প্রশাসনিক সুবিধা হবে এই অজুহাত দাঁড় করিয়ে বাংলাকে বিভক্ত করার উদ্যোগও নিল। শিক্ষা, চাকরি, পেশায় মুসলমানদের তুলনায় হিন্দু সম্প্রদায় তখন অগ্রসর। কারণ মুসলিম শাসনামলেও ব্যবসায় তো বটেই, দাপ্তরিক কাজেও তারা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুন নিলামে জমিদারি কিনে তারা জমিদার হয়ে যাওয়ার সুযোগও পেয়ে গিয়েছিল। ওদিকে মুসলমানরা যেহেতু রাজ্যহারা; তাই তাদের ভেতর হতাশা ও অভিমান ছিল। দখলদারদের ভাষা শিখতে তারা বিলম্ব করল। এসব কারণে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েছিল। কিন্তু যখন তারা দেখল ইংরেজরা চলে যাবে না; থাকার জন্যই এসেছে, তখন চলমান ওই শকটে সওয়ার হবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগে পূর্ববঙ্গবাসী, বিশেষ করে ঢাকা শহরের বাসিন্দাদের কিছুটা সুবিধা হবে মনে করে মুসলমানদের পক্ষ থেকে ওই বিভাজনে আপত্তি ওঠেনি, বরং সম্মতিই দেখা গেছে। কিন্তু কলকাতাবাসী জমিদার ও পেশাজীবীরা দেখল পূর্ববঙ্গে তাদের যে জমিদারি আছে এবং সেখান থেকে যে খাজনা, মক্কেল, রোগী, শিক্ষার্থীরা আসে সেসবের অনেকটাই হাতছাড়া হয়ে যাবে। প্রমাদ গুনে তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলল। নেতৃত্ব যেহেতু ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে, তাই আন্দোলনে হিন্দুত্বের ছাপ পড়া ছিল স্বাভাবিক। এর ফলে দুষ্ট সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিতে সহায়তা পেল।

ইংরেজ শাসকেরা নিজেদের নতুন রাজনৈতিক আরেকটা চাল চালল। অল্পসংখ্যক লোককে ভোটাধিকার দিয়ে (শুরুতে ছিল শতকরা দুজন) ভান করল ছাড় দেবার। কিন্তু ভেতরে সাম্প্রদায়িকতাকে শক্তিমন্ত *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

জুলাই সনদ কি টেকসই হবে

মহিউদ্দিন আহমদ

বহুল আলোচিত জুলাই জাতীয় সনদে এ পর্যন্ত সই দিয়েছে ২৫টি রাজনৈতিক দল। সনদে উল্লেখিত প্রস্তাবগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, এ নিয়ে দলগুলোর মধ্যে ভিন্নমত আছে। সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ আদেশের খসড়া তৈরি করেছে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি। হয়তো আজকালের মধ্যেই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে সরকারের কাছে কমিটির সুপারিশ জমা দেবে ঐকমত্য কমিশন।

সনদের খসড়া তৈরির কাজ যখন চলছিল, কীভাবে এর বাস্তবায়ন হবে, তখন এটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাজের আওতায় ছিল না। তখনই এ নিয়ে কথাবার্তা হতে থাকে। প্রশ্ন উঠেছিল, এর বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না হলে এটি কেবল কাগুজে দলিল হয়েই থাকবে।

৩১ জুলাইয়ের পর ঐকমত্য কমিশন সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে দলগুলো ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করে। ৯ অক্টোবর এ আলোচনা শেষ হয়। আলোচনায় গণভোটের মাধ্যমে সনদ বাস্তবায়নে ঐকমত্য হয়। কিন্তু সনদ ও গণভোটের আইনি ভিত্তি, সময় ও পথ-পদ্ধতি নিয়ে দলগুলোর মধ্যে ভিন্নমত থেকে যায়।

যতটুকু জানা গেছে, সনদ বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হিসেবে একটি বিশেষ আদেশ জারি করা হবে। দ্বিতীয় ধাপে ওই আদেশের ওপর অনুষ্ঠিত হবে গণভোট। ভবিষ্যতে যে সংসদ হবে, তার দ্বৈত ভূমিকা থাকবে। একটি ভূমিকা হলো সংবিধানের দরকারি সংশোধনগুলো করা। অন্যটি হলো নিয়মিত সংসদ হিসেবে পরবর্তী নির্বাচনের আগপর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়া।

জানা গেছে, প্রাথমিক খসড়া অনুযায়ী এ আদেশের নাম হবে 'জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন (সংবিধান) আদেশ'। এটি সংবিধান ও অন্যান্য আইনের পরিপূরক হবে। এ আদেশের ভিত্তি হবে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান। অর্থাৎ 'গণ-অভ্যুত্থানের ক্ষমতাবলে বিশেষ পরিস্থিতিতে এ আদেশ জারি করা হবে'। আদেশের পরিশিষ্টে থাকবে জুলাই জাতীয় সনদ। এ আদেশের ওপর হবে গণভোট। যেসব প্রস্তাবে ভিন্নমত আছে, সেগুলোর বাস্তবায়ন কীভাবে হবে, সেটাও এখানে উল্লেখ থাকতে পারে (প্রথম আলো, ২২ অক্টোবর ২০২৫)।

এ আদেশ জারি নিয়েও আছে মতভেদ। বিএনপি একটি বড় দল। দলটি এ ধরনের বিশেষ আদেশ জারি সমর্থন করে না। আবার কয়েকটি দল, যেমন জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি, এ রকম একটি আদেশ জারির দাবি জানিয়ে আসছে।

আদেশ জারি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পরস্পরবিরোধী অবস্থান বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ করা যাচ্ছে। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আইনি ভিত্তি নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো কিছু না বলায় এনসিপি সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান বর্জন করেছিল। শুধু বর্জন নয়, তারা একটি সমাবেশ ঘটিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজনে বাধা দিয়েছিল। এ নিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে সমবেত 'জুলাই যোদ্ধাদের' সংঘর্ষ, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়েছে। জনমনে ধারণা, এনসিপি এটি ঘটিয়েছে, যদিও দলটির শীর্ষ নেতাদের কেউ ওই সমাবেশে ছিলেন না। ফলে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হয়েছে। এত সময় ও শ্রম দিয়ে এ আয়োজনের ব্যবস্থা হলেও তা শুরুতেই হোঁচট খেয়েছে।

জুলাই সনদে বর্ণিত অঙ্গীকারনামা শেষ মুহূর্তে এসে পরিমার্জন করা হয়েছে, যেটি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পাঠ করা হয়। ঐকমত্য কমিশন এ বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে বলেই শেষ মুহূর্তে এসে কিছু অঙ্গীকারের কথা সংযোজন করেছে। প্রশ্ন হলো, কমিশন এটি আগে কেন বিবেচনায় নেয়নি? এ নিয়ে যে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে, এটুকু বোঝার মতো কেউ কি কমিশনে ছিলেন না? নাকি কোনো বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে প্রবোধ দিতে তাঁরা শেষ সময়ে এসে দু-চার কথা লিখেছেন? তার মানে কি এই যে কমিশন স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করতে পারে না? চাপ দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়?

আবার আসি মূল সনদ বিষয়ে। দেখা গেছে, ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে গুটিকয় ছাড়া সব কটিতে ঐকমত্য হয়নি। এক বা একাধিক দল প্রস্তাবের কোনো কোনো অংশে আপত্তি জানিয়েছে। একটা উদাহরণ দিই। বিচার বিভাগসংক্রান্ত সংস্কার প্রস্তাবের এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ, জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন এবং এর প্রধান হিসেবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। অপর দিকে আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হবে।' চারটি দল এ *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

সাংবাদিকতা কি এখন অনেক সহজ?

মাহাদী হাসান

সাংবাদিকতা কি অনেক সহজ হয়েছে? অনেকে বলে- হ্যাঁ। এখন তো হাতে হাতে স্মার্টফোন। ক্যামেরা আছে, ইন্টারনেট আছে। মুহূর্তেই ছবি তোলা যায়, ভিডিও বানানো যায়, আবার সেটি প্রকাশও করা যায়।

ফেসবুকে পোস্ট করো, ইউটিউবে আপলোড করো, টুইটারে ছড়িয়ে দাও, খবর মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। তাহলে কি সাংবাদিকতা অনেক সহজ হয়ে গেছে? আমার মনে হয় না। বরং দিন দিন সাংবাদিকতা আরও কঠিন হয়ে উঠছে।

একবার এক তরুণ সাংবাদিক আমাকে বলছিল- 'ভাইয়া, আমি ফেসবুকে একটা ভিডিও দেখলাম। সবাই লিখছে ঘটনাটা ঢাকায় ঘটেছে। আমি যাচাই করতে গিয়ে দেখি, ওটা আসলে ভারতের পুরনো ঘটনা।' এই ঘটনা আসলে একটা নয়, মিয়ানমারের ছবি, ভারতের পুরনো ছবি ব্যবহার করে গুজব ছড়ানো হয়। স্কিন টোন আর পোশাকের সংস্কৃতি কাছাকাছি হওয়ায় অনেক সময় বোঝাও যায় না যে, আসলে কোন স্থানের ঘটনা এটি। এই পরিস্থিতিই বোঝায় আসল চ্যালেঞ্জ কোথায়। তথ্য এখন আর কারও একার হাতে নেই। প্রত্যেকে তথ্য তৈরি করছে, ছড়াচ্ছে। সত্যি আর মিথ্যা একসঙ্গে মিশে যাচ্ছে এই বিশাল সমুদ্রে। কে সাংবাদিক, কে শুধু ব্যবহারকারী সেই সীমানা বোঝা কঠিন।

আগে সাংবাদিকতার মানে ছিল খবর সংগ্রহ করা, যাচাই করা, লেখা, তারপর ছাপা কাগজে বা টিভি পর্দায় প্রচার। এখনকার সাংবাদিককে শুধু রিপোর্ট বানালেই হয় না। তাকে হতে হয় যাচাইকারক। তাকে জানতে হয় ডেটা, অ্যালগরিদম, ফ্যাক্ট-চেকিং। তাকে বুঝতে হয় যে কোনো তথ্যের উৎস কোথায়, সেটি সত্যি না গুজব।

আমরা করোনার সময় দেখেছি- ভুয়া খবর কত ভয়ংকর হতে পারে। কারও মৃত্যু নিয়ে মিথ্যা খবর, চিকিৎসাসংক্রান্ত ভুল তথ্য কিংবা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল দ্রুতগতিতে। মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে, আতঙ্কিত হয়েছে। এই ভুয়া খবর ঠেকাতে সাংবাদিকদের ঘাম ঝরাতে হয়েছে।

অর্থাৎ সংবাদ ছড়ানো হয়তো সহজ, কিন্তু সংবাদ যাচাই আজ সবচেয়ে কঠিন কাজ।

আজকের সাংবাদিককে শুধু কলম ধরতে জানলেই হয় না। ক্যামেরা চালাতে হয়, ভিডিও এডিট করতে হয়, লাইভ করতে হয়, অনলাইনে ছড়িয়ে দিতে হয়। আগে রিপোর্টার রিপোর্ট করত, আলাদা ফটোগ্রাফার ছবি তুলত, ভিডিও করত ক্যামেরাপার্সন। এখন এক সাংবাদিককেই অনেক সময় এই তিন-চারটা কাজ একসঙ্গে করতে হয়।

তারপর আছে প্রতিযোগিতা যে, কে কার আগে দিতে পারে। আগে প্রিন্ট নিউজে একদিন দেরি হলে তেমন ক্ষতি হতো না। এখন দেরি মানেই আপনি পিছিয়ে পড়লেন। এই চাপ সামলানো সহজ নয়।

তাই সাংবাদিকতা সহজ হয়েছে বলার সুযোগ নেই আসলে। সংবাদ ছড়ানো হয়তো সহজ। স্মার্টফোন হাতে এখন সবাই সাংবাদিক হতে চায়। কেউ দুর্ঘটনার ছবি তুলে ফেসবুকে দিলেই তা ভাইরাল হয়। কিন্তু সাংবাদিকতা কেবল ছবি বা ভিডিও দেওয়া নয়। সাংবাদিকতা মানে প্রেক্ষাপট দেওয়া, ঘটনার কারণ-পরিণতি খুঁজে বের করা এবং সবচেয়ে বড় কথা- সত্য যাচাই করা।

একজন ব্যবহারকারীর ভুল হলে সেটা 'একজনের ভুল' হিসেবে থেকে যায়। কিন্তু একজন সাংবাদিক ভুল করলে সেটি পুরো প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তাই পেশাদার সাংবাদিকের দায়িত্ব অনেক বেশি।

আজ আমরা 'ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার' বা তথ্যযুদ্ধের যুগে বাস করছি। ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল হচ্ছে, করপোরেট স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে, আবার কখনও কখনও জাতিগত বা ধর্মীয় উত্তেজনা তৈরি করা হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে সাংবাদিককে শুধু রিপোর্টার হিসেবে ভাবলে ভুল হবে। তিনি এক অর্থে সৈনিক- সত্যের সৈনিক। তার হাতে অস্ত্র কলম, ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন। শত্রু হলো ভুয়া খবর, বিভ্রান্তি আর অর্ধসত্য। এই যুদ্ধ লড়াই করাই সাংবাদিকতার মূল চ্যালেঞ্জ।

অনেকে বলে- যেহেতু সবাই খবর ছড়াতে পারে, সাংবাদিকতার গুরুত্ব নাকি কমে গেছে। আমি উল্টোটা মনে করি। যখন ভুয়া খবর সবচেয়ে দ্রুত ছড়ায়, তখন প্রকৃত সাংবাদিকতার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়।

একজন সাংবাদিক শুধু খবর দেন না, মানুষের আস্থা গড়ে তোলেন। তার বিশ্বাসযোগ্যতাই হলো তার আসল শক্তি। আর সেই আস্থা ধরে রাখতে হলে তাকে আরও সতর্ক, আরও দক্ষ, আরও দায়িত্বশীল

বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়

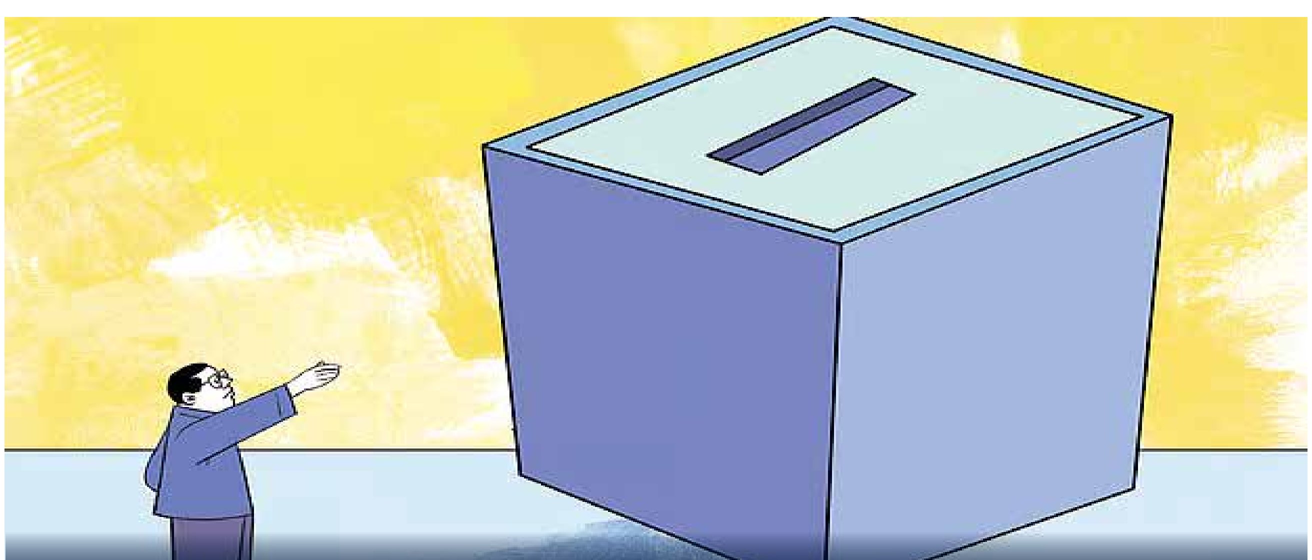

বিএনপি নতুন রাজনীতির যে ইঙ্গিত দিচ্ছে

সাইমুম পারভেজ

বাংলাদেশের রাজনীতি একটি নতুন সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনার দেশ ছেড়ে পলায়ন আওয়ামী লীগকে নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি করেছে। শুধু শেখ হাসিনা নয়, সেই সঙ্গে আওয়ামী লীগের প্রধান সারির সব নেতাই হয় দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন অথবা বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন।

বিশ্বের নানা দেশেই রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়, কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের প্রায় সব প্রথম সারির নেতা এবং সরকারের নিয়োগ করা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের একসঙ্গে এমন পতন বিশ্বের ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা। এ ঘটনা ইঙ্গিত দেয় যে সাবেক ক্ষমতাসীন দল কী পর্যায়ের এবং কী বিস্তৃতি নিয়ে দলীয়করণ করেছিল এবং কীভাবে সরাসরি সরকারি কর্মকর্তাদের দলীয় আনুগত্যবাহী হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

পরবর্তী সময়ের বাস্তবতায় বাংলাদেশ যেমন নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে, মব-সহিংসতার ঘটনা বেড়েছে, তেমনি নতুন কিছু সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিতা, বিদ্যায়তনিক, সাংস্কৃতিক ও সুশীল সমাজে নতুন ধরনের বিন্যাস লক্ষ করা যাচ্ছে। পুরোনো আওয়ামী লীগনির্ভর ব্যবস্থা ভেঙে নতুন করে ইতিহাস পর্যালোচনা ও সমাজ বিশ্লেষণের প্রবণতাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে ঐকমত্য তৈরির যে চেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা নিশ্চয়ই ইতিবাচক।

অবশ্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের আলোচনার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রকাঠামো পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছু দলের বারবার বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জুলাই সনদে স্বাক্ষর না দিতে চাওয়ার ফলে সে বিভেদ নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এসব অনৈক্যকে বিবেচনায় রেখেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভেদ ও মতের পার্থক্যকে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তাকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার ইতিহাস। এ দেশের রাজনৈতিক সহিংসতার একটি বড় কারণ নির্বাচনের পদ্ধতি-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তীব্র দ্বিমত ও ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখার প্রবণতা। আওয়ামী লীগের শাসন পতনের পরে যে রাজনৈতিক দলগুলো এখন বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছে, তারা সবাই এ বিষয়ে একমত হয়েছে যে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাই পরবর্তী বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে পারে।

একজন ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বের সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ, উচ্চকক্ষ প্রবর্তনসহ বিচার বিভাগ, পুলিশ, মিডিয়া, নির্বাচন কমিশনবিষয়ক সংস্কারসহ মোটাদাগে একটি বড় সংখ্যার সংস্কার প্রস্তাবে সব রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে ঐকমত্য তৈরি হয়েছে।

এই ঐকমত্য তৈরির পেছনে বড় দল এবং সামনের নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠনের জন্য সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় দল বিএনপির একটি বড় অবদান রয়েছে বলে আমি মনে করি। যেসব দলের ক্ষমতায় যাওয়ার এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করার সম্ভাবনা কম, তাদের সংস্কার প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হওয়া এবং বিএনপির একমত হওয়া নীতিগতভাবে একই, কিন্তু দায়িত্বশীলতার দিক থেকে ভিন্ন। কারণ, এই প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের যে দায়িত্ব, তা পরবর্তী সরকারের ঘাড়েই পড়বে। সেই দায়িত্বশীলতার বিবেচনায় বিএনপির বেশির ভাগ সংস্কার প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হওয়া শুধু কাগজে-কলমে নয়, দলটির পরিচালনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় একটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিবিসি বাংলায় প্রচারিত সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকার এবং গত কয়েক বছরে দেওয়া নানা বক্তব্য এই নতুন রাজনীতির ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করে। সাক্ষাৎকারে তারেক রহমানের বক্তব্যের প্রাজ্ঞতা, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার ও পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক দৃঢ়তা এবং দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ধারণা বেশ প্রশংসিত ও আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক সময়ের বক্তব্যে একটি বিষয় বারবার উঠে আসে, যা বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হলেও খুব বেশি আলোচনায় আসেনি। এ বিষয়টি হচ্ছে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে বিভেদ, রাজপথের পেশিশক্তি ও সহিংসতার বদলে নীতিভিত্তিক রাজনীতির দিকে জোর দেওয়া। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

NYS Department of Health LHCSAs

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

খালি পেটে হলুদ-আমলকীর পানি পানে যেসব উপকার

পরিচয় ডেস্ক: শরীরকে সুস্থ ও রোগমুক্ত রাখতে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে হলুদ ও আমলকীর পানি পান করা বিশেষভাবে কার্যকর বলে মনে করা হচ্ছে। আয়ুর্বেদ অনুযায়ী, হলুদে থাকা কারকিউমিন শক্তিশালী প্রদাহবিরোধী ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, আর আমলকী ভিটামিন সি সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক টনিক।

এই পানীয় নিয়মিত গ্রহণ করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, হজম শক্তি ভালো থাকে, ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য উন্নত হয়। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এর উপকারিতা হলো:

১. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি: হলুদ ও আমলকী একত্রে শরীরকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
২. বিষমুক্তি: লিভারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, ত্বক সতেজ ও উজ্জ্বল হয়।
৩. ওজন নিয়ন্ত্রণ: বিপাক বৃদ্ধি করে এবং চর্বি পোড়ানোর প্রক্রিয়া সক্রিয় করে।
৪. পাচনতন্ত্রের স্বাস্থ্য: গ্যাস, এসিডিটি ও বদহজম কমায়।
৫. ত্বক ও চুলের যত্ন: ত্বক উজ্জ্বল করে এবং চুল মজবুত রাখে।
৬. পাচনতন্ত্রের স্বাস্থ্য: গ্যাস, এসিডিটি ও বদহজম কমায়।
৭. ত্বক ও চুলের যত্ন: ত্বক উজ্জ্বল করে এবং চুল মজবুত রাখে।
৮. পাচনতন্ত্রের স্বাস্থ্য: গ্যাস, এসিডিটি ও বদহজম কমায়।
৯. ত্বক ও চুলের যত্ন: ত্বক উজ্জ্বল করে এবং চুল মজবুত রাখে।

শরীরের যেসব সমস্যা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়

পরিচয় ডেস্ক: হৃদরোগ এখনো বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। তবে সুখবর হলো এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। করোনারি হৃদরোগ সাধারণত তখন ঘটে, যখন হৃদপিণ্ডে রক্ত বহনকারী ধমনীগুলো সংকুচিত বা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। ধমনীতে চর্বি বা প্লাক জমে এই অবরোধ সৃষ্টি হয়, যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এথেরোস্ক্লেরোসিস বলা হয়। ফলে হৃদপিণ্ডে রক্ত প্রবাহ কমে গিয়ে বুকে ব্যথা, হার্ট অ্যাটাক এমনকি হার্ট ফেইলিওরও হতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপ : উচ্চ রক্তচাপ হৃদপিণ্ড ও ধমনীর ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। এতে ধমনীর দেয়াল দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চর্বি জমার ঝুঁকি বাড়ে। নিয়মিত ফলো-আপ, ব্যায়াম ও সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রেখে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা হৃদরোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায়। চঁনগবফ ঈবহঃৎধষএ প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘ সময় উঁচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসা না করলে তা হৃদরোগের কারণ হতে পারে।

উচ্চ কোলেস্টেরল : অত্যধিক খউখ বা খারাপ কোলেস্টেরল ধমনীর ভেতরে জমে প্লাক তৈরি করে, যা রক্তপ্রবাহে বাধা দেয়। ফল, শাকসবজি ও গোটা শস্যের পরিমাণ বাড়ালে শরীরের ক্ষতিকর চর্বি কমে যায়। গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে, মোট কোলেস্টেরল বৃদ্ধি করোনারি হৃদরোগের (ঈঐউ) অন্যতম শক্তিশালী ঝুঁকি।

ডায়াবেটিস : রক্তে অতিরিক্ত শর্করা রক্তনালী ও স্নায়ুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যা হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাস করে। সঠিক খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম এবং ওষুধের মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখলে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, করোনারি আর্টারি ডিজিজ (ঈঅউ) ডায়াবেটিস রোগীদের দীর্ঘমেয়াদী জটিলতার অন্যতম কারণ।

ধূমপান : ধূমপান ধমনীর অভ্যন্তরীণ আস্তরণ ক্ষতিগ্রস্ত করে ও শরীরে রক্ত প্রবাহ ও অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দেয়, ফলে হৃদপিণ্ডে চাপ বৃদ্ধি পায়। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের গবেষণায় বলা হয়েছে, ধূমপান করোনারি ধমনী রোগের (ঈঅউ) একটি প্রধান ঝুঁকির কারণ।

প্রতিদিন রসুন খেলে পাবেন শরীরের নানা উপকার

পরিচয় ডেস্ক: শীতকালে স্বাস্থ্য রক্ষায় রসুনের গুরুত্ব অপরিসীম। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে রসুনকে বলা হয়েছে 'মহাষধী' ও 'মহারসোনা', যা শরীরের জন্য অমৃতের সমতুল্য। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিয়মিত রসুন খেলে পাকস্থলী সুস্থ থাকে এবং বিভিন্ন সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

প্রতিদিন দুই কোয়া রসুন খেলে শরীরে নানা ধরনের উপকার পাওয়া যায়। রসুন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, হার্টের স্বাস্থ্য উন্নত করে, হজমসংক্রান্ত সমস্যা দূর করে এবং কাঁচা রসুন জয়েন্টের ব্যথা কমাতেও সাহায্য করে।

ইউএস ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কাঁচা রসুন শীতকালে ঠান্ডা ও ফ্লু হওয়ার আশঙ্কা ৬৩ শতাংশ কমায়। এছাড়া, রসুনের অ্যালিসিন নামক যৌগের কারণে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে উষ্ণতা বজায় থাকে।

কীভাবে খেতে হবে? বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন, খালি পেটে প্রতিদিন দুই কোয়া রসুন চিবিয়ে খেতে হবে। অথবা রাতে ঘুমানোর আগে দুই কোয়া রসুন পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে খাওয়া যেতে পারে। তবে অতিরিক্ত খাওয়া এড়াতে হবে, কারণ তা ক্ষতিকর হতে পারে।

স্বাস্থ্য সচেতন নাগরিকদের জন্য শীতকালে রসুনকে খাদ্যাভ্যাসে অন্তর্ভুক্ত করা এখন গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশে পরিণত হয়েছে।

মাত্রাতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণে শরীরে যা ঘটতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: সাম্প্রতিক সময়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিয়ে আলোচনায় সবচেয়ে বেশি যে শব্দটি শোনা যায় সেটি হলো প্রোটিন। এর অবশ্য যথেষ্ট কারণও আছে, আমাদের সুস্থ খাদ্যাভ্যাসে প্রোটিন একটি অপরিহার্য উপাদান। কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটের পাশাপাশি প্রোটিন হলো আমাদের খাদ্যের প্রধান ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলোর একটি। তবে প্রোটিনই একমাত্র উপাদান যা শরীরকে অ্যামিনো অ্যাসিড সরবরাহ করে। খাবারের প্রোটিন হজম হলে তা অ্যামিনো অ্যাসিডে ভেঙে যায়, যা শরীরের নানা প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে। যেমন, পেশি গঠন ও সংরক্ষণ, হরমোন তৈরি, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো, এমনকি চুল, ত্বক ও নখের স্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি।

তবে প্রোটিন নিয়ে কিছু পুষ্টিবিদেরা সতর্ক করেছেন। তারা জানিয়েছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রেন্ডের কারণে অনেকেই প্রোটিন বেশি গ্রহণ করে ফেলছেন।

ওয়েটওয়াচার্সের চিফ নিউট্রিশন অফিসার ও ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরিডার প্রফেসর ড. মিশেল কার্ডেলের মতে, শরীরের প্রয়োজনের বেশি প্রোটিন খেলে সেটি সঞ্চিত হয় না। শরীর অতিরিক্ত প্রোটিন প্রস্রাবের মাধ্যমে বের করে দেয় অথবা তা শক্তি বা চর্বিতে রূপান্তরিত হয়।

তিনি আরও জানান, সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে এটি সরাসরি ক্ষতিকর নাও হতে পারে। তবে, শরীরের চাহিদা পূরণ হলে অতিরিক্ত প্রোটিন বাড়তি কোনো উপকার করে না। বরং দীর্ঘায়ু ও সার্বিক সুস্থতার জন্য প্রোটিনের সঙ্গে ফাইবারের সঠিক ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি।

মনে রাখা দরকার, অতিরিক্ত প্রোটিন ও ফাইবারের ঘাটতি ওজন বৃদ্ধি বা হজমের সমস্যার কারণ হতে পারে। ড. ডেভিড লিস্কা বলেন, 'এ সমস্যার একটি সাধারণ লক্ষণ হলো কোষ্ঠকাঠিন্য। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে আরও নানা জটিলতা তৈরি হতে পারে। তাই ফাইবারসমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলাটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সাধারণত প্রতিদিন ২৫ থেকে ৩৫ গ্রাম ফাইবার গ্রহণের পরামর্শ দিই। আর এর সঙ্গে প্রচুর পানি পান করাও গুরুত্বপূর্ণ।'

ক্যানসার প্রতিরোধে মহাঔষধ গাজর

পরিচয় ডেস্ক: সবজি তালিকায় গাজরের অবস্থান আলাদা। পুষ্টিগুণে ভরপুর এ খাবার শুধু চোখের যত্নই নেয় না, বরং ক্যানসার প্রতিরোধেও রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। গবেষকরা বলছেন, গাজরে থাকা ক্যারোটিনয়েড ও ফলকারিনোল নামক উপাদান ক্যানসার সৃষ্টিকারী কোষের বিস্তার রোধ করতে সক্ষম।

প্রোস্টেট, কোলন, ফুসফুস, পাকস্থলী এমনকি লিউকেমিয়ার ঝুঁকিও কমাতে পারে নিয়মিত গাজর খাওয়া। পাশাপাশি গাজরে থাকা ফাইবার, পটাসিয়াম ও অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করে। ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ গাজর চোখের দৃষ্টিশক্তি রক্ষায় সহায়ক। আবার এর বিটা-ক্যারোটিন ত্বককে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে রক্ষা করে এবং বয়সের ছাপ কমাতেও কার্যকর।

কীভাবে খাবেন গাজর?

কাঁচা চিবিয়ে: এতে ভিটামিন সি, ফাইবার ও অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট অটুট থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যানসার প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর কাঁচা গাজর খাওয়া।

হালকা সেদ্ধ বা রান্না করে: এতে বিটা-ক্যারোটিনের মাত্রা বাড়ে, যা শরীরে গিয়ে ভিটামিন-এ তে পরিণত হয়। তবে অতিরিক্ত রান্নায় পুষ্টি নষ্ট হতে পারে।

রস বানিয়ে: হৃদরোগীদের জন্য উপকারী হলেও এতে ফাইবার কমে যায়। তাই অল্প নারকেল তেল মিশিয়ে খেলে শরীরে সহজে বিটা-ক্যারোটিন শোষিত হয়।

পুষ্টিবিদদের মতে, সর্বোচ্চ সুফল পেতে গাজর সালাদে কাঁচা বা হালকা সেদ্ধ করে খাওয়া উত্তম। তবে শিশু ও বয়স্কদের জন্য সেদ্ধ গাজরই বেশি সহজপাচ্য।

লিভার ভালো রাখতে প্রতিদিন যে তিনটি ফল খাবেন

পরিচয় ডেস্ক: আকারে ছোট হলেও লিভার বা যকৃৎ শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, প্রোটিন তৈরি, বিষাক্ত পদার্থ দূর করা, হজমে সহায়তা ও প্রয়োজনীয় ভিটামিন জমা রাখার কাজ করে এই অঙ্গটি। লিভারের সমস্যা অবহেলা করলে তা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

তবে যেমন অস্বাস্থ্যকর খাবার লিভারের ক্ষতি করে, তেমনি কিছু স্বাস্থ্যকর ফল নিয়মিত খেলে লিভারকে সুস্থ রাখা সম্ভব।

ফ্লোরিডার গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট চিকিৎসক ডা. জোসেফ সালহাব জানিয়েছেন, কিছু নির্দিষ্ট ফল নিয়মিত খেলে লিভারের কর্মক্ষমতা বজায় থাকে এবং এর ক্ষয়রোগ প্রতিরোধ করা যায়। চলুন জেনে নেওয়া যাক, কোন তিনটি ফল লিভারের জন্য সবচেয়ে উপকারী:

১. তরমুজ ও পাতিলেবুর রস : তরমুজে থাকা সিট্রুলাইন উপাদান শরীরে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপাদনে সহায়তা করে, যা রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। অন্যদিকে, পাতিলেবুতে থাকা ভিটামিন সি লিভারের বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। দুটি একসঙ্গে খেলে লিভারের রক্ত সঞ্চালন উন্নত হয় এবং লিভার থাকে সক্রিয়।

২. বেদানা : বেদানা ভিটামিন, খনিজ ও পলিফেনলস-এ সমৃদ্ধ একটি ফল। গবেষণায় দেখা গেছে, এই উপাদান লিভারের প্রদাহ কমায় এবং কোষের ক্ষতি প্রতিরোধ করে। ফলে লিভারের কার্যক্ষমতা স্বাভাবিক থাকে।

৩. আপেল ও দারচিনি : আপেলে থাকা ফাইবার লিভারকে বিষাক্ত উপাদান থেকে রক্ষা করে। অন্যদিকে, দারচিনি রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং চর্বির ভারসাম্য বজায় রাখে। একসঙ্গে আপেল ও দারচিনি খেলে ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি অনেকটা কমে যায়।

এছাড়া বিট ও বেরি জাতীয় ফল লিভারের জন্য উপকারী। তবে মনে রাখতে হবে কোনো ফলই অতিরিক্ত খাওয়া ঠিক নয়; বরং নিয়মিত ও পরিমিত পরিমাণে ফল খেলে লিভার থাকবে সুস্থ ও সবল।

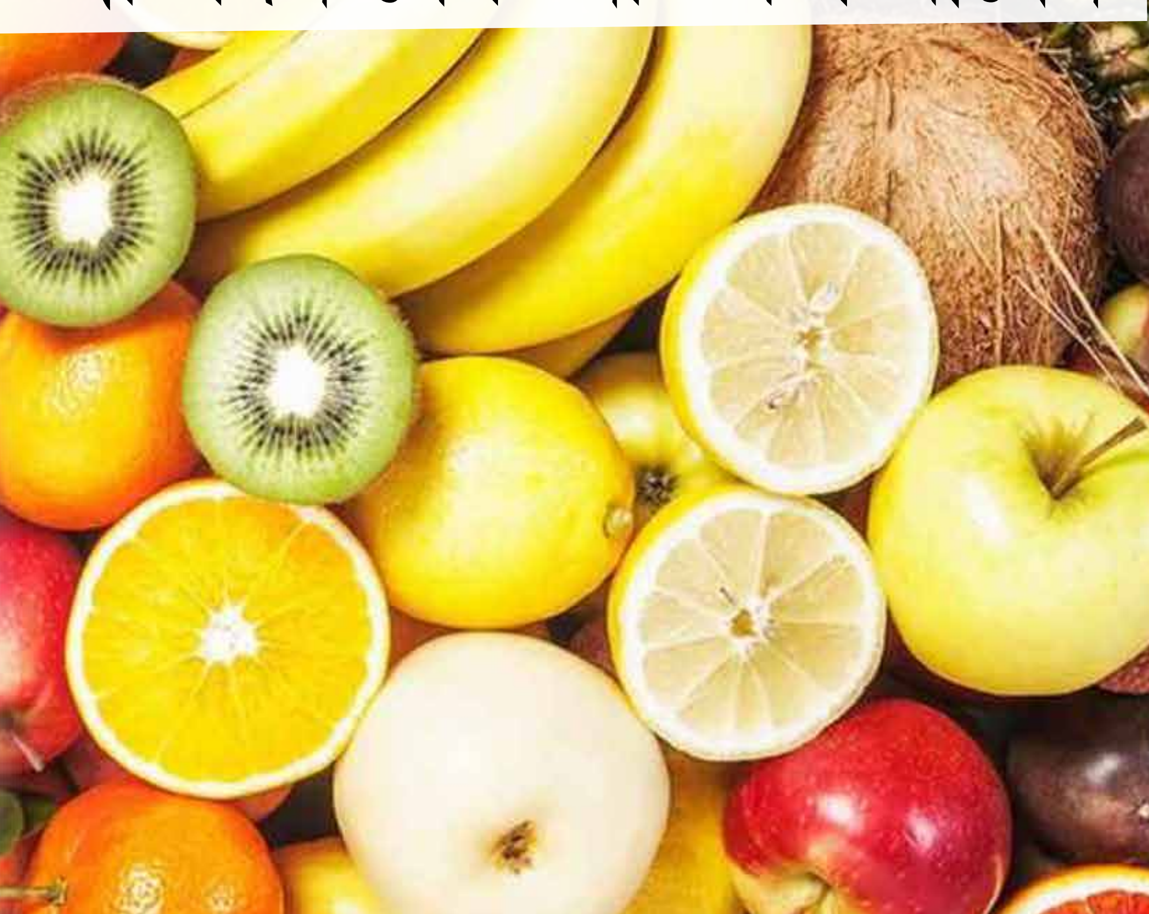

খাসির কোরমা

পরিচয় ডেস্ক: মুরগি, গরুর নানা পদের পাশাপাশি যেকোন উৎসবের দিনে বাড়িতে তৈরি করতে পারেন সুস্বাদু খাসির মাংসের কোরমা। এছাড়া মেঘলা দিনে একটু ভিন্ন স্বাদ আনতে খাসির মাংসের জুড়ি মেলা ভার। ঠান্ডা আবহাওয়ায় ভাত বা পোলাওয়ের সাথে এই সুস্বাদু পদ একদম জমে যাবে।

উপকরণ: খাসির মাংস ২০ টুকরা, আদা পেস্ট ৩ চা চামচ, রসুন পেস্ট ২ চা চামচ, পেঁয়াজ পেস্ট ২ চা চামচ, সাদা ও কালো গোলমরিচ গুঁড়া ১/২ চা চামচ, জিরা ও ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ, লবঙ্গ ৪টি, চিনি ১ চা চামচ, লবণ পরিমাণমতো, সরিষার তেল ১ কাপ, পেঁয়াজ (কিউব করে কাটা) ৬টি, দারুচিনি (ছোট টুকরা) ৪টি, সবুজ এলাচ ৩টি, কাঁচামরিচ ৪টি, তেজপাতা ৪টি, লেবুর রস ১ চা চামচ, তরল দুধ ২ কাপ (মাংস সেদ্ধ করার জন্য),বেরেস্তা ১ কাপ, ঘি ২ টেবিল চামচ

প্রণালী: প্রথমে পরিষ্কার করা খাসির মাংস কিউব করে কাটা পেঁয়াজ, আস্ত দারুচিনি ও এলাচ, কাঁচামরিচ, লেবুর রস, গোলমরিচ গুঁড়া, ঘি ও বেরেস্তা বাদে বাকি সব উপকরণ দিয়ে মেখে ১ ঘণ্টা মেরিনেশনে রাখুন।

একটি সসপ্যান চুলায় গরম করে তাতে সরিষার তেল দিন। তেল গরম হলে কিউব করে কাটা পেঁয়াজ দিয়ে দিন এবং হালকা বাদামি রঙ ধরার অপেক্ষা করুন।এরপর এতে দারুচিনি ও এলাচ দিয়ে নেড়ে দিন এবং সুন্দর গন্ধ বের হওয়া পর্যন্ত ভাজুন।

মেরিনেট করা মাংস (সব উপকরণ দিয়ে ১ ঘণ্টা মেরিনেট করা) সসপ্যানে ঢেলে দিন এবং ৫ মিনিট নাড়াচাড়া করুন।

এবার কাঁচামরিচ দিয়ে দিন এবং মাংসের নিজস্ব পানিতেই সেদ্ধ হতে দিন। কিছুটা সেদ্ধ হলে ফুটন্ত গরম দুধ যোগ করুন। হালকা আঁচে সসপ্যান ঢেকে দিয়ে অপেক্ষা করুন মাংস ভালোভাবে সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত।

মাংস ভালোভাবে সেদ্ধ হলে এবং ঝোল ঘন হয়ে এলে এতে লেবুর রস, গোলমরিচ গুঁড়া, ঘি ও বেরেস্তা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নামিয়ে ফেলুন।

ভাত, পোলাও, রুটি, লুচি বা ভেজিটেবল রাইসের সাথে গরম গরম পরিবেশন করুন এই সুস্বাদু খাসির কোরমা।

কড়াই গোস্ত

পরিচয় ডেস্ক: প্রতিদিনের রান্নার স্বাদ একটু পাল্টে নিতে চাইলে ঝাল-মশলাদার এই রেসিপিটি রুটি বা পরোটার সাথে জমবে দারুণ।

উপকরণ: ১ কেজি গরুর মাংস, পেঁয়াজ কুচি, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, মাংসের মসলা, দারচিনি, এলাচ, জায়ফল-জয়ত্রী বাটা, টক দই, টমেটো কিউব, তেজপাতা, রসুন, তেল, লবণ।

রান্নার পদ্ধতি: মাংস সব মসলায় মেখে ২৫ মিনিট মেরিনেট করুন। প্যানে তেল গরম করে মেরিনেট করা মাংস দিয়ে কষান। সেদ্ধ হয়ে গেলে অন্য কড়াইয়ে টমেটো, রসুন, পেঁয়াজ ভেজে কষানো মাংস দিন। ২-৩ মিনিট দমে রেখে নামিয়ে ফেলুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

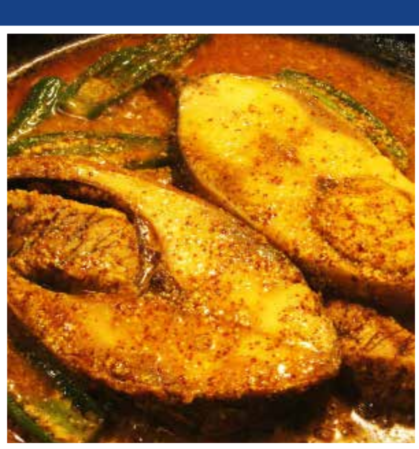

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

মুরগির স্টু

পরিচয় ডেস্ক: মুরগির মাংস হচ্ছে এমন একটি উপকরণ যা রোজকার পাত থেকে বিশেষ অনুষ্ঠানের পদে জায়গা করে নিতে পারে। আর পরিবারের ছোট-বড় সবারই প্রিয় মুরগির মাংস। এখন প্রায় সবার বাসায় ফ্রিজে মুরগির মাংস থাকে। মুরগির মাংস দিয়ে নানান পদ তৈরি করা যায়। খাবারের মাঝে মাঝে বৈচিত্র আনার জন্য মুরগির মাংসের একটি ভিন্ন স্বাদের রেসিপি জেনে নিতে পারেন।

উপকরণ: মুরগি ৫০০ গ্রাম, গোটা ছোট পেঁয়াজ ১০টি, তেজপাতা ২টি, আদাবাটা ১ চা-চামচ, গোটা গোলমরিচ ৮-১০টি, মাখন ৩ টেবিল চামচ, পেঁপের টুকরা ৪টি, আলুর টুকরা ৪টি, গাজর ৪ টুকরা, গোলমরিচের গুঁড়ো আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, পানি পরিমাণমতো।

প্রণালি: কড়াইতে মাখন দিন। তেজপাতা দিন। গোটা পেঁয়াজ দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। সবজি, আদাবাটা, লবণ, গোটা গোলমরিচ দিয়ে নেড়ে মুরগি দিন। ভালো করে মিশিয়ে পানি দিয়ে ঢাকা দিন। সবকিছু সেদ্ধ হলে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নিন।

গার্লিক বিফ

পরিচয় ডেস্ক: চীনা রেস্তোরাঁর স্বাদ এবার বাড়িতেইগার্লিক বিফ হবে ঝালপ্রিয়দের প্রথম পছন্দ।

উপকরণ: ১ কেজি মাংস, পেঁয়াজ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, আদা-রসুন বাটা, রসুন কোয়া, ধনে-জিরা গুঁড়া, টেস্টিং সল্ট, টমেটো সস, টক দই, গরম মসলা, তেল, লবণ।

রান্নার পদ্ধতি: সব উপকরণ মিশিয়ে মাংস মেরিনেট করে রাখুন। তেলে পেঁয়াজ ভেজে মাংস কষান। সেদ্ধ হয়ে গেলে টমেটো সস, রসুন কোয়া ও কাঁচামরিচ দিয়ে কিছু সময় দমে রাখুন।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

FOOD Dynasty
7507 37th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
BIG SALE
মাছের সেল
17 October - 20 November 2025
এই প্রথম জ্যাকসন হাইটসে
সরাসরি সিলেটের হাওড় থেকে সংগ্রহকৃত মাছের বাজার
FOOD DYNASTY, JACKSON HEIGHTS
FISH SALE
কাতল মাছ $2.49/LB
কইমাছ $4.99/500gm
কালিবাউশ $3.99/LB
মৃগেল মাছ $2.99/LB
বাটা মাছ $4.99/500gm
কার্ফূ মাছ $2.29/LB
রুই মাছ $2.99/LB
মোলা মাছ $5.49/500gm
কই মাছ 12+pcs $7.99/Bag-1kg
গ্রাসকার্প $2.99/LB
FOOD Dynasty
7507 37th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
718-779-2077
আর নয় বার্মা, থাইলেন্ডের মাছ
জ্যাকসন হাইটসে এখন সিলেটের হাওড়ের মাছ
সরাসরি সিলেটের হাওড় থেকে সংগ্রহকৃত মাছের বাজার

যে কারণে নির্বাচিত সরকার ছাড়া

১০ পৃষ্ঠার পর

ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। ডলার সংকটের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার আইএমএফ-এর কাছ থেকে ৪.৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। বর্তমান অন্তবর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সংস্থাটি থেকে আরও ৮০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ চুক্তি সই করে। ফলে মোট ৫.৫ বিলিয়ন ডলার ঋণের মধ্যে ৫তম কিস্তি পর্যন্ত প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার পেয়েছে বাংলাদেশ। আগামী ডিসেম্বরে ৬ষ্ঠ কিস্তি ও আগামী জুনে ৭ম কিস্তি পাওয়ার কথা রয়েছে বাংলাদেশের।

সাধারণত প্রতি কিস্তি ছাড়ের আগে আইএমএফ এর দেওয়া শর্তগুলোর কতটুকু বাস্তবায়ন করেছে সরকার, তা যাচাই করতে সংস্থাটির একটি মিশন দুই সপ্তাহ করে বাংলাদেশে এসে রিভিউ করে থাকে। ৬ষ্ঠ কিস্তি ছাড় করার আগে পূর্ব নির্ধারিত সময় সূচি অনুযায়ী আগামী ২৯ অক্টোবরে এই মিশন আসছে বাংলাদেশে। মিশনটি ওয়াশিংটনে গিয়ে প্রধান কার্যালয়ে প্রতিবেদন দেবে। এর ওপর নির্ভর করবে কিস্তি ছাড়ের বিষয়টি

৬ষ্ঠ কিস্তি ছাড়ের পূর্বশর্ত হিসেবে আইএমএফ যেসব শর্ত দিয়েছিল, তার মধ্যে শুধু রাজস্ব আহরণের শর্ত পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ। বাকি সবগুলো পূরণ করেছে বলে জানিয়েছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের জানান, 'আমরা সব শর্ত পূরণ করলেও সময়মতো কিস্তির অর্থ নাও পেতে পারি। ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর রাজনৈতিক সরকার ঋণের শর্তগুলো মানবে কি-না, সেটি নিশ্চিত হওয়ার পর তারা ৬ষ্ঠ কিস্তির অর্থ ছাড় করবে।'

অর্থ উপদেষ্টা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ঋণের আগামী কিস্তির অর্থ ডিসেম্বরের বদলে মার্চ-এপ্রিলে ছাড় করবে আইএমএফ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্র জানায়, আইএমএফ-এর কাছ থেকে ষষ্ঠ কিস্তি বাবদ ৮০ কোটি ডলারের কিছু বেশি অর্থ পাওয়ার কথা। এটি ছাড় না করলেও দেশের বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতিশীলতায় কোনো সমস্যা হবে না। কারণ, দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ ভালো, রপ্তানি আয় পরপর দুই মাসে প্রবৃদ্ধি না হলেও গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর-এই তিন মাসে গড়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে সাড়ে ৫ শতাংশের বেশি। একই সময়ে রেমিট্যান্স বেড়েছে ১৬ শতাংশ। আমদানি ব্যয়ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বকেয়া ঋণ নেমে এসেছে সিঙ্গেল ডিজিটে। যে কারণে ডলারের চাপ নেই। দেশের রিজার্ভ বাড়ছে। রোববার রিজার্ভ বেড়ে ৩ হাজার ২১৪ কোটি ডলারে উঠেছে। বৈদেশিক মুদ্রার চলতি হিসাবও দীর্ঘ সময়ের ঘাটতি থেকে উদ্বৃত্তে ফিরে এসেছে। এ অবস্থায় আইএমএফ ঋণের কিস্তি ছাড় না করলেও কোনো ক্ষতি নেই।

উল্লেখ্য, বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব মোকাবিলার জন্য ২০২২ সালের শেষদিকে আইএমএফ-এর কাছে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ঋণ সহায়তা চায়। ২০২৩ সালের জানুয়ারির শেষে ৪৭০ কোটি ডলার ঋণ অনুমোদন করে সংস্থাটি। নতুন সরকারের সময় এ ঋণ কর্মসূচি আরও ৮০ কোটি ডলার বাড়িয়ে ৫৫০ কোটি ডলারে উন্নীত করে। ইতোমধ্যে ঋণের পাঁচ কিস্তি বাবদ ৩৬০ কোটি ডলার ছাড় করেছে।

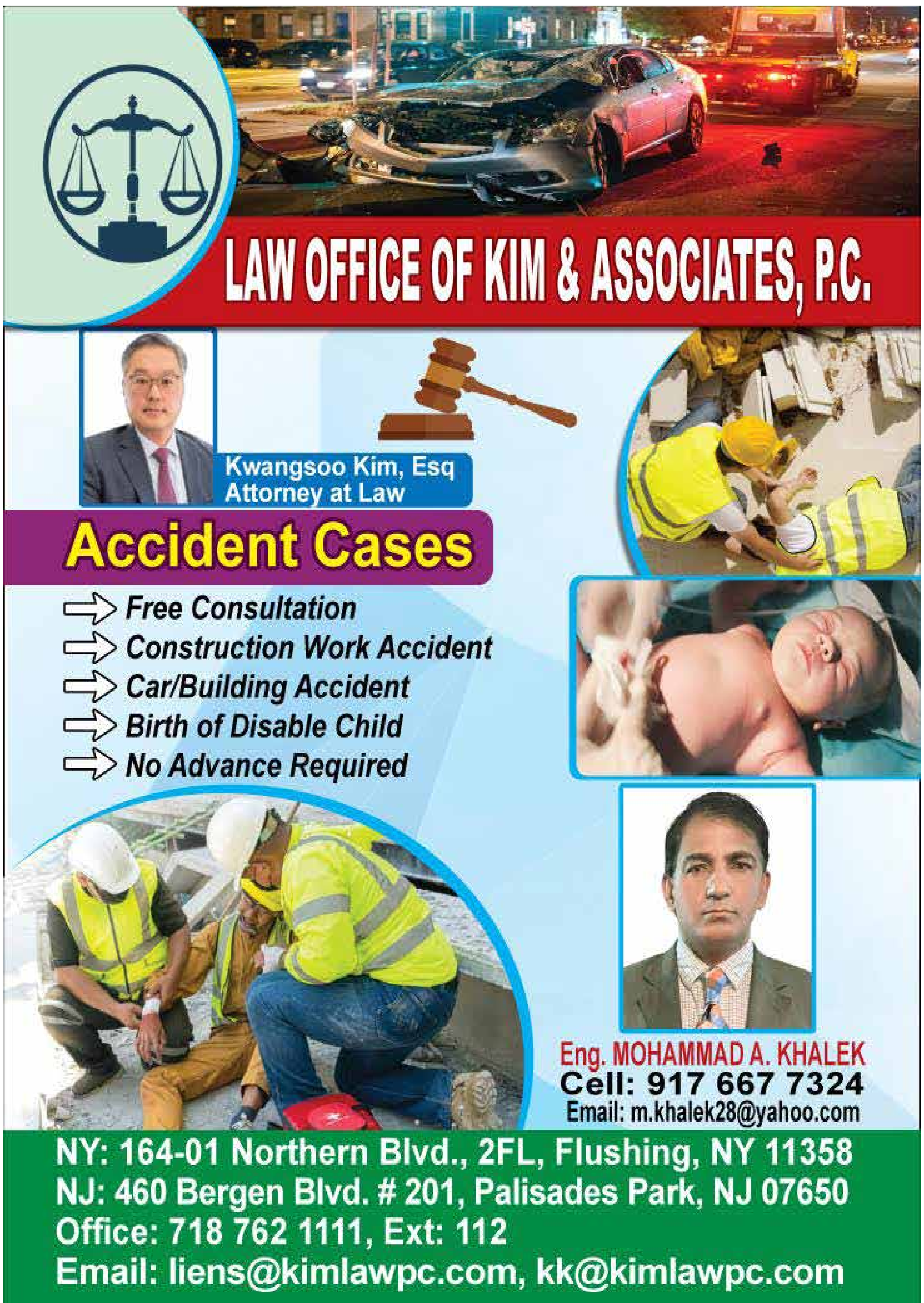

শাহজালাল আন্তর্জাতিক

১০ পৃষ্ঠার পর

কথা বলেন তিনি। এনামুল হক আরও বলেন, সাধারণত হাই-ভ্যালুড পণ্য এবং জরুরি শিপমেন্টের ক্ষেত্রে আকাশপথে জাহাজীকরণ করা হয়- এমন পণ্য কার্গো ভিলেজে ছিল। অগ্নিকাণ্ডের ফলে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পণ্যসামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ধ্বংস হওয়া মালামালের মধ্যে রপ্তানির জন্য প্রস্তুত করা পোশাক, পোশাক তৈরির মূল্যবান কাঁচামাল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো- অনেক স্যাম্পল (নমুনা) পণ্য ছিল। এই স্যাম্পলগুলো সরাসরি নতুন ব্যবসার পথ উন্মোচন করে এবং বিজনেস ডেভেলপমেন্টের জন্য অপরিহার্য। এই স্যাম্পলগুলো হারানো মানে ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হওয়া।

ক্ষতির বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছি। সদস্যদের নির্ধারিত ফরমেটে ক্ষতি হওয়া পণ্যের তালিকা চেয়ে চিঠি দিয়েছি। তথ্য দ্রুত সংগ্রহ করার জন্য একটি অনলাইন ডাটা কালেকশন পোর্টালও খোলা হয়েছে।

পোশাক শিল্পের এই নেতা বলেন, আমাদের সদস্যরা প্রায় সবাই এয়ারে পণ্য পাঠান। প্রতিদিন ২০০-২৫০টি কারখানার পণ্য আকাশপথে রপ্তানি হয়। সে হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ বেশি। বিজিএমইএ খুব দ্রুত সমস্ত সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে একটি সমন্বয় সভা করবে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সহযোগিতার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, পোশাক শিল্পের এই বিপুল ক্ষতি মোকাবিলায় আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের প্রতি জোরালোভাবে কিছু দাবি জানাচ্ছি। আমাদের দাবিগুলো হলো- ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের জন্য সার্বিক সহযোগিতা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। পোশাক শিল্পের স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখার স্বার্থে দ্রুততার সঙ্গে নতুন শিপমেন্টের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

আইএমএফ জানালেন বাংলাদেশ

১০ পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, বাংলাদেশ তাদের এই সিদ্ধান্তে না সম্মতি দিয়েছে, না আপত্তি জানিয়েছে। আমাদের কোনো আর্থিক চাপ নেই। তাই এটি কোনো সমস্যা নয়। আমরা যা চাই তা হলো নীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব, যাতে আমাদের নীতিগত অঙ্গীকার সঠিক পথে থাকে। গভর্নর আরও বলেন, অর্থ ছাড় পাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়; গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পর্যালোচনার (রিভিউ) কাজ সম্পন্ন করা।

তিনি ব্যাখ্যা করেন, নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় এখন রিভিউ সম্পন্ন করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, রিভিউ এর সঙ্গে আইএমএফ-এর আর্টিকেল৪ মিশনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই তারা চাইছে পরবর্তী সরকারের সঙ্গে পরামর্শ শেষে রিভিউ সম্পন্ন করতে।

ড. মনসুর জানান, আইএমএফ-এর আর্টিকেল৪ মিশন অক্টোবর মাসে আসবে। তারা আংশিকভাবে ঋণপ্যাকেজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে, তবে রিভিউ সম্পন্ন করবে না। চূড়ান্ত রিভিউ ফেব্রুয়ারিতে বোর্ডের সামনে উপস্থাপন করা হবে, যখন নির্বাচনও হবে।

আইএমএফের ৫৫০ কোটি ডলারের ঋণ প্রতিশ্রুতির মধ্যে বাংলাদেশ এপর্যন্ত প্রায় ৩৬০ কোটি ডলার পেয়েছে। ডিসেম্বর মাসে পঞ্চম কিস্তি ছাড়ের কথা রয়েছে, আর ষষ্ঠ কিস্তি নির্ধারিত আছে আগামী বছরের জুনে।

প্রতিটি কিস্তি ছাড়ের আগে আইএমএফ সাধারণত দুই সপ্তাহব্যাপী একটি মূল্যায়ন মিশন পাঠায়, যা নিরীক্ষণ করে ঋণগ্রহণকারী দেশ তাদের দেওয়া সংস্কারের শর্তগুলো কতটা বাস্তবায়ন করেছে।

প্রসঙ্গত, আগামী ২৯ অক্টোবর আইএমএফ মিশন ঢাকায় আসছে পঞ্চম কিস্তির মূল্যায়ন শুরু করতে। এপর্যন্ত ৫৫০ কোটি ডলারের ঋণ কর্মসূচি থেকে বাংলাদেশ পেয়েছে প্রায় ৩৬০ কোটি ডলার।

ইসলামোফোবিয়া রোধে নরওয়েতে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ

১২ পৃষ্ঠার পর

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র অ্যান লিনবো বলেন, 'ন্যায়ভিত্তিক ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়তে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সংগঠন ও সরকারি কর্তৃপক্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অপরিহার্য। ইসলামিক ডায়ালগ নেটওয়ার্ক এ ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে।'

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, দৈনন্দিন জীবনে, কর্মক্ষেত্রে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুসলিমদের নিয়ে প্রচলিত নেতিবাচক ধারণা সমাজে ভয় ও বিভাজন আরও বাড়াচ্ছে। এসব স্টেরিওটাইপ দূর করা না গেলে পারস্পরিক সহাবস্থান দুর্বল হয়ে পড়বে।

আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই প্ল্যাটফর্ম চালুর মাধ্যমে ইসলামভীতির বিরুদ্ধে নরওয়ের লড়াই নতুন মাত্রা পেল। শিক্ষা, সচেতনতা, সংলাপ ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপের মাধ্যমে ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রতিরোধই এখন প্রধান লক্ষ্য।

সংস্থাটি আরও জানায়, মসজিদ, সরকারি সংস্থা ও নাগরিক সমাজের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করাই পরবর্তী ধাপ হিসেবে নেওয়া হবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নরওয়ে সরকার ও নাগরিক সমাজের এই যৌথ উদ্যোগ দেশটিতে ধর্মীয় বৈষম্য মোকাবিলায় তথ্যনির্ভর ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সূত্র : দ্য ইসলামিক ইনফরমেশন

নিজস্ব রপ্তানিতে মার্কিন শুল্কের চাপ

১০ পৃষ্ঠার পর

চীনা উদ্যোক্তারা এখন বাংলাদেশে নতুন কারখানা গড়ে তোলার পাশাপাশি বন্ধ বা ধুঁকে ধুঁকে চলা কারখানা ভাড়া বা কিনে নিয়ে উৎপাদন শুরু করছেন; যা তাদের নির্মাণ ব্যয় কমিয়ে দিচ্ছে। দ্রুত উৎপাদনে যাওয়াও তার ফলে সম্ভব হচ্ছে। সম্প্রতি একাধিক চীনা ব্র্যান্ড ও বায়িং হাউজ ঢাকায় লিয়াজোঁ অফিস স্থাপন করেছে।

বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান বলেন, “গত এক বছরে ২০টিরও বেশি তৈরি পোশাক কারখানায় চীনের বিনিয়োগ এসেছে্এর মধ্যে নতুন উদ্যোগ যেমন আছে, তেমনি ভাড়ায় চালানো কারখানাও রয়েছে। আরও কয়েকটি কোম্পানি আলোচনায় আছে এবং বিনিয়োগ অনুসন্ধান জমা দিয়েছে।চ

“নতুন করে বেশকিছু চীনা কোম্পানি বিনিয়োগের বিষয়ে কথা বলছে, বিনিয়োগ-সংক্রান্ত বিভিন্ন ইনকোয়ারি নিয়ে আসছে্ যার মধ্যে একটি অংশ ভাড়ায় চালানোর জন্য,চ টিবিএসকে জানান তিনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে চীন থেকে বাংলাদেশে এসেছে ৫৩ মিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ, যার মধ্যে টেক্সটাইল খাতেই ছিল ৩০.৩৮ মিলিয়ন ডলার।

বন্ধ কারখানায় নতুন প্রাণসঞ্চার

বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক মাহমুদ গ্রুপ। সম্প্রতি তাদের একটি কারখানা, যেটি গত কয়েক মাস ধরে বন্ধ বা আংশিক চলমান ছিল, চীনা কোম্পানি লিজ নিয়ে গত মাসেই উৎপাদন শুরু করেছে।

মাহমুদ গ্রুপের এক কর্মকর্তা জানান, ওই বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কার্যকরী মূলধন সরবরাহ করেছে এবং বিপণনের দায়িত্বও নিয়েছে। অবশ্য চীনের কোন প্রতিষ্ঠান কারখানাটি পরিচালনা করছে, বা প্রফিট শেয়ারিং কীভাবে হবে - তা জানাতে রাজি হননি তিনি।

এদিকে বিজিএমইএ সূত্রে জানা গেছে, দেশের আরেক শীর্ষ রপ্তানিকারক মাসকট গ্রুপের তিনটি কারখানা বিক্রির বিষয়ে এক চীনা কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা চলছে। নাম না প্রকাশের শর্তে পোশাক শিল্পের ওই ব্যবসায়ী নেতা বলেন, “আমরা জেনেছি, বড় একটি চীনা কোম্পানি মাসকটের কারখানা কেনার বিষয়ে আলোচনা করছে, যদিও এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।চ

আর্থিক সমস্যার কারণে মাসকট গ্রুপ শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে পারছিল না। কারখানাটি বিক্রি করে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করার চেষ্টা করছে মালিকপক্ষ। এ বিষয়ে জানতে মাসকট গ্রুপের তিনটি কারখানার মালিকপক্ষের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাতে সাড়া মেলেনি।

বাংলাদেশ-চীন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) সভাপতি খোরশেদ আলম জানান, “গত দুই মাসে চীনের অন্তত তিনটি টেক্সটাইল মিল বাংলাদেশে উলেন স্পিনিং মিল এবং ম্যান মেড ফাইবারের স্পিনিং মিল স্থাপনের আগ্রহ জানিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তারা এখন সম্ভাব্যতা যাচাই করছে। চীনের তুলনায় বাংলাদেশে উৎপাদন খরচ কম এবং শ্রমশক্তি সহজলভ্য, যা তাদের জন্য আকর্ষণীয়।চ

গত ৮ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, নতুন চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের অঙ্গীকার করেছে, যা বাস্তবায়িত হলে অ্যাপারেল খাতে বাংলাদেশের রপ্তানি আরো বাড়বে।

এদের মধ্যে চীনের ফ্যাশন জায়ান্ট সোহো ফ্যাশন গ্রুপ গত ১৬ সেপ্টেম্বর ঢাকায় তাদের প্রতিনিধি অফিস উদ্বোধন করেছে।

সোহো গ্রুপের চেয়ারম্যান লি ইয়ানজো বলেন, “দ্রুতবর্ধনশীল বাজার হিসেবে বাংলাদেশে উপস্থিতি বাড়াতে পেরে আমরা উচ্ছ্বসিত। সহযোগিতা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে আমরা বৈশ্বিক অংশীদারদের সঙ্গে একসঙ্গে এগোতে চাই।চ

রপ্তানি অঞ্চলে বিনিয়োগ

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) ও বিসিসিসিআই সূত্রে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত ১৮টি চীনা গার্মেন্ট, টেক্সটাইল ও এসংক্রান্ত অ্যাক্সেসরিজ খাতের কোম্পানি বাংলাদেশে নতুন কারখানা চালু করেছে বা জমি লিজ চুক্তি সম্পন্ন করেছে।

বেপজার তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২৪টি চীনা কোম্পানি জমি লিজের চুক্তি করেছে্এর মধ্যে ১০টি পোশাক, টেক্সটাইল বা আনুষঙ্গিক পণ্য উৎপাদন খাতের। ১০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬টি সরাসরি তৈরি পোশাক খাতের।

এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে হোম জয় সকস বাংলাদেশ কোম্পানি, জিংচেন টেক্সটাইল, চিক উইংস (বিডি) ইনটিমেটস, বাংলাদেশ বাওরুই টেক্সটাইল, আইএন বাটন, জিডালাই কোম্পানি, বাংলাদেশ বয়াং টেক্সটাইল, ডিং ইউ (বিডি) এন্টারপ্রাইজ, সেফটি গার্মেন্টস বিডি, এবং কাইসি গার্মেন্টস বাংলাদেশ।

এছাড়া হংকং-ভিত্তিক টেক্সটাইল চেইন হানদা ইন্ডাস্ট্রিজ বাংলাদেশে ২৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) হিসাব অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম আট মাসে দেশে এসেছে ৬৫০ মিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রস্তাব, যারমধ্যে সবচেয়ে বেশি বা ২০ শতাংশই এসেছে চীন থেকে।

এক্সপোর্ট জোনের বাইরে বিনিয়োগ

বিসিসিআই এর তথ্যমতে, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বা ইপিজেডের বাইরেও সাম্প্রতিক সময়ে আটটি নতুন চীনা কোম্পানি বাংলাদেশে পোশাক ও সংশ্লিষ্ট খাতে বিনিয়োগ করেছে।

এর মধ্যে রয়েছে চুনই (বিডি) টেক্সটাইল, লোটাস কমার্স, লিয়াইশেরুই ইন্টারন্যাশনাল (বাংলাদেশ), ট্রিসেন সোয়েটার, বিএসএন বাংলাদেশ ট্রেডিং কোম্পানি, চায়না বেস্ট হাউসহোল্ড প্রোডাক্টস, অ্যামিগো বাংলাদেশ, বিগ সানশাইন (বিডি) ওপিসি, এবং ওয়েকেমাইন্ড লিমিটেড।

বিসিসিআই -এর একজন কর্মকর্তা জানান, এর বাইরে যদি কোন চীনের বিনিয়োগকারী তাদের সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠান না হয়ে বিনিয়োগ করে, কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান ভাড়ায় চালায়, সেই তথ্য সংগঠনটির কাছে থাকবে না। “আমাদের রেকর্ডের বাইরেও বিনিয়োগকারী থাকতে পারেচ -বলেন তিনি।

যোগাযোগ করা হলে, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি) এই বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য দিতে পারেনি।

ইতিবাচক ভাবছেন অর্থনীতিবিদরা, সতর্ক স্থানীয় উদ্যোক্তারা

অর্থনীতিবিদরা চীনা বিনিয়োগের এই প্রবাহকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন, তবে স্থানীয় উদ্যোক্তারা কিছুটা সতর্ক।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাবেক সদস্য মোস্তফা আবিদ খান বলেন, “বিদেশি বিনিয়োগ আসা বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক, কারণ এর মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি নতুন টেকনোলজিও আসে।চ

তিনি বলেন, “চীন অনেকদিন ধরেই তাদের পোশাক উৎপাদন অন্য দেশে সরিয়ে নেওয়ার কাজ করছে। এক্ষেত্রে ভিয়েতনাম তাদের ভালো বিকল্প হলেও বর্তমানে সেখানে এই খাতের বিনিয়োগের নেওয়ার সুযোগ কম। ফলে তারা বাংলাদেশকে বিবেচনা করবে, এটাই স্বাভাবিক।চ

“বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের অ্যাপারেল পণ্যের গড় ট্যারিফ প্রায় ৩৬ শতাংশ, অন্যদিকে চীনা পণ্যের ওপর তা ৫০ শতাংশের মতো। ফলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে তারা এখানে বিনিয়োগ সরিয়ে নেওয়ার মতো বিকল্প চিন্তা করবেচ - যোগ করেন তিনি।

সাংবাদিকতা কি এখন অনেক সহজ?

১৬ পৃষ্ঠার পর

হতে হয়। আমি নিজেও মাঝে মাঝে ভাবি, এখন যদি নতুন করে সাংবাদিকতা বিষয়ে পড়তে যেতাম, তাহলে কী করতাম? শুধু সাংবাদিকতার ক্লাসই যথেষ্ট হতো না। ডেটা বুঝতে হতো, ডিজিটাল টুলস আয়ত্ত করতে হতো, ভুয়া তথ্য ঠেকানোর দক্ষতা গড়তে হতো। আজকের ছাত্রছাত্রীরা সাংবাদিক হতে চাইলে শুধু লেখালেখি জানলেই চলবে না। তাদের জানতে হবে ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার, ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন, সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম, আর সবচেয়ে বড় কথা ফ্যাক্ট-চেকিংয়ের কৌশল।

সাংবাদিকতা সহজ হয়নি। সংবাদ ছড়ানো হয়তো সহজ হয়েছে। কিন্তু সাংবাদিকতা, যেটা আসলে সত্য খোঁজা, দায়িত্ব নেওয়া, মানুষের আস্থা ধরে রাখা তা আগের চেয়ে অনেক কঠিন হয়ে গেছে। আজ সাংবাদিকতা এক যুদ্ধের মতো, তথ্যের যুদ্ধ। আগে তথ্য পাওয়া কঠিন ছিল, এখন তথ্য অবারিত। সেখানেই সত্য আর মিথ্যার সংঘাত। আর এই যুদ্ধে সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। মাহাদী হাসান : জ্যেষ্ঠ সহ-সম্পাদক, দৈনিক আমাদের সময়

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

বিএনপি নতুন রাজনীতির যে ইঙ্গিত দিচ্ছে

১৬ পৃষ্ঠার পর

নীতিভিত্তিক, গতানুগতিক রাজনীতির শক্তি প্রদর্শনীভিত্তিক নয়।

এই নীতিভিত্তিক নতুন রাজনীতির জন্য তৈরি হতে তারেক রহমানের উৎসাহে এবং নির্দেশনায় বিএনপির মধ্যে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বিশেষজ্ঞনির্ভর দল তৈরি করা হয়েছে, যারা জনগণের মৌলিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছে এবং ক্ষমতায় এলে কীভাবে সেসব সমস্যার সমাধান করতে হবে, তার উপায় খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছে। প্রথম পর্যায়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, কৃষি, সুনীল অর্থনীতি ও নতুন চাকরির সম্ভাবনা তৈরি নিয়ে বিশেষজ্ঞ দল তাদের প্রস্তাব তৈরি করেছে।

এখানে উল্লেখ্য, সাধারণ নির্বাচনী ইশতেহারের সঙ্গে এই নীতি পরিকল্পনার পার্থক্য রয়েছে। নির্বাচনের ইশতেহারে শুধু সংক্ষিপ্ত প্রতিশ্রুতি থাকে, কিন্তু এই নীতি পরিকল্পনায় বিশদ বর্ণনা থাকছে, যেখানে একটি পরিকল্পনা কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, তার খুঁটিনাটিও ভোটাররা জানতে পারবেন। পরিবেশকে উদাহরণ হিসেবে ধরলে বলা যায়, তারেক রহমানের প্রতিশ্রুত ২৫ কোটি গাছ লাগানো ও খাল খননের কথা। এই পলিসি টিম ২৫ কোটি গাছ কোথায়, কখন, কীভাবে লাগানো হবে তাই শুধু নয়, এই বৃক্ষরোপণকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে লালনপালনের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। বিএনপি ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খনন ও নদী ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা নিয়েছে। আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়েও বিশদ কার্যক্রম নেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি পরিকল্পনায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। আগুনে ও বিভিন্ন দুর্যোগে প্রাণহানি কমাতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়েও বিশেষজ্ঞদের পরিকল্পনামাফিক এগোতে চায় বিএনপি। পরিবেশের মতো স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও কৃষিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই নতুন রাজনীতি ও উন্নয়নের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে দৃশ্যমান লোক দেখানো উন্নয়নের চেয়ে, মেগা প্রজেক্টের চেয়ে সাধারণ জনগণের জীবনমান উন্নয়নের দিকে জোর দেওয়া। রাজনীতিকে নীতিনির্ভর করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ততা অর্থাৎ এই উন্নয়নের ফলে দেশের ধনী-গরিব সবাই উপকৃত হবেন। উন্নয়ন শুধু একটি শ্রেণি ও একটি দলের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে না।

গতানুগতিক সহিংস আন্দোলন ও শক্তির প্রদর্শনীর রাজনীতির বাইরে এসে নীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতার রাজনীতি বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। বিএনপির মতো অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোও যদি তাদের নিজেদের প্রতিশ্রুত পলিসিগুলো বিশদভাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করে, তবে জনগণ বেছে নিতে পারবে কোন রাজনৈতিক দলের নীতি তাদের পছন্দের। গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী বেশির ভাগ দেশেরই রাজনীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গাটি নীতি নিয়েই হয়, বাংলাদেশেও সেই যাত্রা শুরু হোক। ড. সাইমুম পারভেজ বিএনপি চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির বিশেষ সহকারী। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

সাতচল্লিশে স্বাধীনতার নামে যা পেয়েছিলাম

১৪ পৃষ্ঠার পর

করবার জন্য ব্যবস্থা নিল পৃথক নির্বাচনের যে ব্যবস্থায় হিন্দুরা ভোট দেবে হিন্দু প্রার্থীদের; মুসলমানরা দেবে মুসলমান প্রার্থীদের। সাতচল্লিশের দেশভাগের সময় ভোটাধিকারপ্রাপ্তদের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয়েছিল শতকরা ১২-তে; কিন্তু পৃথক নির্বাচন পূর্ববৎ বহাল ছিল। স্বাধীনতাদানের নামে সাতচল্লিশে দেশকে দুই টুকরো করা হলো এবং রাষ্ট্রক্ষমতা ধরিয়ে দেওয়া হলো দুদিকের দুই জাতীয়তাবাদী দলের হাতে। বাংলা ও পাঞ্জাব ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্র। বিভাজনের খড়্গ গিয়ে পড়ল ওই দুই প্রদেশের ঘাড়ে। তাতে উভয় প্রদেশের যে ক্ষতি ঘটল, তা নানান দিক দিয়েই অপূরণীয়। বাংলার জন্য ১৭৫৭-তে ঘটেছিল প্রথম ট্র্যাজেডি; ১৯৪৭-এ ঘটল দ্বিতীয়টি; ইংরেজের আগমন ও নির্গমন সূত্রে।

স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনে জাতীয়তাবাদীরাই প্রথম ও প্রধান ছিলেন। তবে জাতীয়তাবাদীরা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করেননি; সেটা পাবেন বলে আশাও করেননি। কার্যত জাতীয়তাবাদকে তারা সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করেছিলেন। ওই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ উস্কানি ছিল ব্রিটিশের। যে-লড়াইটা হবার কথা ছিল স্বাধীনতার, সেটি পরিণত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে; নজরুলের কবিতার ভাষায় টিকি ও দাড়ির মারাত্মক টানাটানিতে। স্বাধীনতা জনগণকে মুক্তি দিল না, বরং আবদ্ধ করল নতুন এক জালে।

সমাজতন্ত্রীরা কেবল জাতিগত স্বাধীনতা চাননি, চেয়েছেন জাতীয় স্বাধীনতাকে নিয়ে যাবেন জনগণের মুক্তির অভিমুখে। কিন্তু তারা তো শক্তিশালী ছিলেন না। এর প্রথম কারণ রাজনীতিতে তারা এসেছেন জাতীয়তাবাদীদের পরে; ১৯১৭-এর সমাজতান্ত্রিক রুশ বিপ্লব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। আবার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্টরা আক্রমণের শিকার হন; যেমন শাসকদের তেমনি শাসকবিরোধী জাতীয়তাবাদীদেরও।

ব্রিটিশ শাসকরা ভয় পেয়েছে কমিউনিস্টরা ১৮৫৭-এর আগুনকে পুনরায় প্রজ্বলিত করবে এবং সে-ঘটনায় মধ্যবিত্তের একাংশের সঙ্গে মিলিত হবে মেহনতি মানুষ। পরিণতিতে ব্যাপারটা দাঁড়াবে ফরাসি বিপ্লবের মতোই 'ভয়াবহ' এক সামাজিক বিপ্লবের। জাতীয়তাবাদীরা ছিলেন উঠতি বুর্জোয়া ও ধনী ভূস্বামী; বিপ্লবের আতঙ্কে কম্পিত তারাও হয়েছেন। ব্রিটিশ চেয়েছে বিপ্লবাকাঙ্ক্ষী পার্টিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে; ওই কাজে তারা দমন-পীড়নের সদর ও গোপন সকল রাস্তাই ব্যবহার করেছে। এর পাশাপাশি ছিল ভাববাদিতার চর্চা। তখনকার দিনে ভারতবর্ষের চিন্তাজগতে সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন দুজন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; তাদের ভেতর বিস্তর পার্থক্য ছিল, কিন্তু ঐক্য ছিল এক জায়গায়, সেটা হলো ভাববাদিতাকে উৎসাহ প্রদান। তৎকালীন চিন্তাবিদদের কেউই যথার্থ সামাজিক বিপ্লবের পক্ষে ছিলেন না। কমিউনিস্টদের নিজেদের মধ্যেও ছিল বিভ্রান্তি; ছিল জ্ঞানচর্চার সুযোগের অভাব এবং ছিল বাস্তব অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ফলপ্রসূ বৈপ্লবিক রণকৌশল গ্রহণের ব্যাপারে অপারগতা। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকার দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

জুলাই সনদ কি টেকসই হবে

১৪ পৃষ্ঠার পর

প্রস্তাবের শেষ বাক্যে আপত্তি জানিয়েছে। তার মানে তারা চায় আইনজীবীরা আদালতে দলবাজি অব্যাহত রাখুন।

আরেকটি প্রস্তাবে আছে, 'ভৌগোলিক ও যাতায়াত বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করা হবে।' একটি দল ছাড়া সবাই এ প্রস্তাবে একমত। এখানে প্রশ্ন হলো, প্রশাসনিক বিভাগ করার মতো একটি প্রস্তাব জুলাই সনদে উত্থাপিত হলো কীভাবে? ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগের সংখ্যা কি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এটি অভ্যুত্থানপরবর্তী সনদে স্থান পাবে? বিভাগ হচ্ছে স্থানীয় সরকারব্যবস্থার বাইরে অন্তঃসারশূন্য একটি স্তর, যার কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক উপযোগিতা নেই। অপ্রয়োজনীয় কিছু সরকারি পদ তৈরি করে জনগণের ওপর খরচের বোঝা বাড়ানো ছাড়া প্রশাসনিক বিভাগের আর কী গুরুত্ব আছে? তা ছাড়া এ দেশে জেলা জাতীয়তাবাদ এত প্রবল যে বিভাগ বানিয়ে সবাইকে খুশি করা যাবে না। প্রায় প্রত্যেক জেলাই বিভাগ হতে চায়।

যেখানে এক বা একাধিক দল আপত্তি দিয়েছে, সেখানে বলে হয়েছে, 'অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে, তাহলে তারা সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।' তার মানে, এই সনদের বাস্তবায়ন রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর বাধ্যতামূলক নয়। আমরা জানি, যে পদ্ধতিতে যে ধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধন করা যায়, সনদের বাস্তবায়নও হবে সেভাবে। এখানে সংসদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এখানেই প্রশ্ন উঠেছে সনদের আইনি ভিত্তি নিয়ে। নির্বাচিত সংসদই দেবে আইনি ভিত্তি। নির্বাচনের আগে যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কার চলে, নির্বাচিত সংসদ দরকার মনে করলে সেটি বাতিল করে দিতে পারবে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একধরনের স্ববিরোধী আচরণ লক্ষ করা যায়। তারা অনেক দাবিদাওয়া নিয়ে মাঠে আছে। কেউ কেউ চায় নির্বাচনের আগেই অন্তর্বর্তী সরকার এসব মেনে নিক, সংস্কার করুক। আবার তারাই বলছে নির্বাচিত সরকার সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেড়কোনটা রাখবে আর কোনটা ফেলে দেবে। তাহলে এই সনদের বাস্তবায়ন নিয়ে এত হইচই কেন?

এবার আসা যাক গণভোট প্রশ্নে। এর আগেও এ দেশে কয়েকবার গণভোট হয়েছে। সেখানে সরাসরি একটাই প্রশ্ন ছিলড় আপনি এতে সম্মতি দিচ্ছেন কি না। 'হ্যাঁ' অথবা 'না'। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ। জুলাই সনদে আছে ৮৪টি প্রস্তাব। এগুলোর মধ্যে আছে অনেক উপপ্রস্তাব। একজন নাগরিক যদি কয়েকটি প্রস্তাব সমর্থন করেন আর কয়েকটি বিষয়ে তাঁর আপত্তি থাকে, তিনি গণভোটে রায় দেবেন কীভাবে?

জুলাই সনদের ভবিষ্যৎ কী? কেউ কেউ বলছেন, এটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে। তাতে কি এটা চিরস্থায়ী হবে? যখন যে দল সংসদে রাজত্ব করবে, তারা তো তাদের ইচ্ছামাফিক সংবিধান থেকে অনেক কিছু বাদ দিতে পারে, আবার অনেক কিছু ঢোকাতেও পারে। যেমন বাহাত্তরের সংবিধানে অনেক কিছু ছিল না। দ্বিতীয় মেয়াদে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে ৭ মার্চের ভাষণ আর ১৭ এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানে ঢুকিয়েছে।

জুলাই সনদ সংবিধানের অংশ হলেও এটি যে টেকসই হবে, এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। বাহাত্তরের সংবিধান নিয়ে এখনো মাতম হয়। বাহাত্তরের সংবিধান যে সংবিধানপ্রণেতারাই বাহাত্তরে রাখেননি, দুই বছরের মধ্যে এর খোলনলচে যে অনেক পাল্টে দিয়েছেন, এটা তো আমরা দেখেছি। ভবিষ্যতেও এমন হতে থাকবে।

ঘড়ির কাঁটা এক জায়গায় স্থির থাকে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজন আর আকাঙ্ক্ষা ওঠানামা করে। তখন অনেক কিছুই বদলে যায়। বদলাতে হয়। মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

ওমরাহ পালনে সব দেশের নাগরিকদের জন্য রিটার্ন

৫ পৃষ্ঠার পর

কেউ টিকিট না দেখাতে পারলে বোর্ডিং পাসও দেওয়া হচ্ছে না।

নতুন নিয়মের লক্ষ্য হলো, ওমরাহ ভিসা নিয়ে সৌদিতে অতিরিক্ত সময় অবস্থান করা বা অননুমোদিতভাবে কর্মসংস্থানে জড়ানো রোধ করা। সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই নির্দেশনা মেনে চলা সকল যাত্রীদের জন্য ভ্রমণ প্রক্রিয়া আরও সহজ ও নির্বিঘ্ন করতে কাজ করছে তারা।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

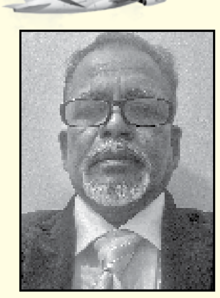

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0064

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlem Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

Ready To Boost Your Scores?

Grades K-6
$1,320
5 Months + 1 Month Free
Common Core Prep

Grade 7 SHSAT
Until October 2025 SHSAT Exam
Up To
43% OFF

High School GPA/Regents
$1,305
3 Months
In-Person Regents Exam Prep

SAT Exam Prep
In-Person Spring SAT
April - June
$1,920

Save Up To
$200 OFF
On Packages Worth $2,000+

Visit Us At Any Of Our Location!

- Jackson Heights
- Jamaica
- Astoria
- Brooklyn
- Ozone Park
- Bronx
- Bellerose - Long Island

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করল

১২ পৃষ্ঠার পর

কারণে কোম্পানিগুলো এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তবে এ বিষয়ে তেল কোম্পানিগুলো তাৎক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি বা প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

চীনের এই সিদ্ধান্ত এমন সময় এল, যখন সমুদ্রপথে রাশিয়ার তেলের আরেক বড় ক্রেতা দেশ ভারতও ক্রেমলিনের ইউক্রেইন আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা মেনে নিয়ে অশোধিত রুশ তেল আমদানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমানোর পথে হাঁটছে।

ফলে রাশিয়ার তেলের দুই প্রধান ক্রেতা দেশের চাহিদায় এই বড় ধরনের ধস মস্কোর তেল রাজস্বকে চাপে ফেলবে এবং বিশ্বের শীর্ষ তেল আমদানিকারক কোম্পানিগুলো বিকল্প খুঁজতে বাধ্য হবে। এতে দামও বেড়ে যাবে।

চীন সাধারণত প্রতিদিন সমুদ্রপথে প্রায় ১৪ লাখ ব্যারেল রুশ তেল আমদানি করে। এর বেশিরভাগই ছোট স্বাধীন শোধনাগার বা 'টি-পট' নামে পরিচিত কোম্পানিগুলো কেনে। যদিও রাষ্ট্রীয় শোধনাগারগুলো মধ্যে আনুমানিক হিসাবে তেল কেনার ক্ষেত্রে অনেকটাই বেশকম আছে।

ভর্টেক্সা অ্যানালিটিকসের হিসেবমতে, ২০২৫ সালের প্রথম নয় মাসে চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিগুলোর রুশ তেল কেনা দৈনিক ২ লাখ ৫০ হাজার ব্যারেলের নিচে ছিল। অন্যদিকে, লন্ডন ভিত্তিক বাজার বিশ্লেষণ কোম্পানি এনার্জি অ্যাসপেক্টস বলছে, তা ছিল ৫ লাখ ব্যারেল পর্যন্ত।

সিনোপেকের বাণিজ্য শাখা ইউনিপেক গত সপ্তাহেই রসনেফট ও লুকোইল থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে।

যুক্তরাজ্য এ দুই রুশ কোম্পানি ও তাদের শ্যাডো ফ্লিট জাহাজ, এমনকি একটি বড় চীনা তেল শোধনাগারসহ কিছু চীনা প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর ইউনিপেক এ পদক্ষেপ নেয়।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, রসনেফট এবং লুকঅয়েল তাদের বেশিরভাগ তেল মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে বিক্রি করে। সরাসরি ক্রেতাদের সঙ্গে লেনদেনের মাধ্যমে নয়।

স্বাধীন চীনা তেল পরিশোধনাগারগুলো নিষেধাজ্ঞার প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সাময়িকভাবে তেল কেনা বন্ধ রাখতে পারে। তবে এরপরও তারা রাশিয়ার তেল কেনার সুযোগ খুঁজবে বলে জানিয়েছেন কয়েকজন ব্যবসায়ী।

বাঁধ দিয়ে পাকিস্তানকে কাবু করতে চায় আফগানিস্তান

১২ পৃষ্ঠার পর

হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধুর পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিত করে দিয়েছিল ভারত। অনেকের দাবি, ভারতের পথে হেঁটেই এবার পাকিস্তানকে 'পানিতে নাজেহাল' করতে চাইছে আফগানিস্তানের তালেবান সরকার।

কুনার নদীর উৎপত্তি হয়েছে উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতে। নদীটি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে পৌঁছেছে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে। পাকিস্তানের জালালাবাদ শহরে নদীটি কাবুল নদীর সঙ্গে মিশেছে। তারপর কাবুল নদী পাকিস্তানের অ্যাটক শহরের কাছে সিন্ধু নদের সঙ্গে মিশেছে। কুনার নদী পাকিস্তানে চিত্রল নদী নামেই পরিচিত।

নদী বিশেষজ্ঞদের মতে, কাবুল নদীতে পানির জোগান দিয়ে থাকে এই কুনার নদী। এই পানি কেবল পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশেই নয়, পাঞ্জাব প্রদেশেও কৃষি এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। লন্ডনে কর্মরত আফগান সাংবাদিক সামি ইউসুফজাই এ প্রসঙ্গে ফেসবুকে লিখেছেন, 'কাবুল এবং কুনার নদী পাকিস্তানে পানির অন্যতম উৎস।'

আফগানিস্তানের সহকারী তথ্যমন্ত্রী মুহাজের ফারাহি ফেসবুকে একটি পোস্টে লিখেছেন, 'তালেবান সরকারের শীর্ষ মহল থেকে বাঁধ নির্মাণের কাজ দ্রুত শুরু করতে বলা হয়েছে। এই কাজের জন্য বিদেশি সংস্থাগুলোর মুখাপেক্ষী না থেকে আফগান সংস্থাগুলোকে বরাদ্দ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।'

আফগান সাংবাদিক সামির ভাষ্য, 'ভারতের পর আফগানিস্তানও পাকিস্তানে পানির জোগান নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।' নয়াদিল্লির সঙ্গে তালেবান সরকারের সম্পর্ক যখন ক্রমেই জোরদার হচ্ছে, সেই সময় কাবুলের এই পদক্ষেপকে ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

আফগানিস্তান পানি সম্পদে বেশ সমৃদ্ধ। কিন্তু দশকের পর দশক যুদ্ধ এবং অভ্যন্তরীণ সংঘাতের কারণে আফগানিস্তান এই সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। কিন্তু পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষের পর কুনার নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণের বিষয়টি সামনে উঠে এসেছে। পানির হিস্যা নিয়ে দেশ দুটির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে স্পর্শকাতর বিরোধ চলছে।

চলতি মাসের শুরুতেই সীমান্ত সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান। রাজধানী কাবুলে পাকিস্তানের বিমান হামলা এবং তার পরবর্তী সময়ে তালেবান সরকারের জবাব সীমান্তকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে

যুদ্ধবিরতি চলছে। তবে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এখনো তলানিতে।

এদিকে পাহেলগামে হামলার পর ১৯৬০ সালে বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিত রেখেছে ভারত। চুক্তি অনুযায়ী, বিপাশা, শতদ্রু, ইরাবতীর পানির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে ভারতের হাতে। অন্যদিকে সিন্ধু, বিতস্তা, চন্দ্রভাগার পানি ব্যবহার করতে পারবে পাকিস্তান। পানির নিরিখে সিন্ধু ও তার শাখা এবং উপ-নদীর ৩০ শতাংশ পানি ব্যবহার করতে পারবে ভারত। ৭০ শতাংশ পাবে পাকিস্তান। সিন্ধু, বিতস্তা, চন্দ্রভাগার পানি ভারত যে ব্যবহার করতে পারবে না, তা নয়। চুক্তিতে বলা হয়েছে, এই তিন নদীর পানি সেচের কাজের পাশাপাশি নৌ-চলাচল, মাছ চাষ, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করতে পারবে ভারত। চুক্তি স্থগিতের পর পাকিস্তান নিয়ে ভারতকে হুমকি-ধমকিও দিয়েছে। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। চুক্তি পুনর্বহাল করেনি ভারত। এবার ভারতের পথে হেঁটে পাকিস্তানে নদীর পানিপ্রবাহ রুখে দিতে চাইছে আফগানিস্তান। তথ্য সূত্র: আফগানিস্তান ইন্টারন্যাশনাল।

গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের অভিযাত্রায়

৫ পৃষ্ঠার পর

যার মধ্যে ঢাকায় আমার পূর্ববর্তী দায়িত্ব পালনও অন্তর্ভুক্ত। তাই আমি এর গুরুত্ব এবং এখানে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত।'তিনি বলেন, নতুন এশীয় টাইগার হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্ভাবনায় এগিয়ে যাচ্ছে। 'অনুমোদন পেলে আমি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক সুযোগ বাড়াতে, বাণিজ্য বাধা ও ঘাটতি কমাতে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে কাজ করব।'

ক্রিস্টেনসেন বলেন, গত আট বছর ধরে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শরণার্থী জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে আসছে। অনুমোদন পেলে আমি বাংলাদেশ সরকার, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে মিলে রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই ও কার্যকর সমাধানে কাজ করব। তিনি বলেন, যদি অনুমোদন পাই, তাহলে বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের দক্ষ নারী-পুরুষদের নেতৃত্ব দেওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ অংশীদারত্ব এগিয়ে নেওয়া আমার জন্য সম্মানের বিষয় হবে। আজ আমাকে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমি আপনাদের প্রশ্নের অপেক্ষায় আছি।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ক কাউন্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ক্রিস্টেনসেন।

গাজার যুদ্ধবিরতি ভেঙে যেতে পারে

১২ পৃষ্ঠার পর

একজন মার্কিন কর্মকর্তা ভ্যান্সের সফরকে রসিকতার ছলে 'বিবিসিটিং' বলেও আখ্যা দিয়েছেন।

অপর একজন বলেছেন, প্রেসিডেন্টের পর সবচেয়ে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার উপস্থিতির মাধ্যমে মার্কিন প্রশাসন শক্ত বার্তা দিতে চাইছে যে, যুদ্ধবিরতি অবশ্যই টেকসই হতে হবে, এমনকি সম্ভাব্য সংঘর্ষের মধ্যেও তা টিকিয়ে রাখতে হবে।

মার্কিন কর্মকর্তারা মনে করছেন, এই মুহূর্তেই গাজার যুদ্ধবিরতি সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে রয়েছে। তাই ট্রাম্পের গত সপ্তাহের সফরের পরপরই ভ্যান্সের যাত্রা জরুরি হয়ে পড়ে। ইসরায়েল অভিযোগ করেছে, যুদ্ধবিরতির পর গত ১৯ অক্টোবর হামাসের হামলায় দুই আইডিএফ (ইসরায়েলি সেনা) সদস্য নিহত হয়েছে। এর জবাবে ইসরায়েল গাজায় আবারও বিমান হামলা চালায় এবং এতে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

এই হামলার পর পরিস্থিতি সামাল দিতে মার্কিন কর্মকর্তারা দ্রুত হস্তক্ষেপ করেন এবং দুই পক্ষকেই যুদ্ধবিরতিতে অটল থাকতে অনুরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত ইসরায়েল ও হামাস উভয়ই চুক্তির প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

এদিকে এক পোস্টে ট্রাম্প দাবি করেছেন, ওই হামলাটি হামাসের নেতৃত্বে ঘটেনি, বরং তাদের বিদ্রোহী সদস্যরা এই কাজটি করেছে। তবে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন, প্রয়োজন হলে হামাসকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা হবে।

মার্কিন কর্মকর্তারা মনে করছেন, এই মুহূর্তেই গাজার যুদ্ধবিরতি সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে রয়েছে। তাই ট্রাম্পের গত সপ্তাহের সফরের পরপরই ভ্যান্সের যাত্রা জরুরি হয়ে পড়ে। ইসরায়েল অভিযোগ করেছে, যুদ্ধবিরতির পর গত ১৯ অক্টোবর হামাসের হামলায় দুই আইডিএফ (ইসরায়েলি সেনা) সদস্য নিহত হয়েছে। এর জবাবে ইসরায়েল গাজায় আবারও বিমান হামলা চালায় এবং এতে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

এই হামলার পর পরিস্থিতি সামাল দিতে মার্কিন কর্মকর্তারা দ্রুত হস্তক্ষেপ করেন এবং দুই পক্ষকেই যুদ্ধবিরতিতে অটল থাকতে অনুরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত ইসরায়েল ও হামাস উভয়ই চুক্তির প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। এদিকে এক পোস্টে ট্রাম্প দাবি করেছেন, ওই হামলাটি হামাসের নেতৃত্বে ঘটেনি, বরং তাদের বিদ্রোহী সদস্যরা এই কাজটি করেছে। তবে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন, প্রয়োজন হলে হামাসকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা হবে। ট্রাম্প আরও লিখেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের 'মহান মিত্ররা' গাজায় প্রবেশ করে হামাসকে সোজা পথে আনতে আগ্রহী। তবে তিনি তাদের আপাতত থামতে বলেছেন। কারণ তিনি এখনো আশা করছেন, হামাস সঠিক কাজটিই করবে। ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যপ্রাচ্য দূত স্টিভ উইটকফ ও জামাতা জ্যারেড কুশনারও এখন ইসরায়েলে আছেন। তাঁরা প্রেসিডেন্টের ঘোষিত ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদি দিকগুলো নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। ইসরায়েলি সূত্র জানিয়েছে, উইটকফ ইসরায়েলকে বলেছেন হামাসের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া অবশ্যই 'আনুপাতিক' হতে হবে এবং আগামী ৩০ দিন যুদ্ধবিরতির ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ ছাড়াল ৩৮ ট্রিলিয়ন

৫ পৃষ্ঠার পর

বাজেট তৈরি করা, এমন এক মহান জাতির জন্য একেবারেই উপযুক্ত নয়। এর পরিবর্তে ঋণের ঘড়ির কাঁটা যতই দ্রুত ঘুরছে, ততই সংসদ সদস্যদের উচিত দায়িত্বশীল সংস্কারের সুযোগ নেওয়া, যা দেশকে ভবিষ্যতের জন্য শক্তিশালী পথে নিয়ে যেতে পারে।'

এর আগে চলতি বছরের মে মাসে ক্রেডিট রেটিং সংস্থা মুডিজ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ঋণের মান 'অঅঅ' থেকে নামিয়ে 'অঅ১' করেছে। কারণ হিসেবে বলা হয়, একের পর এক প্রশাসন বৃহৎ বার্ষিক বাজেট ঘাটতি ও সুদের ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা উল্টে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এর আগে ফিচ ও স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস যথাক্রমে ২০১১ ও ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেডিট রেটিং নামিয়ে দেয়। যদিও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে এখনো বিতর্ক আছে, যুক্তরাষ্ট্র কতটা ঋণ নিতে পারে আর্থিক বিপর্যয় সৃষ্টি না করে, তবু সবাই একমত যে বর্তমান ঋণের ধারা টেকসই নয়। ২০২৩ সালের এক বিশ্লেষণে পেন ওয়ারটন বাজেট মডেলের অর্থনীতিবিদেরা অনুমান করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ যদি মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২০০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়, তাহলে আর্থিক বাজার তা সহ্য করবে না।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষ কংগ্রেসনাল বাজেট অফিসের হিসাব অনুযায়ী, ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশটির ঋণ জিডিপির ২০০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। এর পেছনে বড় কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রণীত 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট'-এর আওতায় দেওয়া ব্যাপক করছাড়।

দক্ষিণ কোরিয়ায় ট্রাম্প-শি জিনপিং

৬ পৃষ্ঠার পর

পাচারসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে কার্যকর উপায় তাদের সরাসরি কথা বলা।

চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মে মাসে হওয়া এক বাণিজ্য সমঝোতার মাধ্যমে বড় ধরনের শুল্কযুদ্ধ আপাতত এড়ানো গেছে। তবে চলতি অক্টোবরেই চীন বিরল খনিজের (রেয়ার আর্থ) রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করলে ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দেন, নভেম্বর থেকে চীনা পণ্যে অতিরিক্ত ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে।

তিনি সামাজিক মাধ্যমে চীনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বেইজিং বিশ্বকে "বন্দি করে রাখার" চেষ্টা করছে এবং "অত্যন্ত বৈরী" আচরণ করছে। চীন বিশ্বের বিরল খনিজ উৎপাদনের শীর্ষ দেশ। এসব উপাদান গাড়ি, স্মার্টফোনসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিপণ্যে ব্যবহৃত হয়।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

যুক্তরাষ্ট্রে গরুর মাংসের

৭ পৃষ্ঠার পর

উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে না। কারণ দেশটি গত বছর মার্কিন আমদানির মাত্র দুই শতাংশ সরবরাহ করেছিল। তারা সতর্ক করেছেন, বিদেশি মাংসের বাড়তি আমদানিতে স্থানীয় খামারিরা উৎপাদন বৃদ্ধির উৎসাহ হারাতে পারেন। ওকলাহোমা স্টেট ইউনিভার্সিটির কৃষি অর্থনীতিবিদ ডেরেল পিল বলেন, একটি গরুকে বিক্রি উপযোগী করতে প্রায় দুই বছর লাগে। তাই দ্রুত উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়।
আমেরিকান ফার্ম ব্যুরো ফেডারেশনের সভাপতি জিপি ডুভাল বলেন, বিদেশি মাংসের স্রোতে বাজার ভরে গেলে দীর্ঘমেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যস্বাধীনতা হুমকিতে পড়বে।

ইসরায়েল পশ্চিম তীর

৭ পৃষ্ঠার পর

দেখা হচ্ছে। ট্রাম্প আরও বলেন, "যদি পশ্চিম তীর দখলের চেষ্টা চলে, তাহলে ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের সব ধরনের সহায়তা হারাবে। আমরা এ বিষয়ে একটুও ছাড় দেব না।" এর আগে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ইসরায়েলের ওই উদ্যোগকে "অত্যন্ত বোকামিপূর্ণ রাজনৈতিক কৌশল" বলে মন্তব্য করেন।
উল্লেখ্য, ইসরায়েলি পার্লামেন্ট পশ্চিম তীরের দুটি বসতিতে সার্বভৌমত্ব প্রয়োগের প্রস্তাব পাস করেছে। গত ২৩ জুলাই গৃহীত ঘোষণাপত্রে ১২০ জন সদস্যের মধ্যে ৭১ জন পক্ষে ভোট দেন, আর ১৩ জন ভোটদানে বিরত থাকেন।
আরব উপসাগরীয় দেশগুলো ইতিমধ্যে এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে, "এটি শান্তি প্রক্রিয়াকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবে।"

'প্রতারণামূলক প্রচারণা'র

৬ পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে সব বাণিজ্য আলোচনা এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করা হলো।"
এর আগে অন্টারিও প্রদেশের প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ড চলতি সপ্তাহের শুরুতে জানান, শুল্কবিরোধী বার্তা সম্বলিত বিজ্ঞাপনটি ট্রাম্পের নজরে এসেছে। সেই বিজ্ঞাপনে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানকে বিদেশি পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপের বিরোধিতা করতে দেখা যায়। এছাড়া শুল্কারোপকে কর্মসংস্থান হ্রাস ও বাণিজ্য যুদ্ধের কারণ হিসেবে বর্ণনা করতেও দেখা যায় সাবেক রিপাবলিকান এই প্রেসিডেন্টকে।
ফোর্ড বলেন, 'আমি শুনেছি প্রেসিডেন্ট আমাদের বিজ্ঞাপনটি দেখেছেন। নিশ্চয়ই এতে তিনি খুশি হননি।'
প্রসঙ্গত, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনায় চাপ প্রয়োগের কৌশল হিসেবে ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরেই শুল্কনীতিকে ব্যবহার করে আসছেন। তার এই নীতির ফলে যুক্তরাষ্ট্রে শুল্কহার ১৯৩০-এর দশকের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। নিয়মিতভাবেই তিনি নতুন শুল্ক আরোপের হুমকি দিচ্ছেন, আর এটিই ব্যবসায়িক মহল ও অর্থনীতিবিদদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। - রয়টার্স

উত্তর কোরীয় নেতা কিম

৭ পৃষ্ঠার পর

উনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। যুক্তরাষ্ট্র সময় শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) এশিয়া সফরের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে তিনি এই আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন।
এসময় হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, 'আমি চাই, তিনিও জানুক আমরা সেখানে যাচ্ছি।'
কিমের সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা আছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি জানি না, তবে আমরা তাকে জানিয়েছি, তিনি জানেন আমি যাচ্ছি।'
কিম সম্পর্কে ট্রাম্প বলেন, 'তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই ভালো।'
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম মেয়াদে দায়িত্ব পালনের সময় ২০১৯ সালে এই দুই নেতার সর্বশেষ সাক্ষাৎ হয়। -এএফপি।

যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেইন ও

৭ পৃষ্ঠার পর

জানান, যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টায় তিনি শিগগিরই পুতিনের সঙ্গে হাঙ্গেরিতে বসতে যাচ্ছেন।
কিন্তু ছাড় দেওয়ার ব্যাপারে পুতিন এখনও অনমনীয়। রাশিয়া দীর্ঘদিন ধরে বলছে, যে কোনো যুদ্ধবিরতির আগে ইউক্রেইনকেই আরও ভূমি ছাড়তে হবে।
দিমিত্রিয়েভের সফর আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। কিন্তু এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার দুই সর্ববৃহৎ তেল কোম্পানির ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বসেছে। যুদ্ধ বন্ধে পুতিনকে চাপে রাখতেই এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে দাবি ট্রাম্প প্রশাসনের।
যদিও নিষেধাজ্ঞা রাশিয়াকে চাপে ফেলবে না বলেই মনে করেন ক্রেমলিন দূত দিমিত্রিয়েভ। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা 'ব্যাকফায়ার' করবে বলেই তার অনুমান।
"এর ফলে আমেরিকার গ্যাস স্টেশনগুলোতে জ্বালানির দামই কেবল বাড়বে," বলেছেন তিনি।
রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংলাপ চালু থাকা উচিত বলেও মত এ পুতিন দূতের।
"এটা কেবল তখনই সম্ভব যখন রাশিয়ার স্বার্থকে বিবেচনায় নেওয়া হবে এবং মর্যাদার সঙ্গে দেখা হবে," রয়টার্সকে আগে বলেছিলেন দিমিত্রিয়েভ।
মার্কিন গণমাধ্যম এক্সিওস জানিয়েছে, দিমিত্রিয়েভ শনিবার মিয়ামিতে ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সঙ্গে বসবেন। তিনি আরও কয়েক মার্কিন কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা তাস। তবে এ মার্কিন কর্মকর্তা কারা, তাদের নাম বলেননি দিমিত্রিয়েভ।

ট্রাম্পের বলরুম নির্মাণে

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলেও সঠিক অংকটা জানা যায়নি। হোয়াইট হাউজের এক কর্মকর্তার বরাতে জানা গেছে, গত সপ্তাহ পর্যন্ত প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার অনুদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। গত ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ট্রাম্প বলেন, তিনি নিজেও কয়েক মিলিয়ন ডলার দেবেন।
হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, অ্যামাজন, অ্যাপল, মেটা প্ল্যাটফর্মস, মাইক্রোসফট ও গুগলসহ একাধিক বহুজাতিক কর্পোরেশন, ক্যামেরন ও টাইলার উইঙ্কলভসের মতো ধনী উদ্যোক্তারা অর্থ দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন বলে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে।
গত সপ্তাহে ট্রাম্প হোয়াইট হাউজের ইস্ট রুমে প্রায় তিন ডজন বড় দাতা ও কর্পোরেট নেতার সঙ্গে এক নৈশভোজে প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরেন। তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন, আজ এখানে কিংবদন্তিদের সমাবেশ হয়েছে। ৯০ হাজার বর্গফুটের এই প্রকল্পের খরচ শুরুতে আনুমানিক ২০ কোটি ডলার থেকে বেড়ে এখন ৩০ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। এর জন্য হোয়াইট হাউজের ইস্ট উইং সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা হচ্ছে। সেখানে ফার্স্ট লেডি ও অন্যান্য কর্মীদের অফিস ছিল।
এদিকে, ঐতিহাসিক ভবনের একটি অংশ ভেঙে ফেলায় ডেমোক্র্যাট ও ইতিহাসবিদদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। সমালোচকদের অভিযোগ, প্রকল্পটি কোনও সঠিক পর্যালোচনা ছাড়াই অনুমোদন পেয়েছে। তবে হোয়াইট হাউজ দাবি করেছে, পুরো প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ছিল।

অনলাইনে
পরিচয় পড়তে
স্ক্যান করুন
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President
■ Now Hiring Sales Persons
■ Free Training (Free course fees for selected people)
■ Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছি।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
☑ TAX FILING ☑ NOTARY PUBLIC
☑ IMMIGRATION ☑ TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

বারী হোম কেয়ার

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI &BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

ডোনাল্ড ট্রাম্প তৃতীয় মেয়াদে

৫ পৃষ্ঠার পর

তিনি আরও বলেন ,”অনেক বিকল্প আছে। উপযুক্ত সময়ে, আমরা পরিকল্পনাটি কী তা তুলে ধরব, তবে একটি পরিকল্পনা আছে এবং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ‘২৮ সালে রাষ্ট্রপতি হবেন।”

এদিকে, গত রবিবার ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন যেখানে তিনি কেবল ২০২৮ সালের তৃতীয় মেয়াদের কথাই উল্লেখ করেননি, বরং ২০৩২ সালের পরের বছরগুলোতেও রাষ্ট্রপতি পদে থাকার কথা উল্লেখ করেন।

ট্রাম্প এর আগে চলতি বছরের মার্চ মাসে এনবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, একটি “পদ্ধতি” রয়েছে যার মাধ্যমে তার তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পরিকল্পনা কাজ করতে পারে।

এনবিসির সেই সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পকে তৃতীয় মেয়াদে প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন, “এমন কিছু পদ্ধতি আছে যার মাধ্যমে আপনি এটি করতে পারেন”।

এরপর তিনি বলেন, “আমি মজা করছি না... অনেকেই চান আমি এটা করি।” তিনি আরও বলেন, “কিন্তু, আমি মূলত তাদের বলি যে আমাদের এখনও অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে, আপনি জানেন, প্রশাসনের ক্ষেত্রে এটি খুব তাড়াতাড়ি।” ট্রাম্প, যিনি তার দ্বিতীয় মেয়াদের শেষে ৮২ বছর বয়সী হবেন, এমন পরিস্থিতিতে এদিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তিনি কি “দেশের সবচেয়ে কঠিন চাকরিতে” দায়িত্ব পালন করে যেতে চান?-এর উওত্তরে তিনি বলেন, “আচ্ছা, আমি কাজ করতে পছন্দ করি।”

এছাড়া এদিন তিনি এরকম একটি পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন যেখানে তার বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে তার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং পরে পদত্যাগ করে তার জন্য পথ তৈরি করবেন। তিনি আরও বলেন যে তার তৃতীয় মেয়াদ পাওয়ার জন্য অন্যান্য কিছু পদ্ধতিও আছে, কিন্তু সেগুলো কী তা বলতে অস্বীকৃতি জানান।

তাছাড়া বর্তমানে ট্রাম্প অর্গানাইজেশন এখন লাল ক্যাপ বিক্রি করছে যেখানে “ট্রাম্প ২০২৮” লেখা আছে। মনে হচ্ছে ২০২৮ সালের নির্বাচনের প্রচার কাজে এটি ব্যবহার করা হবে। ৫০ ডলারের এই ক্যাপ (৩৮) প্রকাশ করার পর অনেকেই ট্রাম্পের তৃতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করার ইচ্ছাকে ঠিক মজার ছলে দেখছেন না।

এ বিষয়ে এটি তার প্রথম মন্তব্য নয়। গত জানুয়ারিতে, তিনি সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, “একবার নয়, বরং দুবার, তিনবার বা চারবার সেবা করা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মানের” হবে। তবে, তিনি তখন বলেছিলেন, এটি “ভুয়া সংবাদ মাধ্যমের” জন্য একটি রসিকতা।

যদিও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ২২তম সংশোধনীতে বলা হয়েছে: “কোনও ব্যক্তি দুইবারের বেশি রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হবেন না, এবং যে ব্যক্তি অন্য কোনও ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার মেয়াদের দুই বছরের বেশি সময় ধরে রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বা রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তিনি একাধিকবার রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হবেন না।”

আর সংবিধান পরিবর্তনের জন্য সিনেট এবং প্রতিনিধি পরিষদ উভয়ের দুই-তৃতীয়াংশ অনুমোদনের পাশাপাশি দেশের রাজ্য-স্তরের সরকারের তিন-চতুর্থাংশের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

সেক্ষেত্রে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি কংগ্রেসের উভয় কক্ষ নিয়ন্ত্রণ করলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদের নেই। উপরন্তু, ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ৫০টি রাজ্য আইনসভার মধ্যে ১৮টিতে নিয়ন্ত্রণ করে।

‘চিনের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক

৬ পৃষ্ঠার পর

সম্পর্ক বজায় রাখতে চান। তবে দীর্ঘ দিন ধরে চিন এবং আমেরিকার মধ্যে একতরফা আর্থিক লেনদেন হচ্ছে। সেই কারণে দৃঢ় পদক্ষেপ করা ছাড়া আমেরিকার কাছে আর কোনও পথ ছিল না বলে দাবি ট্রাম্পের।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথায়, ‘‘আমি সব সময় চিনের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতে চাই। কিন্তু চিন বছরের পর বছর ধরে আমাদের প্রতি কঠোর আচরণ করে আসছে।’’ ট্রাম্প এ-ও মনে করেন, তাঁর পূর্বতন প্রেসিডেন্টদের ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ ভাল না-হওয়ার সুযোগ নিয়েছে চিন। একই সঙ্গে তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে হওয়া বাণিজ্যচুক্তির কথাও উল্লেখ করেছেন। ট্রাম্পের কথায়, ‘‘আমি ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে চুক্তি করেছি। তবে শুল্ক আরোপের কারণেই চুক্তিগুলি হয়েছে। বর্তমানে আমেরিকার বাজারে চিনা পণ্যের উপর ৫৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর রয়েছে। ট্রাম্পের দাবি, ১ নভেম্বরের মধ্যে চিনের সঙ্গে আমেরিকার কোনও চুক্তি না-হলে বেজিঙের উপর ১৫৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে। সেই দাবি থেকে এখনই সরে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন ট্রাম্প। বর্তমানে আমেরিকার বাজারে চিনা পণ্যের উপর ৫৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর রয়েছে। ট্রাম্পের দাবি, ১ নভেম্বরের মধ্যে চিনের সঙ্গে আমেরিকার কোনও চুক্তি না-হলে বেজিঙের উপর ১৫৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে। সেই দাবি থেকে এখনই সরে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন ট্রাম্প।

কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টকে পাগল বলল

৬ পৃষ্ঠার পর

এর আগে পেত্রোকে ‘গুন্ডা’ আখ্যা দিয়ে সামরিক সহায়তা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত বুধবারই (২২ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরে সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌকায় হামলা চালিয়ে পাঁচজনকে হত্যার কথা জানায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট পেত্রোর মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধ শুরু হয়। ট্রাম্প পেত্রোকে ‘গুন্ডা’ বলে আখ্যা দেন এবং ইঙ্গিত দেন যে, তিনি নিজেই মাদক পাচারে জড়িত ও দেশকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছেন। এর জবাবে পেত্রো বলেন, ‘আমি যুক্তরাষ্ট্রের আইনজীবীদের সাহায্যে নিজেকে আইনগতভাবে রক্ষা করব। রয়টার্স

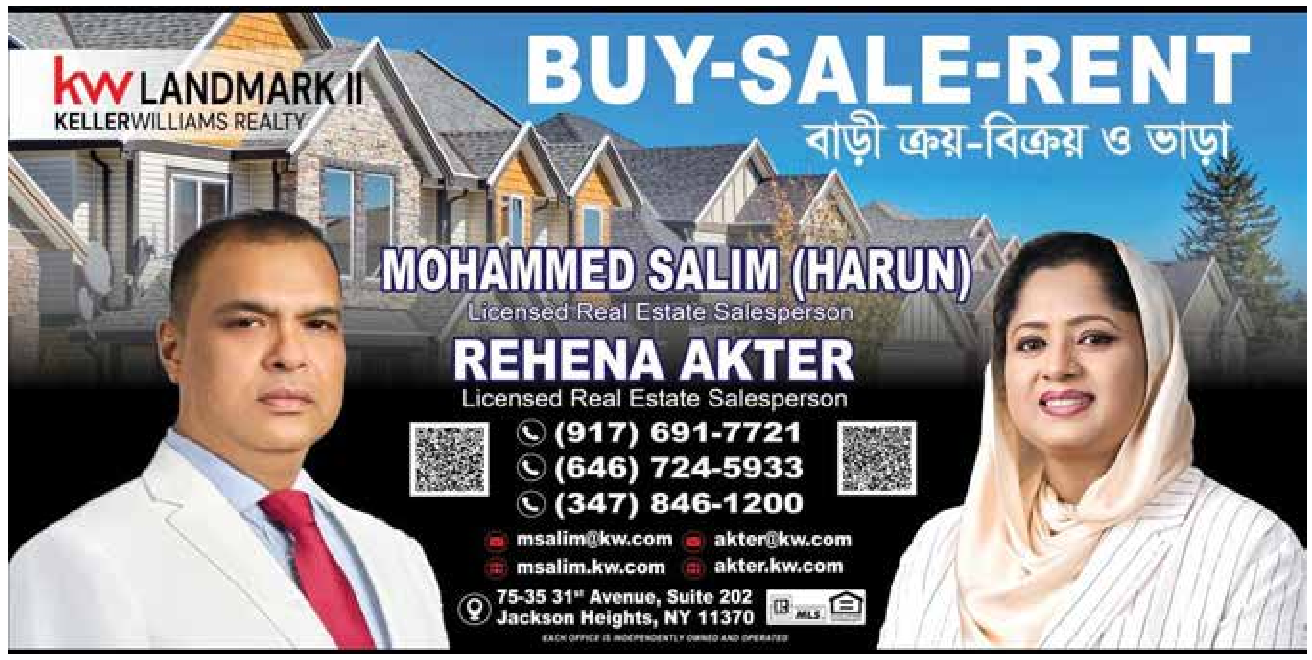

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

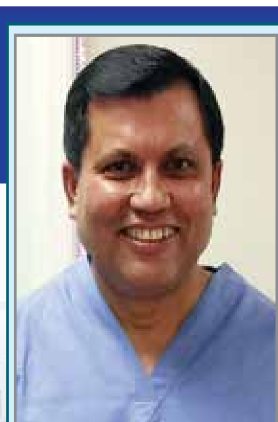

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী

৯ পৃষ্ঠার পর

প্রায় ১,৪০০ জন প্রাণ হারান।

আন্দোলনের পটভূমি

২০২৪ সালের জুলাই মাসে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তানদের জন্য সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। দ্রুত তা শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে রূপ নেয় এবং দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ৫ আগস্ট, বিক্ষোভকারীরা রাজধানী ঢাকায় শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবনে প্রবেশের আগে তিনি হেলিকপ্টারে পালিয়ে যান। ওই দিনই নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে অন্তত ৫২ জন নিহত হন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম রক্তক্ষয়ী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত।

অভিযোগ ও প্রমাণ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর ময়নুল করিম বলেন, “আমরা ফোন রেকর্ড, অডিও-ভিডিও প্রমাণ এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছি, যা প্রমাণ করে হত্যাকাণ্ড তার প্রত্যক্ষ নির্দেশেই সংঘটিত হয়।” তিনি আরও বলেন, “কমান্ড রেসপনসিবিলিটির ভিত্তিতে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডই প্রাপ্য।” অন্যদিকে, প্রধান প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম আদালতে বলেন, “শেখ হাসিনার ১,৪০০ বার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত, কিন্তু যেহেতু তা বাস্তবসম্মত নয়, তাই আমরা অন্তত একটি মৃত্যুদণ্ডের দাবি করছি।”

তিনি আরও যোগ করেন, “ক্ষমতা আঁকড়ে ধরার আকাঙ্ক্ষায় শেখ হাসিনা নির্মম অপরাধে লিপ্ত হয়েছেন এবং তার কর্মের জন্য কোনো অনুশোচনাও নেই।”

সহ-অভিযুক্ত ও পরবর্তী ধাপ

আদালত শেখ হাসিনা এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানএর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। দুজনেই বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সাবেক পুলিশ প্রধান চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনকে ইতোমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি গত জুলাইয়ে আদালতে স্বীকারোক্তি দেন যে শেখ হাসিনার নির্দেশে হেলিকপ্টার, ড্রোন ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে আন্দোলন দমন করা হয়েছিল।

সম্ভাব্য রায়

রবিবার থেকে শেখ হাসিনার আইনজীবী দল তাদের যুক্তি উপস্থাপন শুরু করবে এবং আগামী সপ্তাহে তা শেষ করার সম্ভাবনা রয়েছে। চূড়ান্ত রায় নভেম্বরের মাঝামাঝি ঘোষণা হতে পারে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে শেখ হাসিনার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তা আন্দোলনের ভুক্তভোগীদের মধ্যে বিতরণের প্রস্তাবও রয়েছে।

অন্যদিকে শেখ হাসিনা দাবি করেছেন, নিরাপত্তা বাহিনী আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিল। তবে তিনি ইতোমধ্যে আদালত অবমাননার দায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন এবং দুর্নীতির মামলাতেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে।

টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

শেখ হাসিনার ভাগ্নি ও ব্রিটিশ লেবার পার্টির এমপি টিউলিপ সিদ্দিককেও অনুপস্থিত অবস্থায় বিচার করা হচ্ছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, তিনি তার খালাকে প্রভাবিত করে পরিবারের জন্য জমির প্লট বরাদ্দ নিয়েছিলেন। টিউলিপ সিদ্দিক এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগকে সব কার্যক্রম থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ফলে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি এখন নির্বাচনের প্রধান ফেভারিট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আওয়ামী লীগকে নিয়ে অবাধ

৯ পৃষ্ঠার পর

যদি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন আয়োজন করতে ব্যর্থ হয়, তবে বাংলাদেশ দীর্ঘ সময় রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল থাকবে। আওয়ামী লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক, অবাধ ও সুষ্ঠু হতে হবে।

জয় অভিযোগ করেন, এখন যা ঘটছে তা মূলত আমার মা শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের নেতাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। এটি ন্যায়বিচারের আড়ালে রাজনৈতিক কারসাজি। আওয়ামী লীগকে যথেষ্ট সময় না দিলে নির্বাচনের ফলাফল জনগণ মেনে নেবে না। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকেরাও সেটিকে স্বীকৃতি দেবে না।

জয় আরও অভিযোগ করেন, ড. ইউনূসের সরকার শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এক ধরনের ‘উইচ-হান্ট’ বা রাজনৈতিক প্রতিশোধমূলক অভিযান শুরু করেছে, যার অংশ হিসেবে হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে।

২০২৪ সালের ৫ অগস্ট প্রবল গণবিক্ষোভের চাপে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছেড়েছিলেন হাসিনা। তার পর তিনি ভারতে চলে আসেন। ৮ অগস্ট সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নেন ইউনূস। এখন বাংলাদেশে হাসিনার দল আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ। ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার আগামী বছরের শুরুতে যে সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করতে চলেছে, তাতে লড়তে পারবে না আওয়ামী লীগ। সংবাদ সংস্থা এপিকে হাসিনার পুত্র বলেছেন, “আওয়ামী লীগের উপর থেকে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া উচিত। বাংলাদেশে নির্বাচন হওয়া উচিত সার্বিক, সুষ্ঠু এবং অবাধ। কিন্তু এখন যা হচ্ছে, তা আমার মা এবং আমাদের দলকে ভোটে লড়তে না-দেওয়ার জন্যই হচ্ছে। বিচারের নামে এটা আসলে একটা রাজনৈতিক কারসাজি।”

গত ৩০ বছর ধরে আমেরিকায় থাকেন জয়। হাসিনার সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন তিনি। হাসিনা দেশ ছাড়ার পর ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতারা হয় জেলে, নয়তো দেশছাড়া। হাসিনা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা বিচারাধীন। গত মে মাসে তাঁদের দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। আসন্ন নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দল হিসাবে লড়বে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপি (বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি)। এ ছাড়া, হাসিনা দেশ ছাড়ার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফিরেছে দেশের সবচেয়ে বড় ইসলামপন্থী দল জামাত। গত কয়েক মাসে তারা যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি করেছে। আওয়ামী লীগের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে ইউনূসের কাছে গত সপ্তাহেই চিঠি দিয়েছে মানবাধিকার-সহ বেশ কিছু সংগঠন। জয় বলেন, “আমাদের তো ভোটের প্রস্তুতি নিতে দেওয়া হচ্ছে না। তাই যদি এখন শেষ মুহূর্তে নিষেধাজ্ঞা তুলেও নেওয়া হয়, এই নির্বাচনের কোনও অর্থ নেই।”

বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের

৯ পৃষ্ঠার পর

সচিব ফয়েজ আহমেদ বলেছেন, “আমি যতদূর জানি অনেক উপদেষ্টাই সম্পদের হিসাব প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দিয়েছেন। এই সংখ্যাটা অধিকাংশই। তবে এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। এখনো তো সময় আছে, প্রধান উপদেষ্টা যেহেতু কথা দিয়েছেন, ফলে উনি এটা করবেন।”

‘মবসন্ত্রাস’ ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

অভ্যুত্থানের পর সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি। নির্বাচনের সময় এগিয়ে এলেও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কতটা উন্নতি হয়েছে? থামানো গেছে ‘মবসন্ত্রাস’? পরিস্থিতি এমনই যে, গত মাসে রাজবাড়ির গোয়ালন্দে নুরুল হক ওরফে ‘নুরাল পাগলার’ মৃত্যুর পর মরদেহ কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর নুরাল পাগলার কবর কয়েক ফুট উঁচু থেকে নীচে নামানোসহ কয়েকটি দাবি জানিয়ে ‘ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটি’ ও ‘তৌহিদী জনতা’ গোয়ালন্দ বাজারের আনসার ক্লাবে সমাবেশের আয়োজন করে। পরে সেই সভা থেকে কিছু লোক পুলিশের ওপর হামলা চালায়। পুলিশ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)-র গাড়ি ভাঙচুর করার পর একদল উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি নুরাল পাগলার দরবার ও বাড়িতে কয়েক দফা হামলা ও ভাঙচুর চালায়। কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দেয়া হয় নুরাল পাগলার মরদেহ। লাশ কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনা তোলপাড় তোলে দেশে-বিদেশে। ৬ সেপ্টেম্বর রাতে পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে মামলা হয়। সেই মামলায় ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৮ সেপ্টেম্বর নুরাল পাগলার দরবারে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগে আরেকটি মামলা হয়। ওই মামলায় পুলিশ রিপন রায়সহ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে। দুটি মামলাতেই প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় না আনার অভিযোগ রয়েছে।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্বেগ থাকলেও অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য দাবি করা হয় পরিস্থিতি অতটা উদ্বেগজনক নয়। গত ১৪ জুলাই প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে অপরাধ সংক্রান্ত কিছু পরিসংখ্যান দিয়ে এমন দাবি করা হয়। সেখানে বলা হয়, গত ১০ মাসে (২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত)দেশে ডাকাতি হয়েছে ৬১০টি, দস্যুতা ১,৫২৬টি, খুন ৩,৫৫৪টি, দাঙ্গা ৯৭টি, ধর্ষণ ৪,১০৫টি, এসিড নিক্ষেপ ৫টি, নারী ও শিশু নির্যাতন ১২,৭২৬টি, অহরণ ৮১৯টি, সিঁধেল চুরি ২,৩০৪টি, চুরি ৭,৩১০টি এবং এই সময়ে রুজুকৃত মামলার সংখ্যা ১,৪৪,৯৫৫টি। পরিসংখ্যান পুলিশ সদর দপ্তরকে ‘উদ্ধৃত’ করে

আরো বলা হয়, ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে দেশে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ৩৬৭টি, খুন হয়েছে ১,৯৩৩টি এবং ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২,৭৪৪টি, এছাড়া নারী নির্যাতন ৬,১৪৪টি এবং শিশু নির্যাতন হয়েছে ২,১৫৯টি। সেই ফেসবুক পোস্টে আরো দাবি করা হয়, ২০২৪ সালে সারা দেশে ডাকাতি হয়েছিল ৪৯০টি, খুন ৪,১১৪টি, ধর্ষণ ৪,৩৯৪টি, নারী নির্যাতন ১০,১৯৮টি এবং শিশু নির্যাতন ২,৯৬৪টি। এসব পরিসংখ্যান দিয়ে ‘গত ১০ মাসে গুরুতর অপরাধের প্রবণতা স্থিতিশীল রয়েছে’ বলেও সেখানে দাবি করা হয়। তবে জুলাই অভ্যুত্থানের পর পুলিশের সার্বিক পরিস্থিতি আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য সংরক্ষণে অনুকূল ছিল কিনা সে বিষয়ে বিশ্লেষকদের সন্দেহ রয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকার কতটা সফল - এমন এক প্রশ্নের জবাবে পুলিশের সাবেক আইজিপি আশরাফুল হুদা ডয়চে ভেলেকে বলেন, “আইন-শৃঙ্খলার যতটা উন্নতি হওয়ার কথা ছিল, সেটা হয়নি। পুলিশের মনোবল ফেরাতে ঊর্ধ্বতনদের যে ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার দরকার ছিল, সেটা নেওয়া হয়নি।আমি মনে করি, একটা নির্বাচিত সরকার এলে ধীরে ধীরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে।”

আলোচনায় বিচারাঙ্গন

গত ১৪ মাসে বিচারাঙ্গন কতটা স্বাধীন হয়েছে? নিয়োগ বা অবসর কি সঠিক নিয়মে হচ্ছে? গ্রেপ্তারকৃতরা কি যথাযথভাবে জামিনের অধিকার পাচ্ছেন? সুপ্রিমকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী জেড আই খান পান্না মনে করেন , “আইন আছে, কিন্তু আইনের শাসন নেই। বিচারালয়কে দুর্নীতিমুক্ত করা না গেলে দেশের কোথাও দুর্নীতিমুক্ত হওয়া সম্ভব না। দুই দিন আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বললেন, ‘এখন থেকে আমরা দেখবো গ্রেপ্তারকৃতরা যাতে জামিন না পায়। এই বক্তব্য থেকেই তো বোঝা যাচ্ছে বিচার কিভাবে চলছে? স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জামিনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। ফলে আমি মনে করি, বিচার বিভাগের ১২টা না, ১৪টা বেজে গেছে।”

সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী সাইদ আহমেদ রাজা বলেন, “আমরা যদি ২০২৪ সালের মে-জুনের হিসাব দেখি, হাইকোর্ট ডিভিশনের একটা সিদ্ধান্তের কারণে সারা বাংলাদেশে আগুন ছড়িয়ে পড়লো। সেটার প্রেক্ষিতে একটা সরকারের পতন হলো। তখন মানুষের ধারণা হয়েছিল বিচার বিভাগের একটা সংস্কার হবে। কিন্তু আমরা দেখলাম, এখানে মব তৈরি হবে হাইকোর্টের বেশ কয়েকজন বিচারককে ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। প্রধান বিচারপতি, আইন উপদেষ্ঠা ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কিছু মন্তব্যে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। বিচারের পরিবেশ এখন আর নেই।”

আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রে আসিফ মাহমুদ

স্থানীয় সরকার ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ঘুরে-ফিরে নানা ধরনের আলোচনা-সমালোচনায় থাকছেন। তার এপিএসের দুর্নীতি, কিছু অডিও রেকর্ড বাইরে চলে আসায় বিতর্কে জড়ান তিনি। বিমানবন্দরে অস্ত্রের গুলি নিয়ে প্রবেশ বা গভীর রাতে ৩০০ ফিটে হাঁসের মাংস খেতে যাওয়া নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ট্রল হয়েছে। এমনকি নিজের মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে বেশি টাকা এলাকার জন্য বরাদ্দ দেয়া নিয়েও সমালোচিত হতে হয়েছে তাকে।

ক্রীড়াঙ্গনেও তিনি সব সময় আলোচনায় ছিলেন। ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি ফারুক আহমেদকে সরিয়ে দেওয়া, আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে দায়িত্ব দেয়া এবং পরে নির্বাচনের নামে প্রহসনের মাধ্যমে তাকে সভাপতি নির্বাচিত করার অভিযোগেও জড়িয়েছে এই তরুণ উপদেষ্টার নাম। সাবেক ক্রিকেটার তামিম ইকবাল ও বিভিন্ন ক্লাবের কর্মকর্তাদের বিসিবির এই নির্বাচন থেকে ‘বাইরে’ রাখা হয়।

দৈনিক যুগান্তরের বিশেষ প্রতিনিধি মোজাম্মেল হক চঞ্চল বলেন, “তরুণ উপদেষ্টা হিসেবে সবার আশা ছিল, তিনি ভালো করবেন। কিন্তু তিনি ক্রীড়াঙ্গনকে কলঙ্কমুক্ত করতে এসে কলুসিত করে ফেলেছেন। আগে তো খেলা মাঠে ছিল, এখন তিনি খেলাকে টেবিলে নিয়ে এসেছেন। ফলে খেলা আর মাঠে নেই। বিশেষ করে বিসিবি নির্বাচনে তিনি যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন তার জন্য বাংলাদেশের ক্রিকেট অনেক পিছিয়ে গেছে। এখান থেকে বের হয়ে আসতে বাংলাদেশের আরো বহু দিন ভুগতে হবে।”

পররাষ্ট্রনীতি ও ভিসা সংকট

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা হিসেবে তৌহিদ হোসেন দায়িত্ব নেওয়ার পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে? বাংলাদেশ কি বন্ধু বাড়াতে পেরেছে? প্রধান উপদেষ্টার সফরগুলো থেকে কি বাংলাদেশের নতুন কোনো বন্ধুত্ব হয়েছে? নাকি বন্ধু দেশগুলোও তাদের দেশের ভিসা বন্ধ করে দিয়েছে? বাস্তবতা হলো, অনেক দেশই বাংলাদেশের পাসপোর্টে ভিসা বন্ধ রেখেছে। ভারত সীমিত পরিসরে মেডিকেল ভিসা দিলেও অন্য কোনো ভিসা দিচ্ছে না। ইউএই, উজবেকিস্তান, কাতার, ভিয়েতনাম, ওমান, কুয়েত, বাহারাইন বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীদের ভিসা দিচ্ছে না। থাইল্যান্ড কিছু ভিসা দিলেও অন্তত ৪৫ দিন সময় নিচ্ছে। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াও ভিসা দিচ্ছে খুব কম। অষ্ট্রেলিয়া, জাপানও খুব কম ভিসা দিচ্ছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর বহির্বিশ্ব কার্যত কতটা আস্থা রাখছে জানতে চাইলে সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমেদ বলেন, “আমাদের দেশে তো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা আছে। প্রতিবেশী দেশ ভারত যখন ভিসা বন্ধ করে দেয়, তখন সারা বিশ্বেই একটা খারাপ বার্তা যায়। অনেকেই মনে করেন, প্রতিবেশীরা যখন ভিসা বন্ধ করেছে, ফলে এর ভেতরে নিশ্চয়ই খারাপ কিছু আছে। এই কারণে অনেকেই আমাদের ভিসার ব্যাপারে নেতিবাচক অবস্থান নিচ্ছে। পাশাপাশি বদনাম ছড়িয়ে পড়েছে- এখানে জঙ্গিবাদীদের বিস্তার শুরু হয়েছে। এটা ঠিক না হলেও বাইরে এমন একটি ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এটা নিয়ে বিভিন্ন দেশ চিন্তা করছে। এই সংকট উত্তরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যথেষ্ট ভুমিকা দেখা যাচ্ছে না।”

দখল-দূষণ থেকে কতটা মুক্তি মিলেছে?

দায়িত্ব নেওয়ার পর পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান পলিথিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। সেন্টমার্টিনে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করেন। এমনকি দখলি জমি উদ্ধারের বিষয়টিকেও ব্যাপক গুরুত্ব দেন।কিন্তু তার এসব তৎপরতায় এই সেক্টরে কতটা উন্নতি হয়েছে? বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি)-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান মনে করেন, “এক কথায় যদি বলি, কোনো উন্নতি হয়নি, বরং অবনতি হয়েছে। কেমন অবনতি হয়েছে? যেমন ধরেন, আগে যারা দখল করেছিলেন সেগুলো তো উদ্ধার করা যায়নি, বরং নতুন করে আরো দখল হয়েছে। এখন বাকি কয়মাসে সরকার দখলি জমি উদ্ধারের পরিকল্পনা নিয়েছে। কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই সেন্টমার্টিনে যাতায়াত সীমিত করা হলো। আবার ঢাকা বায়ুদূষণের শীর্ষে রয়েছে অনেকদিন ধরে, কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। উল্টো পরিবেশ-প্রতিবেশকে ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে। একটা উদাহরণ দেই। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র কারওয়ান বাজারে পান্থকুঞ্জ পার্ক ধ্বংস করে এলিভেটেড এক্সপ্রেসের র‍্যাম্প বানানো হচ্ছে। এটা বন্ধ করতে আমরা মানববন্ধন করলাম, আবেদন করলাম, কিন্তু কেউ শুনলো না আমাদের কথা।”

পলিথিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফলতার বিষয়ে ড. আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, “আপনি বাজারে গিয়ে পলিথিনের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছেন, ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হচ্ছে, কিন্তু সরকার কি জানে না পলিথিনের উৎপাদন করে কারা? অবশ্যই জানে। কিন্তু সেখানে যাবে না। তাহলে পলিথিন বন্ধ হবে কিভাবে?”

সড়ক-মহাসড়ক, সংস্কারের উদ্যোগ নেই

চলতি মাসেই ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বেহাল অবস্থা দেখতে গিয়েছিলেন সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। মহাসড়কে যানজট এখন যেন নিত্যদিনের সঙ্গী। তবে এ সড়কের দুরবস্থা নিয়ে মানুষের অভিযোগ বহুদিনের। বেহাল মহাসড়ক পরিদর্শন করতে গিয়ে উপদেষ্টা নিজেও তীব্র যানজটের কবলে পড়েন। এরপর তিন ঘণ্টা যানজটে আটকে পড়ে অবশেষে মোটরসাইকেল চড়ে পৌঁছান গন্তব্যে। সম্প্রতি ফরিদপুর থেকে ভাঙা মহাসড়কটি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। সড়কটির অবস্থা এতটাই ভয়াবহ যে, যানবাহন চলাই দায়।

এই ১৪ মাসেসড়ক-মহাসড়কের কতটা পরিবর্তন হয়েছে জানতে চাইলে যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, “বিগত সরকারের সময় সড়ক মহাসড়কের যে অবস্থা ছিল, এখন তার থেকে অনেক বেশি খারাপ হয়েছে। কারণ কোনো সংস্কার হচ্ছে না। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কিছু জায়গায় অল্প কাজ হলেও অধিকাংশ জায়গায় কোনো কাজই হচ্ছে না। এমনকি বিগত সরকার যেভাবে এই সেক্টর চালাতো, এখনও সেভাবেই চলছে। নতুন কোনো পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে না।”

গণমাধ্যম যে অবস্থায়

অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে প্রশ্ন করায় গত এপ্রিলে তিন সাংবাদিকের চাকরি হারানোর

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
LOW INCOME NO PROBLEM
ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
ইন্টারেস্ট রেট কম
রি-ফাইন্যান্সিং
ইনভেস্টমেন্ট
প্রি এপ্রোভাল
ফাস্ট ক্লোজিং
মর্টগেজ পরামর্শ
DIRECT LENDER
এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্টে।
ট্যাক্সি ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম।
যারা হোমকেয়ারে কাজ করেন, তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা।
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ী কিনতে পারবেন।
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799
MOZEZA MONALISA
LOAN PRODUCTION COORDINATOR
(347) 403-6644
139-27 QUEENS BLVD SUITE 2, JAMAICA, NY 11435

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

সমুদ্রে কেন হঠাৎ মাদকযুদ্ধে

৫ পৃষ্ঠার পর

বিরুদ্ধে সেনা উত্থানকে উসকে দেওয়ার কৌশলও হতে পারে।

ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন, আন্তর্জাতিক জলসীমায় এই ধরনের হামলা করার আইনি ক্ষমতা তাঁর প্রশাসনের আছে। এটিকে তিনি জাতীয় নিরাপত্তার অংশ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলছেন, এই হামলাগুলো আমেরিকানদের জীবন বাঁচাচ্ছে। কিন্তু আইনগতভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা মার্কিন কংগ্রেসের হাতে এবং কংগ্রেস মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে এখনো কোনো ধরনের যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। ডেমোক্র্যাট, এমনকি রিপাবলিকান কয়েকজন নেতাও এই হামলাগুলোকে ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলে সমালোচনা করেছেন। কেন্টাকি সিনেটর র্যান্ড পল বলেছেন, 'প্রমাণ ছাড়াই, মানুষের প্রাণ কেড়ে নেওয়া অনৈতিক।'

এদিকে জাতিসংঘের স্বাধীন বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেনড়আন্তর্জাতিক জলসীমায় আইনগত ভিত্তি ছাড়া মারণাস্ত্র প্রয়োগ আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনের লঙ্ঘন এবং নির্বিচারে হত্যার সমান হতে পারে। প্রতিবেশী কলম্বিয়াও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কিছু হামলায় তাঁর দেশের নাগরিক নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। পরিসংখ্যান ও প্রমাণ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা এখন ক্রমেই বাড়ছে।

এই পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কোন দিকে যাবে, তা জানতে সারা বিশ্ব এখন সমুদ্রে তাকিয়ে আছে।

ক্যারিবীয় সাগরে এবার বৃহত্তম বিমানবাহী রণতরি পাঠালেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: মাদক কার্টেলগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্রমেই জোরদার করছে ট্রাম্প প্রশাসন। এবার মার্কিন প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগন গত শুক্রবার ২৪ অক্টোবর ঘোষণা করেছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে উন্নত বিমানবাহী রণতরি 'ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ড' ক্যারিবীয় সাগরে মোতায়েন করছে।

দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভূমধ্যসাগরে চলমান সামরিক যান মোতায়েন শেষ করার কাছাকাছি সময়ে ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ডকে ক্যারিবীয় অঞ্চলে, বিশেষ করে ভেনেজুয়েলার উপকূলের দিকে আনা হচ্ছে। সুপারক্যারিয়ারটির সঙ্গে রয়েছে কয়েক ডজন স্টিলথ ফাইটার জেট ও নজরদারি বিমান, সেই সঙ্গে অন্যান্য সহগামী যুদ্ধজাহাজ তো থাকছেই। ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপকে ক্যারিবীয় সাগরে পাঠানোর ঘটনাটি প্রশাসনের সামরিক অভিযানের পরিধি বাড়ানোর সবচেয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এর আগে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের দিকে আসা সন্দেহভাজন ছোট মাদকবাহী নৌকায় আঘাত হানা হচ্ছিল, কিন্তু এখন স্থলভিত্তিক লক্ষ্যবস্তুতেও হামলা চালানোর পরিকল্পনার কথা বলছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

এই সুপারক্যারিয়ারে থাকা ডজনখানেক এফ-১৮ সুপার হর্নেট জেট বিমান যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ সক্ষমতা বাড়াবে এবং ভেনেজুয়েলার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলোতে আঘাত হানার সক্ষমতা দেবে। বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তারা বলছেন, এর ফলে মার্কিন বিশেষ আভিযানিক দল বা ড্রোনগুলোর জন্য স্থলভিত্তিক লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করার পথ প্রশস্ত হবে।

পেন্টাগনের মুখপাত্র শন পার্নেল এক বিবৃতিতে বলেন, 'এই বর্ধিত নৌ উপস্থিতি অবৈধ কার্যকলাপ এবং অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িতদের শনাক্ত, পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিহত করার মার্কিন সক্ষমতাকে জোরদার করবে। এসব অপতৎপরতা যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন উপস্থিতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে।'

এই বর্ধিত মার্কিন সামরিক উপস্থিতির তীব্র সমালোচনা করেছেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। শুক্রবার দিনের শেষে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা আর কখনো কোনো যুদ্ধে জড়াবে না, আর এখন তারা একটা যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করছে।'

এদিকে ট্রাম্প প্রশাসন কয়েক সপ্তাহ ধরে মাদক কার্টেলগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করছে। ইতিমধ্যে কমপক্ষে ৯টি সন্দেহভাজন মাদক পাচারকারী নৌকায় হামলা চালানো হয়েছে।

হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বৃহস্পতিবার বলেন, তাঁর সামরিক অভিযানের পরবর্তী পর্যায় হবে স্থল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা। ট্রাম্প বলেন, 'স্থলই হবে পরবর্তী (লক্ষ্য)।'

তবে কোন দেশের কোন লক্ষ্যবস্তুতে যুক্তরাষ্ট্র আঘাত হানতে চায়, সে বিষয়ে ট্রাম্প কিছু বলেননি। যদিও তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথকে প্রশাসনের পরিকল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেসকে অবহিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। মাদক কার্টেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন কি না জানতে চাইলে ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন, তিনি হামলা চালিয়ে যাবেন। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি যারা আমাদের দেশে মাদক আনছে, আমরা শুধু তাদের মেরে ফেলব, ঠিক আছে? আমরা তাদের মেরে ফেলব।'

গত ৩ সেপ্টেম্বর একটি নৌকায় প্রথম হামলার কথা ঘোষণা করেন ট্রাম্প। পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে আরও হামলার কথা জানানো হলেও নিহতের সংখ্যা এবং নৌকাগুলোতে মাদক ছিলড়এই দাবি ছাড়া আর কোনো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে প্রশাসন হামলার আইনি ন্যায্যতা দিয়েছে। দ্য গার্ডিয়ানের রিপোর্ট অনুযায়ী, তারা দাবি করছে, এই নৌকাগুলো চিহ্নিত সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। যুক্তরাষ্ট্র এই গোষ্ঠীর সঙ্গে 'সশস্ত্র সংঘাতে' জড়িত।

তবে প্রশাসন এখন পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দেয়নি যে নৌকায় হামলায় নিহত ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পাচার করছিলেন। বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত সূত্রগুলো জানিয়েছে, কংগ্রেসের কাছে ব্রিফিংয়ে পেন্টাগনের কর্মকর্তারা বলেছেন, ট্রাম্প যেহেতু নৌকাগুলোকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে দেখা কার্টেলগুলোর সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করছেন, তাই সেগুলোতে হামলা বৈধ।

এই সামরিক অভিযানে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাও (সিআইএ) জড়িত। ট্রাম্প ১৫ অক্টোবর নিশ্চিত করেছেন, তিনি ভেনেজুয়েলায় সিআইএর তথাকথিত 'গোপন কার্যক্রমের' অনুমোদন দিয়েছেন। দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, বিমান হামলায় ব্যবহৃত গোয়েন্দা তথ্যের একটি বড় অংশ সিআইএ সরবরাহ করেছে।

'স্থল অভিযানের' ইঙ্গিত ট্রাম্পের, যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী রণক্ষেত্র কি ভেনেজুয়েলা

লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তথাকথিত মাদকের স্রোত থামাতে এবার দেশটিতে প্রয়োজনে স্থল অভিযান পরিচালনার হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, এরপর ভেনেজুয়েলার 'ভূখণ্ডই হবে পরবর্তী' অভিযানের 'লক্ষ্য'।

এর আগে, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মার্কিন হুমকি অগ্রাহ্য করে বলেছিলেন, 'এই ভূমিকে কেউ ছুঁতে পারবে না।' ফলে, এই আশঙ্কা দানা বাঁধছে যে, ভেনেজুয়েলা কি তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী রণক্ষেত্র হতে যাচ্ছে!

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভেনেজুয়েলা থেকে মাদক প্রবেশ ঠেকাতে চলমান অভিযানে এবার দেশটির স্থলভাগে হামলার ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, 'এবার ভূখণ্ডই হবে পরের লক্ষ্য।' সাগরে সীমিত থাকা হামলাকে এবার স্থলভাগে বিস্তৃত করতে চলেছেন ট্রাম্পড় এই বিষয়টিরই স্পষ্ট ইঙ্গিত হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এই বক্তব্যকে।

হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথকে নির্দেশ দেন কংগ্রেসকে আসন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করতে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে কিছু না বললেও তিনি ইঙ্গিত দেন, মার্কিন সামরিক বাহিনীকে ভেনেজুয়েলাভিত্তিক তথাকথিত মাদকচক্রের স্থলভাগের অবকাঠামোতেও আঘাত হানতে নির্দেশ দিতে পারেন।

ট্রাম্প বলেন, 'এবার ভূখণ্ডই হবে পরের লক্ষ্য।' এরপর হেগসেথের দিকে ফিরে তিনি যোগ করেন, 'পিট, তুমি কংগ্রেসে যাও, তাদের এটা জানাও। তারা কী করবে? বলবেড়আমরা চাই না যে আমাদের দেশে মাদক ঢোকা বন্ধ হোক?'

ট্রাম্প বলেন, 'স্থলভাগের মাদকচক্রের জন্য এটা হবে আরও বিপজ্জনক। খুব শিগগিরই আপনারা সেটা দেখবেন। এভাবেই ব্যাপারটা এগোচ্ছে।'

স্থলের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভেনেজুয়েলার উত্তেজনা আরও বাড়বে। গত সেপ্টেম্বরেই ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ১৫ হাজার সেনা মোতায়েনের পর আরও পাঁচটি অঙ্গরাজ্যে সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম পাঠিয়ে অনির্দিষ্টকাল মোতায়েনের নির্দেশ দেন ট্রাম্প।

এটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নৌ-হামলার প্রতিক্রিয়া।

ট্রাম্প বলেন, 'এবার ভূখণ্ডই হবে পরের লক্ষ্য।' এরপর হেগসেথের দিকে ফিরে তিনি যোগ করেন, 'পিট, তুমি কংগ্রেসে যাও, তাদের এটা জানাও। তারা কী করবে? বলবেড়আমরা চাই না যে আমাদের দেশে মাদক ঢোকা বন্ধ হোক?'

ট্রাম্প বলেন, 'স্থলভাগের মাদকচক্রের জন্য এটা হবে আরও বিপজ্জনক। খুব শিগগিরই আপনারা সেটা দেখবেন। এভাবেই ব্যাপারটা এগোচ্ছে।'

স্থলের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভেনেজুয়েলার উত্তেজনা আরও বাড়বে। গত সেপ্টেম্বরেই ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ১৫ হাজার সেনা মোতায়েনের পর আরও পাঁচটি অঙ্গরাজ্যে সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম পাঠিয়ে অনির্দিষ্টকাল মোতায়েনের নির্দেশ দেন ট্রাম্প।

এটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নৌ-হামলার প্রতিক্রিয়া।

সম্প্রতি ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের এক উপস্থাপক মাদুরোকে প্রশ্ন করেন, মার্কিন 'মেরিন বাহিনী এসে আপনার সরকার পতন ঘটাবে' এমন শঙ্কা নিয়ে তাঁর মত কী। জবাবে মাদুরো বলেন, ভেনেজুয়েলার ৯০ শতাংশ মানুষ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হুমকি প্রত্যাখ্যান করছে। তিনি বলেন, 'আমরা ভেনেজুয়েলাবাসী আমাদের আইন মেনে চলি, এই ভূমিকে কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।'

মাদুরো যুক্তরাষ্ট্রের মাদক পাচারের অভিযোগও নাকচ করেন। তিনি দাবি করেন, প্রতিবেশী কলম্বিয়ার মতো ভেনেজুয়েলায় কোকো চাষ বা কোকেন উৎপাদন নেই। তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্দেশ করে বলেন, 'তারা এখন ধ্বংস করতে চাওয়া দেশগুলোকে আর কমিউনিস্ট বলে না। সোভিয়েত আমলে সেটাই ছিল অভিযোগ। পরে তারা ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়াকে সন্ত্রাসী বলে অভিযুক্ত করেছিল। এখন নতুন অদ্ভুত অভিযোগ হলোড় মাদক পাচার।'

এ পর্যন্ত ট্রাম্প প্রশাসন দক্ষিণ ক্যারিবীয় সাগরে প্রায় ছয়টি নৌকায় হামলা চালিয়েছে, যেগুলো যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পরিবহনে ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে দাবি করা হচ্ছে। এসব হামলার পর ওয়াশিংটন ভেনেজুয়েলার স্থলভিত্তিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাতের প্রস্তুতি নিচ্ছেড়এমন জল্পনাও বাড়ছে।

কিছুদিন আগে, যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে একটি নৌকায় আঘাত হানে। এর ফলে, বিমান হামলার ক্ষেত্র ক্যারিবীয় সাগর ছাড়িয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। গত সপ্তাহে ট্রাম্প নিশ্চিত করেন, তিনি ভেনেজুয়েলায় সিআইএ কার্যক্রমের অনুমোদন দিয়েছেন। তাঁর দাবি, মাদুরো সরকার তাদের কারাগার খালি করে বন্দীদের যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাচ্ছে এবং উত্তরমুখী মাদক চোরাচালানকে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

হোয়াইট হাউসে বলরুম নির্মাণে

৭ পৃষ্ঠার পর

আলোচিত বিষয় হচ্ছেড়এ নির্মাণকাজের ব্যয় সরকারি নয়, বরং বেসরকারি অনুদানে মেটানো হচ্ছে। এতে অংশ নিচ্ছে গুগল, অ্যামাজনসহ বড় বড় প্রযুক্তি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। এ কারণে প্রশ্ন উঠেছেড়এই অনুদানদাতারা কি প্রেসিডেন্টের বিশেষ প্রভাব বা সুবিধা পেতে পারেন?

ট্রাম্পের দাবি, ৮ হাজার ৩৬০ বর্গমিটার (৯০ হাজার বর্গফুট) আয়তনের এই বিশাল বলরুমে একসঙ্গে ৯৯৯ জন অতিথি জায়গা পাবেন।

আগস্টে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট জানিয়েছিলেন, প্রকল্পের খরচ প্রায় ২০ কোটি ডলার। কিন্তু ট্রাম্প এবার তা বাড়িয়ে ৩০ কোটি ডলার বলেছেন।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিলাসবহুল এ বলরুমের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে চলমান শাটডাউনে। ফলে জাতীয় রাজধানী পরিকল্পনা কমিশনের আনুষ্ঠানিক অনুমোদনও নেওয়া হয়নিড়কারণ কমিশনটি তখন বন্ধ ছিল।

কে দিচ্ছে এই টাকা

গত সোমবার ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেনড় '১৫০ বছরের বেশি সময় ধরে প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউসে একটি বলরুমের স্বপ্ন দেখেছেন। আমি গর্বিত যে আমি সেই প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি আমেরিকান করদাতাদের এক পয়সা ব্যয় না করে এই বহু প্রয়োজনীয় প্রকল্পটি শুরু করতে পেরেছি।'

ট্রাম্প আরও বলেন, 'এ বলরুম নির্মাণে অর্থায়ন করছে অনেক দেশপ্রেমিক দাতা, মহান আমেরিকান কোম্পানি এবং আমি নিজেও।'

তবে বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর থেকে জানা গেছে, কিছু অনুদান আইনি সমঝোতার অংশ হিসেবেও আসছে। যেমন, ২০২১ সালে ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গার পর ট্রাম্পের ইউটিউব অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়। সে ঘটনায় করা মামলার নিষ্পত্তির অংশ হিসেবে ইউটিউব ২ কোটি ২০ লাখ ডলার দেবে বলরুম নির্মাণে। ইউটিউব ও গুগল উভয়ই একই কোম্পানি অ্যালফাবেটের মালিকানাধীন।

প্রধান অনুদানদাতাদের তালিকায় কারা আছে

হোয়াইট হাউসের দেওয়া দাতাদের তালিকায় রয়েছে বেশ কিছু নামী প্রতিষ্ঠান, যাদের মধ্যে কয়েকটির বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ে আইনি জটিলতা বা জরিমানা হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যড়

অ্যামাজন : যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ট্রেড কমিশন (এফটিসি) অভিযোগ করেছিল, অ্যামাজন অনেক ব্যবহারকারীকে তাদের অনুমতি ছাড়াই প্রাইম সদস্যপদে অন্তর্ভুক্ত করেছে। মামলা নিষ্পত্তির অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি ২ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার জরিমানা রাজি হয়।

অ্যাপল : আইফোন প্রস্তুতকারক কোম্পানিটি সম্প্রতি *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

হোম কেয়ার
সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
আমরা আপনাদের সহযোগিতা করবো
যোগাযোগ
নিম্মি নাহার
মোবাইলঃ 646-982-9938

আমরা প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ ছাড়া হোম কেয়ারের ব্যবস্থা করে থাকি
87 47 164th Street, Jamaica, NY 11432
nimmeusa@gmail.com
+1 (646) 982-9938
www.shahabsagor.com

হোয়াইট হাউসে বলরুম নির্মাণে

৩৮ পৃষ্ঠার পর

এক আদালতের রায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আদালত বলেছেন, তারা নির্দিষ্ট কিছু অ্যাপ ক্রয়ের ওপর কমিশন নিতে পারবে না। এ রায় বাতিলের আবেদন করেছে অ্যাপল।

কয়েনবেজ : যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ। সেপ্টেম্বরের শেষে আদালত প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ব্যবসায়িক ঝুঁকি গোপন করার অভিযোগে মামলার অনুমতি দেন।

গুগল : সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ গুগলের বিরুদ্ধে অনলাইন সার্চ বাজারে একচেটিয়া আধিপত্যের মামলায় জয়লাভ করেছে।

লকহিট মার্টিন : মার্কিন প্রতিরক্ষা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান প্রকল্পে অতিরিক্ত বিল দেখানোর অভিযোগে ২ কোটি ৯৭ লাখ ডলার জরিমানা দিতে রাজি হয়েছে।

মাইক্রোসফট : প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী সত্য নাদেলা, যিনি ২০২৫ অর্থবছরে রেকর্ড ৯৬ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার বেতন পেয়েছেন।

লুটনিক পরিবার : এ পরিবারের কর্তা হাওয়ার্ড লুটনিক, যিনি ট্রাম্প প্রশাসনে বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর কোম্পানি ক্যান্টর গেমিং বারবার ফেডারেল আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত।

উইঙ্কলভস যমজ ভাই (ক্যামেরন ও টাইলার) : তাঁরা ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ জেমিনি ও উইঙ্কলভস ক্যাপিটালের সহপ্রতিষ্ঠাতা। সম্প্রতি ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ইউএসএসইসি) তাদের এক অবৈধ ক্রিপ্টো ঋণ প্রকল্পের মামলা নিষ্পত্তি করেছে।

আর কারা আছে তালিকায়

অন্যান্য দাতা ও করপোরেশনের মধ্যে রয়েছে: আলট্রিয়া গ্রুপ, বুজ অ্যালেন হ্যামিল্টন, ক্যাটারপিলার, কমকাস্ট, জে পেপে অ্যান্ড এমিলিয়া ফানজুল, হার্ড রক ইন্টারন্যাশনাল, এইচপি, মেটা প্ল্যাটফর্মস, মাইক্রন টেকনোলজি, নেক্সটএরা এনার্জি, প্যালান্টিয়ার টেকনোলজিস, রিপল, রেনল্ডস আমেরিকান, টি-মোবাইল, টিথার আমেরিকা, ইউনিয়ন প্যাসিফিক, অ্যাডেলসন ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন, স্টেফান ই ব্রোডি, বেটি ওল্ড জনসন ফাউন্ডেশন, চার্লস অ্যান্ড মারিসা কাসকারিলা, এডওয়ার্ড অ্যান্ড শারি গ্লেজার, হ্যারল্ড হ্যাম, বেঞ্জামিন লিওন জুনিয়র, লরা অ্যান্ড আইজ্যাক পার্লমুটার ফাউন্ডেশন, স্টিফেন এ শোয়ার্জম্যান, কনস্ট্যান্টিন সকোলভ, কেলি লোফলার অ্যান্ড জেফ স্প্রেচার ও পাওলো তিরমানি।

এই অনুদান কি আইনসম্মত

যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইনজীবী ব্রুস ফেইন আল-জাজিরাকে বলেন, হোয়াইট হাউসে বলরুম নির্মাণে বেসরকারি অনুদান নেওয়া অ্যান্টি ডেফিসিয়েন্সি অ্যাক্টের স্পষ্ট লঙ্ঘন। এই আইন অনুযায়ী, কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান বেসরকারি পক্ষের কাছ থেকে পণ্য বা সেবা নিতে পারে না।

ফেইন উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'ভাবুন তোড়কংগ্রেস মেক্সিকো সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণে কোনো অর্থ দেবে না। তাহলে কি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইলন মাস্ক বা অন্য কোনো বিলিয়নিয়ারের টাকায় সেই দেয়াল বানাতে পারবেন? এটি সেই একই ব্যাপার।'

ফেইন আরও সতর্ক করে বলেন, ট্রাম্প পুরোপুরি লেনদেনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। বলরুমের অনুদানদাতারা ভবিষ্যতে করছাড়, গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ কিংবা ফেডারেল অপরাধে প্রেসিডেন্টের ক্ষমাড়এই সুবিধাগুলো পেতে পারেন।

চীন-যুক্তরাষ্ট্র এখন ভিন্ন ধরনের

৬ পৃষ্ঠার পর

অর্থ্যাৎ, স্মার্টফোন থেকে শুরু করে যুদ্ধবিমান তৈরির জন্য অপরিহার্য খনিজের ওপর চীন আরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বিদেশি কোম্পানিগুলোকে বিরল খনিজ উপাদানযুক্ত কোনো পণ্য রপ্তানি করতে হলে চীনা সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। পাশাপাশি সেই পণ্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যও জানাতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা সম্প্রসারণের পর বিরল খনিজ নিয়ে চীন এমন পদক্ষেপ নিয়েছে। মার্কিন সম্প্রসারিত নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে নির্দিষ্ট বিদেশি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে। এমন উদ্যোগ চীনে সর্বাধুনিক সেমিকন্ডাক্টর চিপ সরবরাহ সীমিত করতে পারে। ওয়াশিংটন চীনের সঙ্গে সংযুক্ত জাহাজগুলোর ওপরও শুল্ক আরোপ করেছে। যেটির উদ্দেশ্য মার্কিন জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে চাঙ্গা করা এবং বৈশ্বিক শিপিং বাণিজ্যে চীনের প্রভাব কমানো। প্রতিশোধ হিসেবে চীনও মার্কিন মালিকানাধীন, পরিচালিত, নির্মিত কিংবা পতাকাবাহী জাহাজগুলোর ওপর শুল্ক আরোপ করেছে।

যদিও কানাডার এশিয়া প্যাসিফিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা ও কৌশল বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিনা নাজিবুল্লাহ বলছেন, চিপ রপ্তানি ও জাহাজ শিল্পে যুক্তরাষ্ট্র যে শুল্ক নির্ধারণ করেছে তা চীনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তবে দুই দেশই 'তথ্য যুদ্ধে' লিপ্ত হয়েছে। যেখানে উভয়েই একে অপরের বিরুদ্ধে তাদের নীতির মাধ্যমে বিশ্বকে জিম্মি করে রাখার অভিযোগ তুলেছে।

নাজিবুল্লাহ বলছেন, কূটনৈতিক আলোচনার বাইরেও চীন নিজের খেলা অনেক উঁচু স্তরে নিয়ে গেছে। তারা প্রথমবারের মতো এমন পদক্ষেপ নিচ্ছে যা অন্য দেশগুলোর ওপরও প্রভাব ফেলছে। চীন মূলত এক ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। সেটি হলো- ওয়াশিংটন যতটা চাপ বাড়াবে, পাল্টা হিসেবে বেইজিংও ততটা বাড়াবে। এটির লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রকে পিছু হটানো। তিন মাস আগের বাণিজ্য যুদ্ধের তুলনায় এটি একেবারে ভিন্ন ধরনের সংঘাত।

আটলান্টিক কাউন্সিলের গ্লোবাল চায়না হাবের জ্যেষ্ঠ ফেলো (অস্থায়ী) ডেক্সটার টিফ রবার্টস। তিনি বলছেন, চলতি মাসের শেষ দিকে দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থার (এপেক) শীর্ষ সম্মেলন। ওই সম্মেলনে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও শি জিনপিংয়ের বৈঠক হওয়ার কথা। এর আগে চীনের পক্ষ থেকে ক্ষমতার প্রদর্শনী চলছে।

রবার্টস বলেন, এ অবস্থায় আপনি যদি ট্রাম্প প্রশাসনের পদক্ষেপগুলোর দিকে নজর দেন; দেখবেন তারা একেবারে বিক্ষিপ্ত ও অনিশ্চিত অবস্থায় আছে।

শুরুতে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে শি জিনপিংয়ের বৈঠকটি হবে না। কিন্তু দুই দিন পরই বলেন, বৈঠক হবে। এ বিষয়টিকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে রবার্টস বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসন আসলে জানে না চীনের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করতে হবে। তারা বোঝে না যে, চীন অনেক কষ্ট সহ্য করতে রাজি আছে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক হুমকিকে সহজে ভয় পায় না। অন্যদিকে, বেইজিং ট্রাম্পের আচরণ বুঝে গেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজেকে 'বিগ ডিল মেকার' মনে করেন। ফলে তিনি চীনের সঙ্গে কোনো চুক্তি করলে সেটি বড় চুক্তিই হবে। রবার্টস বলেন, চীনও চায় যুক্তরাষ্ট্র বড় চুক্তি করুক। তবে সে চুক্তি করতে হলে ট্রাম্প প্রশাসনকে ছাড় দিতে হবে। এই ছাড় নিয়ে দর-কষাকষির কৌশল হিসেবে তারা আগে থেকেই বাড়তি চাপ আরোপ করে রেখেছে।

কানাডার এশিয়া প্যাসিফিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা ও কৌশল বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিনা নাজিবুল্লাহর বক্তব্যে আবার ফেরা যাক। তিনি বলছেন, মূলত ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের সময়ই চীনের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে যখন সরকার পরিবর্তন হলো তখন অনেক দেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। কিন্তু চীন একাধিক জাতীয় নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করেছে। যুক্তরাষ্ট্র যেসব নীতিতে অন্য দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে সেটির চীনা সংস্করণ তৈরি করেছে। সেটিই এখন কাজে লাগছে। দেশটি এখন জাতীয় নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে রপ্তানিতে সীমা আরোপ করতে পারছে।

ভিনা নাজিবুল্লাহ বলেন, সব দেশেরই আসলে চীনের মতো প্রস্তুতি নেওয়া উচিত ছিল। চীনের কৌশলে একটি বিষয় স্পষ্ট। সেটি হলো- নিজেদের প্রয়োজনে বিকল্প উৎস খুঁজে বের করতে হবে।

ছবির নিচে ক্যাপশন: চীনের হুইঝোতে তাইপিংলিং পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এটি ২০১৯ সাল থেকে নির্মাণাধীন। ছবি: ভিসিজি

পারমাণবিক শক্তিতে চীন কীভাবে

৬ পৃষ্ঠার পর

করছে। যা একদিন সীমাহীন পরিচ্ছন্ন বিদ্যুতের জোগান দিতে পারে।

বেইজিংয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো বিশ্বের শীর্ষ পারমাণবিক বিদ্যুৎ সরবরাহকারী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া। যে মর্যাদা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো হাতেগোনা কিছু দেশের রয়েছে।

পারমাণবিক শক্তিতে চীনারা খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বলে জানান মার্কিন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক কার্নেগি এন্ডোমেন্ট ফর পিসের সিনিয়র ফেলো মার্ক হিবস। যিনি চীনের পারমাণবিক কর্মসূচির ওপর একটি বই লিখেছেন। তিনি বলেন, 'চীন বিশ্বকে দেখাতে চায়, তাদের কর্মসূচি অপ্রতিরোধ্য।'

ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় জ্বালানি যুদ্ধক্ষেত্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রতিযোগিতা করছে। এজন্য পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন এখন ভূ-রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

ট্রাম্পের আমলে যুক্তরাষ্ট্র তেল, গ্যাস ও কয়লার মতো জীবাশ্ম জ্বালানির শীর্ষ সরবরাহকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে চীন সৌর প্যানেল, বায়ু টারবাইন ও ব্যাটারি উৎপাদনে বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করেছে। চীন নবায়নযোগ্য শক্তিকে সামনে ট্রিলিয়নের ডলার বাজার হিসেবে দেখছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারমাণবিক শক্তি বিশ্বব্যাপী আগ্রহ হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ, পারমাণবিক চুল্লিগুলো কয়লা বা গ্যাসের মতো বায়মণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়ার জন্য দায়ী কার্বন নিঃসরণ করে না। একইসঙ্গে সৌর বা বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনে যেসব অনিশ্চয়তা থাকে, সেটাও এতে নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা বনাম চীনের অগ্রগতি

ট্রাম্প প্রশাসন ২০৫০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা চারগুণ বাড়াতে চায়। দেশটি নতুন প্রজন্মের প্রযুক্তি বিকাশের মাধ্যমে পারমাণবিক চুল্লি বিদেশে রপ্তানি করতে চায়। মার্কিন কর্মকর্তাদের আশঙ্কা, যদি চীন পারমাণবিক রপ্তানি বাজারে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে তার বৈশ্বিক প্রভাবও ব্যাপকভাবে বাড়বে। কারণ একটি রিঅ্যাক্টর নির্মাণ প্রকল্প দুটি দেশের মধ্যে বহু দশকব্যাপী অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করে।

তবে রিঅ্যাক্টর নির্মাণে চীনের একটি সুস্পষ্ট সুবিধা রয়েছে। দেশটি তুলনামূলক কম খরচে এবং দ্রুত রিঅ্যাক্টর নির্মাণ করতে শিখেছে। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে একটি রিঅ্যাক্টর নির্মাণে গড়ে ১১ বছর সময় লাগে, সেখানে চীন মাত্র ৫৬ বছরেই কাজ শেষ করছে।

বৈজ্ঞানিক জার্নাল 'নেচার'-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০০-এর দশকে চীনে পারমাণবিক চুল্লির নির্মাণ ব্যয় অর্ধেকে নেমে আসে। এরপর থেকে স্থিতিশীল রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে, জর্জিয়ার ভোগটল পারমাণবিক কেন্দ্রের দুটি নতুন রিঅ্যাক্টর তৈরি করতে ১১ বছর লেগেছে। এতে ব্যয় হয়েছে ৩৫ বিলিয়ন ডলার।

হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের গবেষক শাংওয়েই লিউ বলেন, 'আমরা প্রথম যখন চীনের ব্যয় কমার প্রবণতা দেখি, তখন আমরাও *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

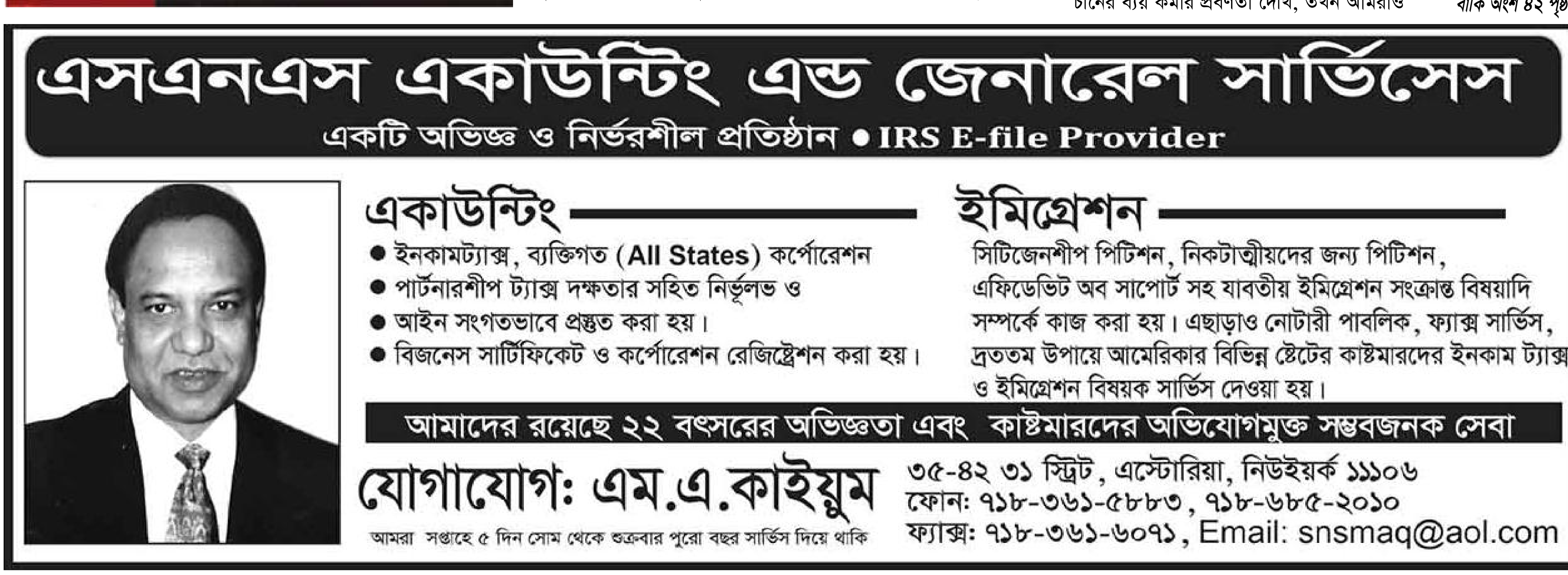

নির্বাচন করতে পারবেন না পলাতক আসামিরা

৮ পৃষ্ঠার পর

ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে, যাতে জনগণ জানতে পারে কে কোথা থেকে আয় করছে’ নির্বাচনী জোট হলেও প্রার্থীদের নিজ দলের প্রতীকে জাতীয় নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করতে হবে বলে উল্লেখ করা হয় অধ্যাদেশে। আইন উপদেষ্টা বলেন,‘যদি নির্বাচনী জোট হয়, তাহলে জোটের অংশ হলেও দলের যে প্রতীক, তা দিয়ে নির্বাচন করতে হবে’ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে‘না ভোট’ ব্যবস্থায়। ড. আসিফ নজরুল বলেন,‘আগে যেমন একক প্রার্থী থাকলে ভোটারদের কোনো বিকল্প ছিল না, এখন ভোটাররা চাইলে না ভোট দিতে পারবেন। যদি অধিকাংশ ভোটার না ভোট দেন, সেই আসনে পুনরায় নির্বাচন হবে’ নতুন অধ্যাদেশে মনোনয়ন জামানতের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রবাসী ভোটার ও নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা (যেমন প্রিসাইডিং অফিসার ও নিরাপত্তা বাহিনী) এখন পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। ড. আসিফ নজরুল বলেন,‘এবার থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মিডিয়ার উপস্থিতি এবং ভোট গণনা পর্যবেক্ষণও নিশ্চিত করা হয়েছে’ রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা আনতে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি ৫০ হাজার টাকার বেশি অনুদান দিতে চান, তা ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে ও ট্যাক্স রিটার্নসহ দিতে হবে। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে; যাতে কোনো নির্বাচনী এলাকায় ব্যাপক অনিয়ম হলে কমিশন শুধু কেন্দ্র নয়, পুরো নির্বাচনের ফল বাতিল করতে পারে।আইন উপদেষ্টা বলেন,‘আমরা চাই জনগণের আস্থা ফিরে আসুক নির্বাচনের প্রতি। এই পরিবর্তনগুলো নির্বাচনী সংস্কৃতিকে গণতান্ত্রিক ও স্বচ্ছ করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ’

প্রধান উপদেষ্টার সংস্কারের উদ্যোগ আশানুরূপ গতি

৯ পৃষ্ঠার পর

তারা এক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে। তারা সব সময়ই সংস্কারবিরোধী। সংস্কার প্রণয়ন করা যত সহজ বাস্তবায়ন করা তত সহজ নয়। আগামী দিনে যারা দেশ পরিচালনা করবেন তারা এ ব্যাপারে আগ্রহী হবেন। বর্তমান সরকার অন্তর্বর্তীকালীন, কিন্তু সময়টা রূপান্তরকালীন। এ রূপান্তরের পথে আমাদের এগোতে হবে।’ অনুষ্ঠানে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘অতীতের রাজনৈতিক দলগুলো অনেক আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু আমরা তার বাস্তবায়ন পাইনি। তবে আমাদের পরিবর্তনের আশা আছে। আমাদের ভবিষ্যৎ অতীতের মতো হবে না। গত বছরের জুলাইয়ে আমরা একটা বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছি। সবার মতামত নিয়ে আমরা একটা নাগরিক মেনিফেস্টো তৈরি করব।’

সাংবিধানিক আদেশ জারি করার এখতিয়ার সরকারের

৮ পৃষ্ঠার পর

জারি করার কথা, তিনি জারি করলেন না, যথাযথ কর্তৃপক্ষ জারি করল না, সেই বিতর্ক যাতে ভবিষ্যতে না ওঠে, সে জন্য আমরা যেন পলিটিক্যাল ইমোশন থেকে সরে আসি। এ আহ্বান আমি সব পক্ষকে জানাব’

তিনি বলেন,‘গতকাল একটি রাজনৈতিক দল বলেছে, জনমতের চাপে অবশেষে বিএনপি জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোট আয়োজনের প্রস্তাবে একমত হয়েছে। অথচ জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোট আয়োজনের প্রস্তাব বিএনপির ছিল’ তিনি আরও বলেন,‘দুটি রাজনৈতিক দল ছাড়া বাকি সবাই এ (গণভোট) প্রস্তাবে একমত হয়। আমি দুটি রাজনৈতিক দলের নাম উল্লেখ করছি না। তবে দুটি দলের একটি জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে গিয়েছে। অপর একটি রাজনৈতিক দল এখন জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করার সুযোগ খুঁজছে। তাদের কিছু দাবিদাওয়া আছে। সে বিষয়ে আলাপ‑আলোচনা এখন যে পর্যায়ে হচ্ছে, আমি আশা করি, হয়তো তাদের দাবিদাওয়ার বিষয়ে একটা যৌক্তিক সমাধানও আসবে’ প্রসঙ্গত, জুলাই সনদ স্বাক্ষরিত হয়েছে ১৭ অক্টোবর। তবে ওই অনুষ্ঠানে যায়নি জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সালাহউদ্দিন বলেন,‘সবচেয়ে বেশি দরকার হলো আমাদের মানসিক সংস্কার। আমরা ঐকমত্য কমিশনে আইনি সংস্কার, সাংবিধানিক সংস্কার নিয়ে কথা বলছি।

৬০ বছর বয়সে ফের বিয়ে করেছেন জেমস, হয়েছেন পুত্র সন্তানের বাবা

৫০ পৃষ্ঠার পর

বুধবার সংবাদমাধ্যমকে বিষয়টি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ২০২৩ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি অনুষ্ঠানে নামিয়ার সঙ্গে পরিচয় হয়। এই পরিচয় থেকে প্রণয় ও বিয়ে। ২০২৫ সালের ৮ জুন নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে হান্টিংটন হাসপাতালে জন্ম হয় জিবরানের। জেমসসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্য তখন সঙ্গেই ছিলেন। এক মাস যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের পর সন্তান নিয়ে দেশে ফেরেন তারা।

জেমস বলেন, 'বাবা হওয়ার অনুভূতি অসাধারণ। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া, তিনি আমাকে সুস্থ সন্তান দান করেছেন।'

নতুন জীবন নিয়ে জেমস বলেন,' আল্লার অশেষ কৃপায় ভালো আছি। যতদিন বাঁচি, যেন গান গেয়ে যেতে পারি। দোয়া চাই সবার কাছে। সবাই আমাকে প্রার্থনায় রাখবেন।'

ব্যক্তিজীবনে এর আগে দুইবার বিয়ে করেছেন জেমস। তার প্রথম স্ত্রী অভিনেত্রী রথি। ১৯৯১ সালে বিয়ের পর ২০০৩ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ২০০০ সালে বেনজীর সাজ্জাদের সঙ্গে পরিচয় হয় জেমসের, এরপর আমেরিকায় গিয়ে তারা বিয়ে করেন। ২০১৪ সালে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে বেনজীর সাজ্জাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় জেমসের।

প্রথম পরিবারে জেমসের একটি পুত্র ও একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। আর দ্বিতীয় সংসারে একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।

জেমসের তৃতীয় স্ত্রী কে এই নামিয়া?

বহু বছর হল ব্যক্তিগত বিষয়ে আলোচনা-সামলোচনার বাইরে নগরবাউল খ্যাত মাহফুজ আনাম জেমস। সারাবছর গান ও কনসার্ট নিয়েই আলোচনায় থাকেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ করেই বিয়ে ও সন্তানের খবর প্রকাশ্যে আনলেন তিনি। এমন খবরে তোলপাড় সামাজিক মাধ্যম। নতুন খবরে ভক্ত-সহকর্মীদের শুভেচ্ছায় ভাসছেন এই দম্পতি।তবে অনেকেই জানতে চাচ্ছেন জেমসের স্ত্রী কে এই নামিয়া আমিন?

নগরবাউল জেমসের ম্যানেজার রুবাইয়াৎ ঠাকুর রবিন সমকালকে বলেন, 'জেমসের তৃতীয় স্ত্রীর নাম নামিয়া আনাম। তার বাবা নুরুল আমিন আর মা নাহিদ আমিন। বহুবছর ধরে তারা যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। বাবা-মার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রেই বেড়ে উঠেছেন নামিয়া। সেখানে একজন নৃত্যশিল্পী হিসেবেও তার খ্যাতি রয়েছে।

জেমসের সঙ্গে সম্পর্কে জাড়ান ও বিয়ের বিষয়ে রুবাইয়াৎ ঠাকুর রবিন বলেন, '২০২৩ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে জেমস-নামিয়ার পরিচয়। জেমস তখন আমেরিকা ট্যুর চলছিল। সেই শো থেকে নামিয়ার সঙ্গে জেমসের সম্পর্ক শুরু হয়। আমেরিকা ট্যুর শেষে জেমস বাংলাদেশে ফিরে আসেন। কিছুদিন যেতেই নামিয়াও বাংলাদেশে ছুটে আসেন। তারপর তারা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। ২০২৪ সালের ১২ জুন তাদের বিয়ে হয়। এরপর থেকে জেমসের ঢাকার বনানীর বাসাতেই বাস করছেন দুজনেই।'

রবিনের কথায়, 'চলতি বছরেই জেমস-নামিয়ার সংসার আলোকিত করেছে আসে পুত্রসন্তান। ৮ জুন নিয়ইয়র্কের হান্টিং টং হসপিটালে জন্ম নেয় এই দম্পতির প্রথম ছেলে সন্তান জিবরান আনাম।'

নতুন জীবন নিয়ে জেমস বলেন, 'আল্লার অশেষ কৃপায় ভালো আছি। যতদিন বাঁচি, যেন গান গেয়ে যেতে পারি। দোয়া চাই সবার কাছে। সবাই আমাকে প্রার্থনায় রাখবেন।'

এর আগে চিত্রনায়িকা রথি ও বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী বেনজীরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন জেমস। ২০১৪ সালে দ্বিতীয় স্ত্রী বেনজীর সাজ্জাদের আলাদা হয়েছেন। কেননা বেনজীর তাদের একমাত্র কন্যা সন্তান জাহানকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছিলেন। আর জেমস কোনভাবেই গান আর দেশ ছাড়বেন না। তখন সমঝোতার ভিত্তিতেই দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়।

বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকারের

৮ পৃষ্ঠার পর

কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধিড়এমনটাই তাঁদের অভিমত। বলেন, ‘অর্থনীতি দাঁড়িয়ে থাকে রাজনৈতিক আস্থার ওপর। সেই আস্থা পুনর্গঠনের দায়িত্ব সরকারেরই।’

আইএমএফের শর্তে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অগ্রাধিকার : ২০২২ সালে আইএমএফের সঙ্গে ৪.৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণচুক্তি করে বাংলাদেশ। এর মধ্যে পাঁচ কিস্তি ছাড় হলেও ষষ্ঠ কিস্তি এখন ঝুলে আছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, নতুন সরকার গঠনের পরই তারা বাকি অর্থছাড়ের সিদ্ধান্ত নেবে। অর্থনীতিবিদদের মতে, এটি রাজনৈতিক আস্থা ও নীতির ধারাবাহিকতার প্রশ্ন।

আবাসন খাতের শীর্ষ সংগঠন রিহ্যাবের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি লিয়াকত আলী ভূইয়া বলেন, ‘ম্যানুফ্যাকচারিং, রিয়েল এস্টেট, ব্যাংকিং ও সেবা খাতে নতুন বিনিয়োগ এখন প্রায় বন্ধ। আইএমএফ অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক আস্থার সংকট দেখছে। নির্বাচিত সরকার ছাড়া দায়বদ্ধতা ও নীতির ধারাবাহিকতা অনিশ্চিত। দেশি ব্যবসায়ীরাও বলছেন, এখন ঝুঁকি নেওয়ার সময় নয়।’

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিবিসিআইয়ের সাবেক পরিচালক ইসহাকুল হোসাইন বলেন, ‘নির্বাচিত সরকার ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ নেওয়া আত্মহত্যার মতো ঝুঁকি। আমরা শুধু পুরনো কার্যক্রম চালাচ্ছি।’ তিনি বলেন, বিদেশি ক্রেতারা রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। রপ্তানি অর্ডারও কমছে। নির্বাচিত সরকার না এলে আস্থা ফিরবে না। রপ্তানি বাজারে স্থিতিশীলতা দরকার।’

সাময়িক সরকারের ওপর আস্থা কম উল্লেখ করে তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ইনামুল হক খান বলেন, ‘সাময়িক সরকারের ওপর কিছুটা আস্থা কম থাকে। ফলে আইএমএফ আগামী সরকারের সঙ্গে কাজ করতে চায়। ফলে সময়মতো নির্বাচন করার বিষয়ে চাপ তৈরি করবে। সবাই নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে চায়। তখন আস্থা ও বিনিয়োগ বাড়বে। এখন ছোট-বড় সব বিনিয়োগ বন্ধ।’

বিদেশি বিনিয়োগ থমকে, পুঁজি পাচারের আশঙ্কা

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) ২২ শতাংশ কমেছে। নতুন প্রকল্প নিবন্ধনেও গতি নেই। বিডা কর্মকর্তারা জানান, বেশির ভাগ বিদেশি বিনিয়োগকারী এখন ‘অপেক্ষা-পর্বে’ আছেন। অনেকে নতুন কারখানা না করে পুরনো ব্যবসা সংকুচিত করছেন। কেউ কেউ বিদেশে সম্পদ স্থানান্তর করছেন, যা অর্থনীতির জন্য বিপজ্জনক ইঙ্গিত।

সরকারের প্রস্তুতির ঘাটতি, আস্থার সংকট

অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই স্থবিরতা কেবল রাজনৈতিক নয়; সরকারের প্রস্তুতি ও নীতি পরিচালনায় স্বচ্ছতার অভাবও দায়ী। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি বলেন, ‘সরকার যদি অর্থনৈতিক নীতিতে পূর্বানুমানযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখত, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার প্রভাব এত গভীর হতো না।’

অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অবশ্য দাবি করেছেন, আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং নতুন সরকার গঠনের পর ঋণচুক্তি দ্রুত সচল হবে।

বিনিয়োগ স্থবিরতার প্রভাব স্পষ্ট

বিনিয়োগ কমে যাওয়ায় ব্যাংক খাতে ঋণ চাহিদা কমেছে, নির্মাণসামগ্রী, ইলেকট্রনিকস ও রিয়েল এস্টেট খাতে নতুন প্রকল্প স্থগিত রয়েছে। অর্থনীতিবিদদের হিসাবে, এ কারণে অন্তত ৫০ হাজারের বেশি শ্রমিক কর্মসংস্থান হারানোর ঝুঁকিতে আছেন। শিল্পোদ্যোক্তা বলেন, বাজারে চাহিদা নেই, বিনিয়োগে আগ্রহ নেই। অর্থনীতি এখন নিঃশ্বাস নিচ্ছে, কিন্তু হাঁটতে পারছে না।

নির্বাচিত সরকার ছাড়া বিনিয়োগের অনাগ্রহ নিয়ে বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রির (বিসিআই) প্রেসিডেন্ট আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী (পারভেজ) বলেন, ‘দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফেরাতে এখন সবচেয়ে জরুরি নির্বাচন নিয়ে স্পষ্টতা ও আস্থা ফেরানো। সরকারকে দ্রুত জানাতে হবে ঠিক কবে নির্বাচন হবে এবং সেটি যেন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, জ্বালানি খাতের স্থিতিশীলতা, সরকার, ব্যবসায়ী ও প্রশাসনের মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক পুনর্গঠিত না হলে বিনিয়োগ সচল করা সম্ভব নয়।’

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনিয়োগের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু এখন সেটা অনিশ্চিত। জাতীয় নির্বাচন কবে হবে, কেউ বলছে ফেব্রুয়ারিতে আবার কেউ বলছে নাও হতে পারে। এই অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগকারীরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না।

তার ওপর ব্যবসার খরচ বাড়ছে, জ্বালানি নিরাপত্তা দুর্বল, আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হয়নি। ফলে ব্যাবসায়িক পরিবেশটা অস্থির। যতক্ষণ না রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল সরকার আসে, ততক্ষণ বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকি নিতে চাইবেন না।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরলেই অর্থনীতিতে প্রাণ ফিরে আসবে উল্লেখ করে এই ব্যবসায়ী নেতা আরো বলেন, নির্বাচিত সরকার গঠনের পর আইএমএফের ঋণচুক্তি পুনরায় সচল হবে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরবে। তাঁর মতে, এখন সরকারের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে আস্থা পুনর্গঠন, অর্থনৈতিক নীতিতে স্বচ্ছতা, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং আইনের শাসন ও পূর্বানুমানযোগ্য প্রশাসনিক কাঠামো নিশ্চিত করা।

এদিকে দেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) বলছে, দেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতি এখন বেশ দুর্বল। ২০২৫ সালের আগস্টে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৬.৩৫ শতাংশ, যা ইতিহাসের অন্যতম সর্বনিম্ন হার। ব্যবসায়ীরা নতুন বিনিয়োগে আগ্রহ হারাচ্ছেন, কারণ সুদের হার বেশি, ব্যাংকগুলো সতর্কভাবে ঋণ দিচ্ছে আর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা রয়েছে। অন্যদিকে সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি বেড়ে হয়েছে ১৬.৫৯ শতাংশ। কারণ সরকার বাজেট ঘাটতি মেটাতে ব্যাংক থেকে বেশি ঋণ নিচ্ছে। এতে বেসরকারি খাতের জন্য অর্থের জোগান কমে যাচ্ছে। ফলে শিল্প ও ব্যবসা সম্প্রসারণ শ্লথ হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর নীতি মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা কমালেও তা বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মুস্তফা কে মুজেরি বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরও আর্থিক খাতে কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারেনি। ব্যাংক খাতে সুদের হার এখনো ১৩ থেকে ১৪ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে আর সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও রয়ে গেছে নাজুক অবস্থায়।’

তিনি আরো বলেন, ‘নির্বাচনের আগে পরিস্থিতি আরো জটিল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাজারে টাকার প্রবাহ বাড়ায় মূল্যস্ফীতি আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। এই অস্থির পরিবেশে বিনিয়োগের উপযোগী পরিবেশ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, ফলে বিনিয়োগকারীরাও স্বাভাবিকভাবেই নতুন বিনিয়োগে আগ্রহী নন। বর্তমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে ও বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে এখন একটি নির্বাচিত, পূর্ণাঙ্গ সরকারের বিকল্প নেই।’

এ বিষয়ে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সময় অর্থনীতির অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক রিজার্ভ, বিনিময় হার ও ব্যাংক খাতে ছিল অস্থিরতা। তবে সরকার দ্রুত কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়েছে, যেমনড়ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা ফেরানো, খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ, দুর্বল ব্যাংক একীভূতকরণ এবং রিজার্ভ স্থিতিশীল রাখা। রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধিতে রিজার্ভ বেড়েছে, বিনিময় হারেও এসেছে স্থিতি। তিন বছর ধরে চলা উচ্চ মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে কমছে। সব মিলিয়ে অর্থনীতি এখন পুনরুদ্ধারের পথে থাকলেও টেকসই স্থিতিশীলতার জন্য আরো কার্যকর নীতি দরকার। সংবাদসুত্র কালের কণ্ঠ

বাংলাদেশে অন্তর্বতী সরকারের

৩৬ পৃষ্ঠার পর

ঘটনাও দেখেছে বাংলাদেশ। তিন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মূলত মব-সহিংসতার ভয়েই তিন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ‘ব্যবস্থ্ব নিয়েছেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকরা সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টার কাছে সাম্প্রতিক নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেন। এর মধ্যে এটিএন বাংলার রিপোর্টার ফজলে রাব্বী, দীপ্ত টিভির রিপোর্টার মিজানুর রহমান (রহমান মিজান) ও চ্যানেল আই-এর রিপোর্টার রফিকুল বাসারের প্রশ্ন এবং পরবর্তী ঘটনাবলী ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয়।

এছাড়া সময় টেলিভিশনের মালিকের অফিসে এনসিপি নেতা হাসনাত আব্দুল্লাহর যাওয়া এবং কয়েকজন সাংবাদিকের চাকরি যাওয়া নিয়েও ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় মিডিয়ার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে সাংবাদিক মাসুদ কামাল বলেন, “আমি খুব বেশি পরিবর্তন দেখি না। আগে যারা মিডিয়ার দায়িত্বে ছিলেন, তারা শেখ হাসিনার সুবিধাভোগী হয়ে নিজেরাই তার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতেন। এর জন্য কাউকে কিছু বলতে হতো না। আর এখন মিডিয়ার শীর্ষ পদে বিএনপি ও জামায়াতের লোক বসানো হয়েছে। ফলে, তারা এখন বিএনপি ও জামায়াতের স্বার্থ দেখছে। আগেও সাংবাদিকরা স্বাধীন ছিল না, এখনও নেই।”

প্রসঙ্গত, জুলাই অভ্যুত্থানে খুন ও খুনের চেষ্টার মামলায় আসামি করা হয়েছে ২৬৬ জন সাংবাদিককে। তাদের মধ্যে ১৩ জন আছেন কারাগারে।

গত ৪ মে মুক্ত গণমাধ্যম দিবসের আলোচনায় সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম বিষয়টি নিয়ে তীব্র হতাশা প্রকাশ করে বলেন, ‘‘বর্তমানে ২৬৬ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে হত্যা অথ বা সহিংসতা সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগে মামলা চলছে। এটা কীভাবে সম্ভব? এটা আমাদের জন্য অসম্মানের। এটার অর্থ এই নয় যে, কেউ দোষ করেননি। দোষ করে থাকলে সঠিকভাবে মামলা করে শাস্তি দেন এবং আমরা কোনোভাবেই তার পাশে দাঁড়াবো না, যদি সত্যিকার অর্থে সমাজের বিরুদ্ধে বা জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের বিরুদ্ধে তার অবস্থান সেরকম থাকে। কিন্তু আজকে ছয় থেকে সাত মাস হয়েছে, তারা এসব মামলায় পড়েছেন। একটি কদমও এগোয়নি তদন্তের ব্যাপারে।

তিনি আরো বলেন, ‘‘আইন উপদেষ্টা বলেনছেন,‘ আমাদের কিছু করার নেই, জনগণের অধিকার আছে মামলা করা। মেনে নিলাম মামলা করার অধিকার। কিন্তু কোনো আইনের যদি অপপ্রয়োগ হয়, তাহলে কি সরকার কিছু করবে না? সেখানেই আমার বড় প্রশ্ন- যাদের নামে মামলা হয়েছে, সেসব সাংবাদিক একটা ভয়ের মধ্যে থাকেন। তারা ‘মব সন্ত্রাসে’ ভয়ে থাকেন। এ রকম দু-একটা ঘটনা ঘটেছে।

দ্রব্যমূল্য, ব্যবসা ও বিনিয়োগ

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে। নতুন বিনিয়োগ আসেনি, চাকরি হারিয়েছেন বহু মানুষ। এমন পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীরা কী ভাবছেন? কিভাবে টিকে আছে ব্যবসা? গার্মেন্টস ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক ও ডেনিম এক্সপোর্ট লিমিটেডের পরিচালক মহিউদ্দিন রুলেন বলেন, “বিদেশে ক্রেতারা মূলত আগামী নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা এখনও অর্ডার করছেন, কিন্তু সেটা একেবারেই নগণ্য। তারা অপেক্ষা করছেন যে নির্বাচন হলে একটি নির্বাচিত সরকার আসবে, নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে তারা কাজ করতে চান। এই ১৪ মাসে নতুন কোনো বিনিয়োগ আসেনি, বরং অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে এবং চাকরি হারিয়েছেন বহু শ্রমিক।

৬ সংস্থার সাম্প্রতিক বিবৃতি ও সরকারের অবস্থান

আওয়ামী লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে চিঠি লিখেছে ৬টি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা। চিঠিতে আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের ওপর দেওয়া নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া ছাড়াও সব রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাংলাদেশে মানবাধিকার, নিরাপত্তা খাত সংস্কার, বিচারিক জবাবদিহি এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনগুলো। চিঠিতে স্বাক্ষরকারী সংগঠনগুলো হলো- হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ), বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করা নিউইয়র্কভিত্তিক সংস্থা কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে), বিশ্বজুড়ে নাগরিক সমাজের অধিকার রক্ষায় কাজ করা দক্ষিণ আফ্রিকাভিত্তিক সংস্থা সিভিকাস, রোহিঙ্গাদের অধিকার নিয়ে বিশেষভাবে কাজ করা মানবাধিকার সংগঠন থাইল্যান্ডভিত্তিক ফোরটিফাই রাইটস, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটস ও টেক গ্লোবাল ইনস্টিটিউট। এটি মানবাধিকার সংস্থাগুলোরের চিঠির বিষয়ে সরকার কোনো প্রতিবাদ বা বিবৃতি দেবে না বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘‘প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজ করবে। আমরা এটাই মনে করি। মানবাধিকার সংগঠনগুলো তাদের কাজ করবে। সরকারের পক্ষে কখনোই তাদের সবকিছু মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না। অবশ্যই মানবাধিকার নিয়ে কোনো উদ্বেগ এলে সেটাকে আমরা বিবেচনায় নেই এবং সরকারের পক্ষে যেটুকু সম্ভব, সেটা করা হয়। সবার দৃষ্টিভঙ্গিও এক না। প্রত্যেকে তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথ াবার্তা বলে থাকে এবং সরকারকে অনেক কিছু বিবিচনায় নিয়ে কাজ করতে হয়। - সংবাদসুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

পারমাণবিক শক্তিতে চীন কীভাবে

৩৯ পৃষ্ঠার পর

বিস্মিত হয়েছিলাম।’ এখন প্রশ্ন উঠেছে- যুক্তরাষ্ট্র কি আবারও গতি ফিরিয়ে আনতে পারবে?

পারমাণবিক শক্তিতে চীন কীভাবে দক্ষ হয়ে উঠল

আধুনিক পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল নির্মাণ প্রকল্পগুলোর মধ্যে একটি। তবে পারমাণবিক চুল্লি তৈরিতে চীনের সাফল্যের পেছনে মূল কারণ হলো সরকার নিয়ন্ত্রিত একীভূত কৌশল। তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত পারমাণবিক সংস্থা সরকার সমর্থিত কম সুদের ঋণ পায়ড়়া প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। একই সঙ্গে সরকার বিদ্যুৎ গ্রিড কোম্পানিগুলোকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ ক্রয়ে বাধ্য করে, যা বিনিয়োগকে সুরক্ষা দেয়। চীনের পারমাণবিক কোম্পানিগুলো সীমিতসংখ্যক চুল্লি নকশা ব্যবহার করে। সবসময় সেই মডেলগুলোই নির্মাণ করে। এতে নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতা বাড়ে, সরবরাহ শৃঙ্খলা সহজ হয় এবং প্রকল্প দ্রুত এগোয়। সাংহাইয়ের কাছে বিশাল কারখানায় নিয়মিতভাবে রিঅ্যাক্টর প্রেসার ভেসেল তৈরি হচ্ছে, যা দেশজুড়ে নতুন প্রকল্পে পাঠানো হয়। দক্ষ ওয়েল্ডার দল এক প্রকল্প শেষ করেই পরবর্তী প্রকল্পের সাইটে গিয়ে কাজ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে স্থবিরতা

যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭০৮০ দশকে সুদের হার বৃদ্ধি, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কঠোর নিরাপত্তার বিধিবিধান এবং থ্রি মাইল আইল্যান্ড দুর্ঘটনার মতো ঘটনাগুলো পারমাণবিক খাতকে প্রায় বন্ধ করে দেয়। বেসরকারি খাত নতুন নকশায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে নির্মাণ ব্যয় ও জটিলতা বাড়ায়। এর ফলে অসংগতি ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

২০০০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন প্রজন্মের এপি-১০০০ রিঅ্যাক্টর প্রকল্প শুরু হলেও ব্যয়বৃদ্ধি ও বিলম্বে তা বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু একই সময়ে চীনও এপি-১০০০ নির্মাণ করতে গিয়ে নানান সমস্যায় পড়ে। কিন্তু চীনারা সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণ করে এবং নকশা উন্নত করে নিজস্ব সিএপি-১০০০ সংস্করণ তৈরি করেড়়ার আরও নয়টি রিঅ্যাক্টর এখন নির্মাণাধীন এবং পাঁচ বছরের মধ্যেই কম ব্যয়ে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নিরাপত্তা ও অনুমোদন প্রক্রিয়া

চীনের নিরাপত্তা মান পশ্চিমা বিশ্বের সমতুল্য, তবে অনুমোদন প্রক্রিয়া অনেক দ্রুত। যুক্তরাষ্ট্রে কোনো প্রকল্পে রাজ্য সরকারের একাধিক অনুমতি লাগতে পারে, যা মাস বা বছরজুড়ে বিলম্ব ঘটায়। চীনে সাধারণত অনুমোদনের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নির্মাণ শুরু হয়। ‘চীন বিশাল অবকাঠামো নির্মাণে অভ্যস্ত। বাধ, মহাসড়ক, উচ্চগতির রেলড় এসব প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দক্ষতাই পারমাণবিক খাতে সাফল্যের মূল’, বলেন লানতাও গ্রুপের পরামর্শক ডেভিড ফিশম্যান। তবুও চীনের সামনে চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। ২০২১ সালে একটি প্ল্যান্টে ছোট একটি বিকিরণ লিকেজ হয়। দেশটি এখনো পারমাণবিক বর্জ্য সংরক্ষণের জায়গা নির্ধারণ করতে পারেনি। কিছু শহরে বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের পরিকল্পনা নিয়ে বিক্ষোভ হয়েছে। পাশাপাশি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রচুর পানিসম্পদের প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেশটির অভ্যন্তরে পানি ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগের কারণে নতুন রিঅ্যাক্টর প্রকল্পে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা

যুক্তরাষ্ট্রে এখন রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট উভয় দলের মধ্যেই পারমাণবিক শক্তির পক্ষে মতবিরোধ কমেছে। তবে দেশটি সরকারি নয়; বরং বেসরকারি উদ্ভাবন নির্ভর পথ বেছে নিয়েছে। ডজনখানেক স্টার্টআপ ছোট আকারের চুল্লি নিয়ে কাজ করছে, যা প্রযুক্তি কোম্পানি যেমন- গুগল, অ্যামাজন ও ওপেনএআই’র ডেটা সেন্টারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে।

যদিও এসব প্রকল্প অগ্রসর হচ্ছে, তবে বড় আকারের রিঅ্যাক্টর নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও ভারী যন্ত্রপাতি তৈরির সক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্র অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেছে। অক্সফোর্ড ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি স্টাডিজের ফেলো ফিলিপ অ্যান্ড্রুজ স্পিড বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রে পারমাণবিক চুল্লির নকশার সংখ্যা এতো বেশি যে, মনে হয় আমাদের নির্দিষ্ট কিছু নকশায় মনোযোগ দেওয়া উচিত।’

বৈশ্বিক রপ্তানি প্রতিযোগিতা

চীনের পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচির লক্ষ্য কেবল অভ্যন্তরীণ নয়ড় বিশ্ববাজারও। পাকিস্তানে ছয়টি রিঅ্যাক্টর নির্মাণের পর দেশটি আরও অনেক দেশে রপ্তানির পরিকল্পনা করছে। একই সঙ্গে চীন ‘চতুর্থ প্রজন্মের’ গ্যাস কুলড রিঅ্যাক্টর তৈরি করেছে। যা বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি ভারী শিল্পে তাপ সরবরাহ করতে পারে। তারা থোরিয়াম চুল্লি ও ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি পুনর্ব্যবহারের প্রযুক্তিতেও কাজ করছে। কারণ, দেশটিতে পর্যাপ্ত ইউরেনিয়াম মজুত নেই। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরবর্তী প্রজন্মের রিঅ্যাক্টর স্থাপনে চীন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে অন্তত ১০১৫ বছর এগিয়ে। এক্ষেত্রেও ইতিহাস যেন নিজেকে পুনরাবৃত্ত করছেড় যেমন সৌর প্যানেল ও ব্যাটারি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছিল যুক্তরাষ্ট্র, কিন্তু সেই শিল্পের নেতৃত্ব এখন চীনের হাতে। ‘আমরা হয়তো কিছু মিত্র দেশকে চীনা রিঅ্যাক্টর না কেনার অনুরোধ করতে পারব’, বলেন সেন্টার ফর ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের প্রেসিডেন্ট পল স্যান্ডার্স।

১৯৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত সকল ভুলের 'আমরা নি:শর্ত ক্ষমা চাইছি-

৫০ পৃষ্ঠার পর

ফেয়ার মেরিনা হলে১৯৭১-এর দলের ভূমিকা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে জামায়াতের আমীর বলেন, সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

ডা. শফিকুর রহমান আরও বলেন, এই এপোলোজি আমরা কমপক্ষে তিনবার দিয়েছি। প্রফেসর গোলাম আযম সাহেব দিয়েছেন, মতিউর রহমান নিজামী সাহেব দিয়েছেন, এবং আমি নিজেও দিয়েছি।

তিনি বলেন, যারা ভুল ধরে দিয়েছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা মানুষ, আমাদের সংগঠন মানুষের সংগঠন। আমাদেরও ভুল হতে পারে। তিনি পাল্টা প্রশ্ন রেখে বলেন, আমরা কি শুধু একাত্তরেই ভুল করেছি, আর কোন ভুল করিনি। অন্য কোন দল কি ভুল করেনি। যত ভুল ধরা হবে ততই দূরত্ব বাড়বে। তিনি বলেন, 'উই আর লুকিং ফরোয়ার্ড। পুরো জাতিকে নিয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এগুতে চাই'।

কোয়ালিশন অব বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন (কোবা)র উদ্যোগে আয়োজিত সভাটি সঞ্চালনা করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী যুক্তরাষ্ট্রের মুখপাত্র ড. নাকিবুর রহমান।

এর আগে পবিত্র ওমরাহ পালন করে ২২ অক্টোবর বুধবার সকালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ডা: শফিকুর রহমান নিউইয়র্কে এসেছেন।

ওয়ার্ল্ডস ফেয়ার মেরিনায় এই মতবিনিময় ও সংবাদ কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদানকালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ঘটনাসমূহের বিস্তারিত তথ্য তুলে করে তিনি বলেন, ১৯৭১-এ আমি ছিলাম সাড়ে ১২ বছরের শিশু। তিনি মুক্তিযুদ্ধ আর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রেক্ষাপটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, আমি মুক্তিযুদ্ধ করি নাই তবে, মুক্তিযুদ্ধ আমার হৃদয়ে ধারণ করি। আমার ব্যক্তি আর দলের অবস্থান ভিন্ন হতে পারে। আর যে দলের মাধ্যমে আমার রাজনীতির হাতেখড়ি সেই দল ইসলামিক দল ছিলো না। মূলত: পাকিস্তান শাসন করে আর্মী আর মুসলীম লীগ। ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগর্ষ্ঠিতা অর্জন করে। আর জামায়াতে ইসলাম-ই প্রথম দল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা দেয়ার দাবী জানায়। পরবর্তীতে শেখ মুজিব সরকারের কোলাবরেট আইন করেন এবং চারটি অভিযোগে অভিযোগ ছাড়া সবাইকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। জামায়াতের কোন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে ঐ চারটি অভিযোগ ছিলো না। তিনি বলেন, একাত্তুরে জামায়াতের ভূমিকা ছিলো- ঐক্যবদ্ধ দেশের পক্ষে। ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের ৮০ভাগ মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে ছিলো।

ডা. শফিকুর বলেন, ফেব্রুয়ারিতে রোজার আগে নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। জামায়াত ক্ষমতায় গেলে সাংবিধানিক অধিকার অনুযায়ী সংখ্যালঘুরা নির্বিঘ্নে থাকবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে জামায়াত আমির বলেন, ভারতের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক চায় জামায়াত।

অপর প্রশ্নের উত্তরে জামায়াত আমীর বলেন, ভারতের সাথে শেখ হাসিনার অনেক চুক্তি হয়েছে। শুধু ভারত নয়, অনেক দেশের সাথেই বাংলাদেশের চুক্তি হয়েছে। সব চুক্তিই দেশে স্বার্থ বিরোধী নয়। তবে দেশ বিরোধী চুক্তি বাই লেটারাল বা ডাইলগ-এর মাধ্যমে চুক্তি বাতিল করা হবে। তবে যেকোন চুক্তি করার অগে শতবার ভাবা উচিৎ।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, নির্বাচনে না যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোন শর্ত ছিলো না, এই তথ্য আমাদের না, মিডিয়ার। তবে আমরা জাতির কল্যাণে যোক্তিক দাবী তুলে ধরেছি।

ডা. শফিকুর রহমান আরো বলেন, আমরা ক্ষমতাসীন নয়, নিজেদেরকে জনগণের সেবক হিসেবে দেখতে চাই। তিনি বলেন, রাষ্ট্র সেবার সুযোগ পেলে জামায়াত প্রথমেই শিক্ষা ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন আনবে। গুরুত্ব দিবে কারিগরি ও নৈতিক শিক্ষার প্রতি। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমরা দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে বাংলাদেশ বাংলাদেশ-ই হবে, অন্যকোন দেশ হবে না। সংখ্যালঘূ বলতে কিছু থাকবে না। কোন বৈষম্য থাকবে না। ধর্ম দেখে নয়, নাগরিক দেখে যার যার অধিকার সে তাই পাবে। আমরা আমাদের প্রতিবেশীকে সমঝোতার মাধ্যমে, সম্মানের সাথে থাকতে চাই। পারষ্পারিক সম্মান চাই। সেই পরিবেশই সৃষ্টি করা হবে। আমরা জোর করে কিছু করার পক্ষে নই, জোর করে কাউকে দেশত্যাগেও বাধ্য করার পক্ষে নই। যার যার অধিকার তাবে বুঝিয়ে দেয়া হবে। সমাজে কোন বেইনসাফি থাকবে না।

এক প্রশ্নের উত্তরে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, রাজনীতিতে জামায়াত-বিএনপি দুটি পৃথক দল। আমরা জাতির স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ রাজনীতি করেছি। এখন যার যার অবস্থান থেকে রাজনীতি করছি। তবে কোন দলকে লক্ষ্য করে জামায়াত কোন কথা বলেনি। রাজনীতিতে সবারই সমালোচনা মেনে নেয়ার সহ্য ক্ষমতা থাকতে হবে। এটাই গণতন্ত্রের বিউটি। আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া নেই। জাতির সাথে সাইকে নিয়ে এক সাথে কাজ করার মানসিকতা আমরাদের রয়েছে। আমরা কোন দলকে বাদ দিয়ে নয়, সবাইকে দিয়ে দেশ গড়তে চাই।

এনসিপি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এনসিপি আমাদের ছোট ভাই, তাদের অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। তাদের সুযোগ দিতে হবে। তারা ভুল করলে আগামীতে শিখবে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের 'আরপিও' অনুযায়ী বিদেশের মাটিতে রাজনৈতিক দলের কোন শাখা থাকতে পারবে না। আমরা তা মেনে চলি। তাই শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, পৃথিবীর কোন দেশেই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কোন শাখা নেই।

তিনি বলেন, পিআর পদ্ধতি আমাদের দেশে নতুন। তাই পিআর নিয়ে আমরা টানাটানি করছি না, জনগণের কাছে যাচ্ছি। ইতিপূর্বে দেশে একাধিকবার গণভোট হয়েছে। নির্বাচন গ্রহনযোগ্য করতেই আমরা নভেম্বরে গণভোট চেয়েছি। আর ফেব্রুয়ারীতেই নির্বাচন চাই।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার গ্রেফতার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা যেকোন অপরাধীর বিচার চাই এবং তারা ন্যায় বিচার পাবে তাই চাই। এই বিচার কোন বাহিনীর বিরুদ্ধে নয়। জামায়াত ক্ষমতায় গেলে দেশের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সবার জন্য আইনের শাসন কয়েক করবে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আগামীতে কোয়ালিশন গভমেন্ট সম্পর্কে এখনো কোন আলোচনা হয়নি। আমরা চাইনা দেশে আর কোন ফ্যাসিজম জন্ম নিক।

দেশে জামায়াতের ভোট কত এমন এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমাদের কাছে ২টি জরিপ আছে, তবে তা প্রকাশ করতে চাই না। আর জরিপ ১০০ ভাগ সঠিক হয় না। তিনি বলেন, আমরা ছয় মাস আগেই ৩০০ আসনে প্রাথমিক প্রার্থী বাছাই করেছি। তবে এটাই চুড়ান্ত নয়। যেকোন দলকে দল হিসেবে আমরা সম্মান জানাতে চাই। কোন দলের সাথে সমঝোতা হওয়া খারাপ কিছু নয়। বিএনপির সাথে আমাদের কোন আলোচনা হয়নি।

দলের প্রধান কি সরকার প্রধান হবে- এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, একই ব্যক্তি সরকার ও দলের প্রধান হবে না- এটাই আমাদের অবস্থান।

প্রশ্নোত্তর পর্বে শেষে তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এসময় তিনি বলেন, আমরা প্রবাসীদের ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন করেছি। তাই সবাই ভোট দিয়ে নিজেদের অবস্থান শক্ত করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি তিনি গার্মেন্ট শিল্প ও রেমিটেন্স বৃদ্ধির পাশাপাশি অভিজ্ঞদের দেশে ফিরে গিয়ে জাতির কল্যাণে আবদান রাখার আহবানন জানান। তিনি বলেন, জামায়াত ফেরেস্তার দল নয়, মানুষের দল। আমরা সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চাই। তিনি বলেন, আপনারা এমন সমালোচনা করেন যা জাতির কল্যাণে কাজ করে। তিনি দেশটা দেখতে আর ভোট দেয়ার জন্য প্রবাসীদের দেশে যাওয়ার আহবান জানান।

পবিত্র মক্কায় ওমরাহ পালন শেষে আমীরে জামায়াতে তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী সৌদি এয়ারলাইসের একটি ফ্লাইটটি বুধবার নিউ ইয়র্কে সকাল ১১টা ২০ মিনিটে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এ সময়ে যুক্তরাষ্ট্র জামায়াতের মুখপাত্র ড. নাকিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাহবুবুর রহমান, এডভোকেট আবুল হাশেম, আলমগীর হোসাইন, ইয়াছিন সবুজ, নঈম উদ্দিন, রুহুল আম্বিয়া সুমন, আব্দুল আজিজ প্রমুখ।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আমীরে জামায়াত-এর এটাই যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম সফর। যুক্তরাষ্ট্র সফর কর্মসূচীর মধ্যে শুরুটা হয় নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশী সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে। এছাড়া তিনি নিউইয়র্ক, বাফেলো, ওয়াশিংটন, মিশিগানের বিভিন্ন সমাবেশ যোগদান করবেন। যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে তিনি যুক্তরাজ্য যাবেন। যুক্তরাজ্য সফর শেষে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি ঢাকায় ফিরে যাবেন।

অপরদিকে দিকে তার সম্মানে আগামী ২৬ অক্টোবর রোববার কোয়ালিশন অব বাংলাদেশী আমেরিকান এসেসিয়েশন এক নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করেছে। এদিন নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ড ম্যানরে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে।

October 26 2025
Sunday 6:00 PM
Astoria World Manor
25-22 Astoria Blvd, Astoria, NY 11102

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশী আমেরিকানদের পক্ষ থেকে দূর্নীতি ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র সম্মানিত আমীর, জাতীয় নেতা
ডা: শফিকুর রহমান এর
নাগরিক সংবর্ধনা
দাওয়াতক্রমে
ড. নাকিবুর রহমান
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
যুক্তরাষ্ট্র মুখপাত্র
যোগাযোগ
917-667-0070
504-638-1184
Coalition of Bangladesh American Association (COBAA)
কোয়ালিশন অফ বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন (কোবা)
Email:cobaausa@gmail.com

ট্যাক্সি চালিয়ে গড়েছেন ৮ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নিউইয়র্কে সংবর্ধিত মোশারফ হোসেন খান চৌধুরী

পরিচয় ডেস্ক: দীর্ঘ প্রবাস জীবনের যাবতীয় সঞ্চয় দিয়ে তিনি আলোকিত করে যাচ্ছেন প্রজন্মকে। প্রবাসে থেকেও জন্মভূমির উন্নয়নে স্থাপন করেছেন অনন্য দৃষ্টান্ত। নিজ এলাকা কুমিল্লায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে একে একে গড়ে তুলেছেন আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠিত করেছেন মাদ্রাসা, হাসপাতাল। এই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও নিউইয়র্কপ্রবাসী মোশারফ হোসেন খান চৌধুরীকে সম্মান জানাতে আয়োজন করা হয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের। প্রবাসী বাংলাদেশি ফোরাম ইনক ইউএসএ-এর উদ্যোগে গত শনিবার বিকালে (১৮ অক্টোবর) নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের জুইশস সেন্টারে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা মোশারফ হোসেন খান চৌধুরীর অবদানকে বিশেষভাবে স্মরণ করে তার কর্মকাণ্ডকে প্রবাসী সমাজে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মূলধারার রাজনীতিবিদ এবং প্রবাসী বাংলাদেশি ফোরামের আহ্বায়ক ফখরুল আলম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কপ্রবাসী গুণীজন মাহমুদুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট কলামিস্ট ও জাতিসংঘ মিশনের কর্মকর্তা হাসান ফেরদৌস, কাজী নয়ন, আমির হোসেন, আব্দুস সবুর ও বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কাজী আজহারুল হক মিলন। আরো উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকরা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আহসান হাবিব ও শামসুদ্দিন আহাম্মেদ শামীম। অনুষ্ঠানের মুখগ্রন্থ পাঠ করেন তিতুমীর কলেজের সহকারী অধ্যাপক তাহমিনা মাহজাবিন। অনুষ্ঠানে কলামিস্ট হাসান ফেরদৌস বলেন, মোশারফ হোসেন খান চৌধুরী হচ্ছেন সেই প্রদীপ, যিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন সমাজের সেবায়। অনুষ্ঠানে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে মোশারফ হোসেন খান চৌধুরী বলেন, আমার বাবা শিক্ষক ছিলেন। তার স্বপ্ন ছিল নিজের এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করবেন। ছোটবেলায় বাবা মারা যান। নানা জটিলতায় আমি বেশি দূর লেখাপড়া করতে পারিনি। তাই আমি চেয়েছি আমার এলাকার ছেলেমেয়েরা যেন সঠিক শিক্ষা পায়।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ও সোসাইটির আহ্বায়ক ফখরুল আলম বলেন, একটা মোমবাতি থেকে হাজার মোমবাতি জ্বালানো যায়, কিন্তু তাতে তার আলো কমে না। মোশারফ হোসেন খান চৌধুরী আমাদের সমাজের তেমনই আলোর প্রতীক, যাকে অনুসরণ করে আমরা সমাজের উন্নয়ন করতে পারি। উল্লেখ্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজসেবায় নিউইয়র্ক প্রবাসী মোশারফ হোসেন খান চৌধুরীর অবদান অতুলনীয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসী সমাজে শিক্ষার প্রসার, দারিদ্র্য বিমোচন, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণ এবং সমাজসেবা কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রবাসী সমাজে তার এই অবদান অনেক প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে। তিনি বিভিন্ন শিক্ষা ও সমাজসেবা প্রকল্পে অর্থায়ন, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদানসহ অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রবাসী ও স্থানীয় সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেগুলোর জন্য তিনি প্রায় পাঁচ একর জমি দান করেছেন, যা তার দেশ প্রেম ও সমাজসেবার প্রতীক।শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে - ধাণ্যদৌল আব্দুর রাজ্জাক খান চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়, মোশারফ হোসেন খান চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, আব্দুল মতিন খসরু মহিলা কলেজ, আশেদা জোবেদা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, মুমু রোহান চাইল্ড প্রি-ক্যাডেট স্কুল।

তার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৬ হাজারের বেশি ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে। প্রবাস জীবনের সংগ্রাম ও সাফল্য মোশারফ হোসেনের জীবন সংগ্রামের গল্প অনুপ্রেরণাদায়ক। প্রবাসী বাংলাদেশি ফোরাম ইউএসএও-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের উদ্যোগ প্রবাসী সমাজের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা, শিক্ষা ও সমাজসেবার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জলি আহমেদ প্রেরিত

জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব নির্বাচন নিয়ে মতবিরোধ

৫০ পৃষ্ঠার পর

দেশগুলোর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে, কারণ তাদের বিশ্বাসড়এইবার মহাসচিবের পদে ল্যাটিন আমেরিকার পালা। জাতিসংঘের ১০ম মহাসচিব নির্বাচিত হবেন আগামী বছর, যার মেয়াদ শুরু হবে ১ জানুয়ারি ২০২৭ থেকে। প্রচলিতভাবে এই পদটি আঞ্চলিক ঘূর্ণায়নের ভিত্তিতে বণ্টিত হয়, এবং পরবর্তী পালা ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের বলে ধরা হয়। জাতিসংঘে মার্কিন উপ-রাষ্ট্রদূত ডরোথি শিয়া বলেন, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে যোগ্যতারভিত্তিতে হওয়া উচিত এবং এতে যত বেশি সংখ্যক প্রার্থী অন্তর্ভুক্ত হয়, তত ভালো। তিনি আরও যোগ করেন, এই বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্র সব আঞ্চলিক গোষ্ঠী থেকে প্রার্থিতার আহ্বান জানাচ্ছে। এদিকে পানামার জাতিসংঘের উপ-রাষ্ট্রদূত রিকার্ডো মস্কোসো নিরাপত্তা পরিষদে বলেন,

আমরা আশা করি এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় উন্নয়নশীল বিশ্বের নেতৃত্ব অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা যথাযথভাবে স্বীকৃতি পাবেড়বিশেষত ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী, প্রার্থিতা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে যখন ১৫ সদস্যবিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদ এবং ১৯৩ সদস্যের সাধারণ পরিষদের সভাপতি যৌথভাবে মনোনয়ন আহ্বানপত্র পাঠাবেন। প্রার্থীরা জাতিসংঘের যেকোনো সদস্য রাষ্ট্রের মাধ্যমে মনোনীত হতে পারেন। তবে শেষ পর্যন্ত এই পদে নির্বাচনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয় নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের একযোগে সম্মতিতে।

রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ভাসিলি নেবেনজিয়া বলেন, আঞ্চলিক রোটেশন কোনো নিয়ম নয়, বরং একটি ঐতিহ্য। ল্যাটিন আমেরিকানদের দাবি নৈতিকভাবে শক্তিশালী হলেও, অন্য অঞ্চলের প্রার্থীদের অংশগ্রহণে কোনো বাধা নেই।

তিনি আরও বলেন, যোগ্যতা সবার আগেড়আমি আপত্তি করবো না যদি একজন নারী যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টিনা মার্কুস লাসেন বলেন, ৮০ বছর পর সময় এসেছে একজন নারীকে এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে দেখার। আন্তর্জাতিক ক্রাইসিস গ্রুপের জাতিসংঘ বিষয়ক পরিচালক রিচার্ড গোয়ান বলেন, ট্রাম্প প্রশাসন জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নির্ধারণে বড় ভূমিকা নিতে চায়।

তিনি আরও বলেন, অনেকেই সম্মত যে নির্বাচন যোগ্যতার ভিত্তিতে হওয়া উচিত, তবে অনেকে উদ্বিগ্ন যে যুক্তরাষ্ট্র হয়তো এমন একজন প্রার্থী চাইবে যিনি জাতিসংঘের বহুপাক্ষিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার বদলে সংস্থাটিকে আরও সীমিত করতে আগ্রহী। যদিও প্রতিযোগিতা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়নি তবে চিলি তাদের সাবেক প্রেসিডেন্ট মিশেল ব্যাশেলেটকে মনোনয়ন দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। অন্যদিকে কোস্টারিকা সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি রেবেকা গ্রিনস্প্যানকে মনোনীত করার পরিকল্পনা করছে। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রার্থিতা আহ্বান ল্যাটিন আমেরিকার জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করলেও তারা একটি ঐক্যবদ্ধ ব্লক হিসেবে প্রবল লবিং করবে।

যুক্তরাষ্ট্রে এফ-১ ও এল-১ ভিসাধারীদের এইচ-১ বি

৫০ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদনে এনডিটিভি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও কর্মীরা, যারা এখানেই থেকে এইচ-১বি ভিসা স্ট্যাটাসে রূপান্তর করতে চান, তাদের ১ লাখ ডলারের ফি দিতে হবে না বলে সোমবার একটি নতুন নির্দেশনায় জানিয়েছে ইউএসসিআইএস। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন গত ১৯ সেপ্টেম্বর এক প্রেসিডেন্সিয়াল প্রোক্লেমেশনে এই ১ লাখ ডলার ফি চালু করে, যা নিয়ে দেশজুড়ে ব্যাপক বিভ্রান্তি ও সমালোচনা তৈরি হয়েছিল। সোমবারের নির্দেশনাটি এই প্রথমবারের মতো বিষয়টি স্পষ্ট করল। এতে জানানো হয়, যারা যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থেকে ভিসার ধরন পরিবর্তন করছেন, যেমন এফ-১ শিক্ষার্থী ভিসা থেকে এইচ-১বি কর্মভিসায় যাচ্ছেন সংস্থাটি জানিয়েছে, তাদের ওপর এই নতুন ফি প্রযোজ্য নয়। একইভাবে, যারা নিজেদের ভিসা মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করবেন, তারাও ফি ছাড় পাবেন। যেসব কর্মীর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থেকে আবেদন করা হবে বা যাদের দেশ ছাড়তে হবে আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে, তাদের ক্ষেত্রে ফি প্রযোজ্য হবে। একই সঙ্গে সংস্থাটি অনলাইনে এই ১ লাখ ডলার ফি পরিশোধের জন্য একটি বিশেষ পোর্টাল চালু করেছে।

ইউএসসিআইএস জানিয়েছে, বর্তমানে যারা এইচ-১বি ভিসাধারী, তাদের দেশে যাতায়াতে কোনো বাধা নেই। সংস্থার ভাষায়, এই প্রোক্লেমেশন শুধুমাত্র নতুন এইচ-১বি আবেদনগুলোর জন্য প্রযোজ্য, যা ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ রাত ১২টা ১ মিনিটের পর থেকে করা হয়েছে এবং আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করছেন। ট্রাম্প প্রশাসন জানায়নি যে কোনো নির্দিষ্ট খাত বা পেশাকে আগাম ছাড় দেওয়া হবে কি না। তবে জানানো হয়েছে, যদি কোনো কর্মীর উপস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থে হয় এবং তার বিকল্প কোনো মার্কিন নাগরিক না থাকে, তবে নিয়োগদাতারা ফি মওকুফের আবেদন করতে পারবেন।

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে জানুয়ারি থেকে ৫ লাখ অবৈধ অভিবাসী

৫০ পৃষ্ঠার পর

জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে দেশটির স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগ (ডিএইচএস) জানিয়েছে। সোমবার (২০ অক্টোবর) ফ্লোরিডায় এক সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তামন্ত্রী ক্রিস্টি নোয়েম এই তথ্য জানান। টিআরটি ওয়ার্ল্ড মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এই খবর প্রকাশ করেছে।

ক্রিস্টি নোয়েম বলেন, 'জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত ডিএইচএস অপরাধে জড়িত ৪ লাখ ৮০ হাজারেরও বেশি অনথিভুক্ত অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে।' তিনি আরও জানান, 'তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ রয়েছে বা তারা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।' নোয়েমের এই ঘোষণা অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের দিকটি আরও স্পষ্ট করেছে।

তিনি বলেন, 'দেশজুড়ে আমরা এমন পদক্ষেপ নিচ্ছি যাতে আমাদের কমিউনিটিগুলো আরও নিরাপদ হয়, পরিবারগুলো সমৃদ্ধ হতে পারে, উন্নতি করতে পারে এবং সেই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে যার ভিত্তিতে এই দেশ গড়ে উঠেছে।' এদিকে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ধরপাকড়কে তার প্রশাসনের "রেকর্ড ভাঙা অভিযান" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, 'আমার প্রশাসনের অধীনে এফবিআই দুর্দান্ত কাজ করছে। ২০ জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত ২৮ হাজারেরও বেশি সহিংস অপরাধী গ্রেপ্তার হয়েছে (রেকর্ড ভাঙা!)। আমরা যুক্তরাষ্ট্রে আইন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনছি।' এর আগে গত মাসে ডিএইচএস জানায়, চলতি বছরের ২০ জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত মোট ২০ লাখ অবৈধ অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে চলে গেছেন। তাদের মধ্যে প্রায় ১৬ লাখ স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করেছেন এবং ৪ লাখেরও বেশি মানুষকে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাসিত করা হয়েছে। সূত্র: টিআরটি ওয়ার্ল্ড

২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য মাহফিলের প্রস্তুতি নিয়ে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র যৌথসভা

পরিচয় ডেস্ক: আগামি ২৬ অক্টোবর, রবিবার বিকেলে ব্রুকলীনের পিএস ১৭৯ এ বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির ইউএসএ'র প্রয়াত সদস্যবৃন্দের রূহের মাগফেরাত এবং অসুস্থদের আশু রোগমুক্তি কামনায় তাফসিরুল কোরআন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

মাহফিলের আয়োজন নিয়ে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ১গত ৭ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এলাকার নোয়াখালী ভবনে যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক।
মাহফিলের স্থান: পিএস ১৭৯ কেনসিংটন, 202 Avenue C, Brooklyn, NY-11218.
সময়: ২৬ অক্টোবর, রবিবার, বিকাল ৫টা। মাহফিল শেষে ডিনারের ব□্যাবস্থা রয়েছে। উক্ত দোয়া মাহফিলে সকলে পরিবারসহ আমন্ত্রিত।

লিবিয়া থেকে ফিরলেন ৩০৯ বাংলাদেশি, অনেকেই

৮ পৃষ্ঠার পর

প্রত্যাবাসন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। ফেরত আসা বাংলাদেশিদের অধিকাংশই মানবপাচারকারীদের প্ররোচনায় অবৈধভাবে সমুদ্রপথে ইউরোপ যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাদের অনেকে লিবিয়ায় অবস্থানকালে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হন। ঢাকায় পৌঁছানোর পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তারা তাদের বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের দুর্ভোগের অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। আইওএমর পক্ষ থেকে ফেরত আসা প্রত্যেককে পথখরচ, খাদ্যসামগ্রী ও প্রাথমিক চিকিৎসাসহায়তা দেওয়া হয়। লিবিয়ার বিভিন্ন আটককেন্দ্রে এখনো আটক থাকা বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের জন্য বাংলাদেশ দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও আইওএম একসঙ্গে কাজ করছে।

এফবিসিসিআই-র সাবেক সভাপতি আব্দুল আউয়াল মিন্টুর সম্মানে নিউ ইয়র্কে দাগনভূঁইয়াবাসীদের গণসংবর্ধনা

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও এফবিসিসিআই-র সাবেক সভাপতি আব্দুল আউয়াল মিন্টুর নিউইর্য়ক আগমন উপলক্ষে গত ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাত ৭টায় নিউইর্য□ক সিটির ওজোনপাকে দারুচিনি রেস্টুরেন্টের অভিজাত পার্টিহলে আমেরিকায় বসবাসকারী ফেনীর দাগনভূঁইয়াবাসীদের পক্ষ থেকে এক গণসংবর্ধনা প্রদান করা হয় । এতে প্রধান অতিথির ভাষণে জনাব আব্দুল আউয়াল মিন্টু বলেন বিএনপির চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে ৩১ দফা সংস্কারের মধ্যে জাতির সব ধরনের কল্যাণ নিহিত রয়েছে । দেশের নিরাপত্তা,সুশাসন, সামাজিক উন্নয়ন ওঅর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক নির্দেশনা রয়েছে ।দেশের উন্নয়ন করতে হলে উন্নত সমাজের বিকল্প নেই । বর্তমানে সংস্কারের নামে যে টানাপোড়েন তাতে সংস্কার জাতির কোন কাজে

আসবে না । পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করতে হবে। হানাহানি, মারামারি মুক্ত দেশ গড়তে হবে। তিন ভাই মারামারি করলে পাশের বাড়ির লোকজন আমাদের পিছনে লাগবে। তিনি আরো বলেন বিশ্বের ৫শ টি সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশের ১টিরই নাম নেই, যা অত্যন্ত দুঃখজনক । এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন দাগনভূঞা দুলা মিয়া কটন মিল্স দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ রয়েছে সেটি অচিরেই পূনরায় চালু করা হবে।

নাগরিক সংবর্ধনায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক ও নোয়াখালী সমিতির সাবেক সভাপতি মোঃ আব্দুর রব মিয়া এবং বক্তব্য রাখেন ফেনী জেরা সমিতির সাবেক সভাপতি জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, বাংলাদেশ সেসাইটির বের্ড অফ ট্রাষ্টির সদস্য ও বিশিষ্ট রিয়েলটর নাঈম টুটুল, সিএসবিবিএর প্রেসিডেন্ট রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী , সাংবাদিক শহিদ উল্লাহ কাইসার, এম শাহজাহান কবির, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর কার্যকরী কমিটির সদস্য হারুণ চেয়ারম্যান ওজাহাঙ্গীর সরওয়াদী , ফারুক আহমেদ সুমন, আবুল বাশার, রেজাউল হক শামীম, সাহাব উদ্দিন, কবির রাজ্জাক,বাদল মির্জা, রবিন আহসান ও আনোয়ার হোসেন প্রমুখ । অনুষ্ঠান যৌথ ভাবে সঞ্চালনা করে শামীম মাহমুদ ও মোঃ গোলাম ছরোয়ার সুমন।

ভোটার নিবন্ধনে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র বিয়ানীবাজার সমিতির ২৬ অক্টোবরের নির্বাচন স্থগিত করেছে আদালত

৫০ পৃষ্ঠার পর

২৪ অক্টোবর বিজ্ঞ আদালত মামলায় দায়ের করা অভিযোগ বিবেচনায় নিয়ে ২৬ অক্টোবরের নির্বাচন বিভিন্ন অনিয়মের সুরাহা সাপেক্ষ স্থগিত ঘোষনা করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন।

বিয়ানীবাজারবাসীর সংবাদ সম্মেলনে ভোটার নিবন্ধনে কারচুপির অভিযোগ

পরিচয় ডেস্ক:গত ১৯ অক্টোবর ওজনপার্কের একটি পার্টি হলে যুক্তরাষ্ট্র বিয়ানীবাজার সমিতির আসন্ন নির্বাচনে ভোটার তালিকা নিবন্ধনে ব্যাপক অনিয়ম ও নির্বাচন কমিশনের অসহযোগীতার প্রতিবাদে রফিক উদ্দীন তোতার সভাপতিত্বে ও আব্দুল কুদ্দুস টিটোর সঞ্চালনায় যুক্তরাষ্ট্রস্থ বিয়ানীবাজারবাসির পক্ষে সংবাদ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ময়নুল হোসেন। এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি বুরহান উদ্দীন কফিল ও আজিজুর রহমান সাবু, সদস্য ময়নুজ্জামান চৌধুরী, নুরুল ইসলাম খান, শরফ

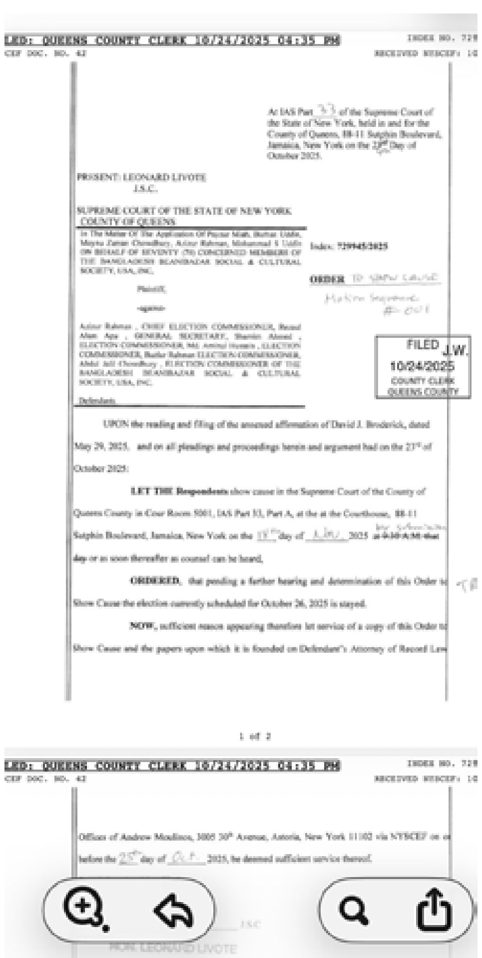
FILED: QUEENS COUNTY CLERK 10/24/2025 04:35 PM

PRESENT: LEONARD LIVOTE J.S.C.

SUPREME COURT OF THE STATE OF NEW YORK COUNTY OF QUEENS

ORDER

FILED 10/24/2025 COUNTY CLERK QUEENS COUNTY

LET THE Respondents show cause in the Supreme Court of the County of Queens County ...

ORDERED, that pending a further hearing and determination of this Order to Show Cause the election currently scheduled for October 26, 2025 is stayed.

1 of 2

FILED: QUEENS COUNTY CLERK 10/24/2025 04:35 PM

HON. LEONARD LIVOTE

উদ্দিন ও গৌছ উদ্দিন খান।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে পঠিত লিখিত বক্তব্যে বিয়ানীবাজার উপজেলার বাইরে থেকেও পুরুষ/ মহিলাদের ভোটার নিবন্ধনের তথ্য তুলেকরা হয়। অসৎ উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে একই ভোটার ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানা পরিবর্তন করে শত শত ভুয়া ভোটার নিবন্ধন করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। সে সঙ্গে কার্যকরি পরিষদ কর্তৃক প্রণীত ভোটার তালিকায় ভোটার নম্বর নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পরিবর্তনের বিষয়ও তুলে ধরা হয়। কার্যকরি পরিষদ ও নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত ভোটার তালিকা পর্যবেক্ষণ করে নানা অনিয়ম, ভুয়া ভোটার অন্তর্ভুক্তিসহ ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ার সঙ্গে উভয় তালিকায় ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ভোটার তালিকায় ডাবল, ট্রিপল, মালটিপল, জেনারেল সদস্য, সিনিয়র সদস্যদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে ১১ ও ১৫ অক্টোবর দুটি আবেদন করে কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

পরবর্তীতে গত ১৭ অক্টোবর কমিশন বরাবর ডাকযোগে প্রেরিত ৩য় আবেদনেরও সদুত্তর পেতে ব্যর্থ হওয়ার সমিতির এহেন অনিয়ম ও জালিয়াতির সুবিচারের প্রার্থনায় আইনের আশ্রয় নেওয়া হয়।

লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয়, ভোটার তালিকা পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে জেনারেল ভোটার, সিনিয়র ভোটারের ভুয়া অন্তর্ভুক্তি, ভোটার তালিকায় জেন্ডার/ লিংগ পরিবর্তনসহ নানা অনিয়ম ও কারসাজিতে সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও রুহুল-অপু প্যানেলের সম্পাদক পদ প্রার্থীর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। লিখিত বক্তব্যে ভোটার তালিকায় অনিয়মের বিষয়ে সমিতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ফখরুল ইসলামকে অবগত করা হয়। তিনি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের পৌঁছাতে পারেননি বলেও উল্লেখ করা হয়। লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করা হয় আলোচনা ও পরামর্শ ব্যাতিরেকে সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায় বাতিলকৃত উপদেষ্টাদের নিকট থেকে নির্বাচন কমিশন পরামর্শ গ্রহণ করেন। সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা আরো বলেন, নির্ভুল ও সুষ্ঠু ভোটার তালিকা প্রণয়নপূর্বক নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের নিকট থেকে কোনো ধরনের সহযোগিতা না পেয়ে আদালতের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হন তাঁরা এবং সুষ্ঠু ভোটার তালিকা প্রণয়নে আবেদন কর্ণপাত না করায় শেষপর্যন্ত আদালতের শরনাপন্ন হতে বাধ্য হন। সংবাত সম্মলনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সাবেক সভাপতিআজিজুর রহমান সাবু, রফিক উদ্দীন তোতা, আব্দুল কুদ্দুস টিটো ও ময়নুল হােসেন।

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে আগাম ভোট শুরু

৫০ পৃষ্ঠার পর

মামদানি যখন নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলেন, তখন তাঁর শীর্ষপ্রার্থী হয়ে ওঠা অসম্ভব মনে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে নিউইয়র্কের তরুণ ভোটারদের উচ্ছ্বসিত অংশগ্রহণে তাঁর নির্বাচনী প্রচার দারুণ গতিশীল হয়ে ওঠে।

নির্বাচনী প্রচারে জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের ওপর জোর দিয়ে ভোটারদের মধ্যে সাড়া ফেলেন জোহরান। নিউ ইয়র্ক ষ্টেট এসেম্বলীতে কুইন্সের এই আইনপ্রণেতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি মেয়র নির্বাচিত হলে নিউইয়র্কের ২০ লাখ মধ্যবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত বাসিন্দার জন্য বাড়িভাড়া গ্রহণযোগ্য করে দেবেন। এবারের নির্বাচনে আগাম ভোট শুরুর আগে সর্বশেষ চমক ছিল বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানো। গত ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। সে সময় কারও প্রতি সমর্থন না জানালেও পরে জোহরানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্ড্রু কুমোর পক্ষে নিজের সমর্থন জানান তিনি।

২০২২ সালে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী হিসেবে নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচিত হন এরিক। তবে ঘুষ গ্রহণ ও প্রতারণার অভিযোগ ওঠায় এবার তিনি দলীয় প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাননি। পরে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছিলেন।

৬৭ বছর বয়সী সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী। রিপাবলিকান দলের প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া।

২৫ অক্টোবর শনিবার থেকে আগামী ২ নভেম্বর পর্যন্ত নিউইয়র্কবাসী আগাম ভোট দিতে পারবেন। মূল ভোট হবে ৪ নভেম্বর মঙ্গলবার। নতুন মেয়র আগামী বছরের ১লা জানুয়ারী দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

ভোট শুরুর আগে ২২ ও ২৩ অক্টোবর সর্বশেষ জনমত জরিপ হয়। সেখানে দেখা যায়, মামদানির পক্ষে সমর্থন ৪৭ শতাংশ। তিনি কুমোর চেয়ে ১৮ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন। রিপাবলিকান প্রার্থী ৭১ বছর বয়সী কার্টিস স্লিওয়ার পক্ষে রয়েছে ১৬ শতাংশ সমর্থন।

ডেমোক্র্যাট প্রার্থী মামদানি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে শিশু যত্ন, বিনামূল্য বাস এবং ভাড়া স্থগিতকরণের মতো প্রস্তাব নিয়ে উদারপন্থী ভোটারদের আকৃষ্ট করেছেন। অন্যদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বি স্বতন্ত্র প্রার্থী কুওমো পূর্বে গভর্নরের পদে থাকার সময় তার কার্যকলাপ ভোটারদের কাছে তুলে ধরছেন।

গত বৃহস্পতিবার ২৩ অক্টোবর কুমোকে পাশে নিয়ে বর্তমান মেয়র অ্যাডামস ডেমোক্র্যাট প্রার্থীকে উদ্দেশ করে বলেন, 'আপনি বাড়িভাড়া স্থির রাখতে পারবেন না, তবু মানুষকে বলছেন যে পারবেন। আমরা একজন প্রতারক বিক্রেতার সঙ্গে লড়াই করছি।' একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে অ্যাডামসের কুমোকে সমর্থন জানানো ভোটে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিয়েও নানা জল্পনা চলছে।

নিউইয়র্কে আগাম ভোটদান ব্যবস্থা ২০১৯ সাল থেকে কার্যকর হয়। একই বছর জুনের প্রাইমারিতে প্রায় ৩৫ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছিলেন।

আমেরিকার রাজপথে 'নো কিংস' মিছিল! অও ভিডিও

৫০ পৃষ্ঠার পর

করলেন তিনি, যেখানে তাঁকে দেখা গিয়েছে রাজবেশেই। অর্থাৎ মুকুট মাথায়। টাইমস স্কোয়ারে 'কিং ট্রাম্প' নামের এক যুদ্ধবিমানে চড়ে এসে প্রতিবাদীদের মাথার উপরে কাদাসদৃশ জল ঢালছেন তিনি! হলিউডের বিখ্যাত 'টপ গান' সিরিজের দৃশ্যের সঙ্গে অনেকেই মিল পেয়েছেন ট্রাম্পের এই ভিডিওর।

গত শনিবার ১৮ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের বহু অঞ্চলেই দেখা গিয়েছে ট্রাম্পবিরোধী মিছিল। জানা যাচ্ছে, সবশুদ্ধ ৭০ লক্ষেরও বেশি মানুষ এদিন পথে নেমেছিলেন। তাঁদের দাবি, প্রেসিডেন্টের বহু নীতিই তাঁদের পছন্দ নয়। প্রধান মার্কিন শহরগুলি, যেমন ওয়াশিংটন ডিসি, আটলান্টা, নিউ ইয়র্ক, সান ফ্রান্সিসকোতে মিছিলে ছিল রীতিমতো জনারণ্য। কেবল নিউ ইয়র্কেই লক্ষাধিক মানুষের জমায়েত হয়েছিল বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। আমেরিকার পতাকা হাতে নিয়ে সেই মিছিলের পরিষ্কার স্লোগান, "নো মোর ট্রাম্প।" অর্থাৎ আর নয় ট্রাম্প।

যদিও রিপাবলিকানরা স্বাভাবিক ভাবেই এহেন প্রতিবাদকে নস্যাৎ করে দিতে চাইছেন। তাঁরা এটাকে 'হেট আমেরিকা র্যালি' বলে দাগিয়ে দিচ্ছেন। সোশাল মিডিয়ায় প্রতিবাদীদের ট্রোল করছে ট্রাম্পের দলবল। এবার খোদ ট্রাম্প এআই ভিডিও পোস্ট করে প্রতিবাদীদের খোঁচা দিলেন।

তবে দমতে রাজি নন রাজি প্রতিবাদীরা। শিকাগোর গ্র্যান্ট পার্কে এক জনসভায় ৮০ বছরের মেরিলিন রিকেন বলছেন, "পরিবর্তন এভাবেই আসে।" তাঁর চোখের সামনেই তখন আমেরিকান সংবিধানের এক রেপ্লিকায় সই করছেন প্রতিবাদীরা। সকলেই চাইছেন প্রতিবাদ করতে।

ফুটপাতে খাবার বিক্রি করছেন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি

৫০ পৃষ্ঠার পর

বাধ্যতামূলক ছুটিতে যাওয়ায় ফুটপাতে দোকান দিয়েছেন এই সরকারি কর্মচারী। সেখানে তিনি হটডগ, পেপসিসহ অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করেন।

বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে শনিবার (২৫ অক্টোবর) আইজ্যাক স্টেইন তার দোকান সম্পর্কে বলেছেন। তিনি অবশ্য জানিয়েছেন, তার ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছা ছিল এমন একটি দোকান দেবেন। যদিও সেটি সপ্তাহে একদিন করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এখন সময় থাকায় সপ্তাহে সাতদিনই এ কাজ করছেন।

আইজ্যাক সবার নজর কেড়েছেন কারণ তিনি রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির ফুটপাতে খাবার বিক্রি করলেও পরে থাকেন অফিসিয়াল পোশাক। এমনকি দোকান চালানোর সময় টাই-ও পরেন। যেন মনে হয় তিনি তার অফিসেই আছেন।

বে কোনো নিয়ম ভেঙে ফুটপাতে দোকান বসাননি আইজ্যাক। যত নিয়ম, অনুমোদন ও প্রয়োজনীয়তা আছে তার সবই পূরণ করেছেন।

যদিও আইজ্যাক এখন দোকান চালানোকে উপভোগ করছেন, কিন্তু যখন শাটডাউন শেষ হবে তখন আবারও নিজের আগের কাজে ফিরে যাবেন তিনি। আইজ্যাক বলেন, "আমি আমার ওই কাজকে ভালোবাসি।"
শাটডাউন শেষ হলে সপ্তাহের ছুটির দিন দোকানটি চালাবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। সূত্রঃ রয়টার্স

বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি ইউনুস সরকার ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিক পাটোয়ারী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহত্ আঞ্চলিক ও সামাজিক সংগঠন বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাধারণ সভা গত ১৯ অক্টোবর অপরাহ্নে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিতে নতুন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়েছে। নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি ইউনুস সরকার, সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন বর্তমান সাধারণ সম্পাদক এ বি সিদ্দিক পাটেয়ারি এবং কোষাধ্যক্ষ হিসবে নির্বাচিত হয়েছেন আবুল হোসেন। সাধারণ সভায় গৃহীত অন্যতম উল্লেখযোগ সিদ্ধান্ত ছিল, যাদেরকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল তাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা।

সংগঠনের বর্তমান সভাপতি ডা. এনামুল হবের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এ বি সিদ্দিকী পাটোয়ারির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি ইউনুস সরকার, সহ-সভাপতি মামুন মিয়াজি, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর সরকার, কোষাধ্যক্ষ বাছেদ ভুইয়া প্রমুখ।

সাধারণ সভায় কুমিল্লার বিভিন্ন সংগঠন ও কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কাজী তোফায়েল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমি, বৃহত্তর কুমির্লা সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ দুলাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাধারণ সভায় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন সংগঠনের বর্তমান সভাপতি ডা. এনামুল হক। সভাপতির স্বাগত বক্তব্যের পর পরই সাধারণ সম্পাদক এবি সিদ্দিক পাটোয়ারি সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট এবং কোষাধ্যক্ষ বাছেদ ভুইয়া কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট প্রকাশ করেন।

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে এবি সিদ্দিক পাটোয়ারি বলেন, আজকে আমরা যে সমাজে বসবাস করছি, যেখানে মানুষ মানুষকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে চায় না, পরস্পর চরম হিংসা বিদ্বেষে নিমর্জিত। মনে হয় যে, অন্য কাউকে অসম্মান করলেই নিজেকে সম্মানিত মনে হয়। এ যেন এক অশান্তির অমানিশায় ভুগছে পুরো সমাজের মানুষ। এ সমস্যার মধ্যেও আমরা বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি, যুক্তরাষ্ট্র ইনকের সবাইকে ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ করার প্রত্যয়ে আজকের এই সাধারণ সভার আয়োজন। তিনি বলেন, বর্তমানে বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির আজীবন সদস্য ১২০ জন, সাধারণ সদস্য ২৬১ জন। বর্তমান সমিতির সর্বমোট মূলধন আছে ৭৮ হাজার ৩৭২ ডলার।

বর্তমানে সমিতির কবর সংখ্যা ৬৫, যার মধ্যে ১৩টি কবর ব্যবহৃত হয়েছে।প্রবাস জীবনে হাজারো ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে আমরা এ সংগঠনের কাজ করে থাকি। তারপরও এটা আনন্দদায়ক কেননা এর মাধ্যমেই আমরা পরস্পর পরিচিতি লাভ করি, গড়ে ওঠে পারস্পরিক সম্পর্ক ও আন্তরিকতার বন্ধন।

সংগঠন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন পড়ে একটি কার্যকরি পরিষদ। ২০২৩-২০২৫ সালের জন্য বর্তমান কার্যকরি পরিষদ গঠিত হয় সর্বসম্মতিক্রমে। আমরা দায়িত্ব পাওয়ার পর গঠনতন্ত্রকে যথাযথ অনুসরন করে দীর্ঘ পরিকল্পনার আলোকে কাজ শুরু করার চেষ্টা করি। সময়ের অপ্রতুলতা, সিদ্ধান্তহীনতা, সমন্বয়ের অভাব এবং বাস্তবিক কারণে অনেক সময় সংগঠন পরিচালনা করতে গিয়ে মনের অজান্তে ভুল ত্রুটি হয়েছে তাই আজকের এই সাধারণ সভার সম্মানিত সদস্যদের কাছে আমাদের সকল অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি।

তিনি আরো বলেন, যে কোনো সংগঠনকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টার। এক্ষেত্রে বিগত দিনে সমিতির সম্মানিত কার্যকরি পরিষদ ও সদস্য ভাইবোনরা আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। আমাদের এই সফলতার পেছনে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য। এজন্য আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ। বিগত দিনে আপনাদের সহযোগিতায় যে সকল কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি তা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

অভিষেক : গঠনতন্ত্রকে অনুসরন করে নির্বাচনের পরই

নতুন কর্মকর্তারা দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তি, সাংবাদিক, কলাকুশলী ও সদস্যদের উপস্থিতিতে নতুন কমিটির সদস্যরা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন, দোয়া ও মাহফিল, ইফতার মাহফিল, মতবিনিময় সভা ও বনভোজন।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সব সময় নিরপেক্ষ ও দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে সবার সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি। আমাদের দায়িত্ব পালনের সময়কালে যতটুকু কাজ হয়েছে এর কৃতিত্ব সংগঠনের কার্যকরি পরিষদ ও সাধারণ সদস্যদের। সংগঠনের কাজে কার্যকরি পরিষদের সবাই ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। আমরা একে অন্যের বিপদে-আপদে সংগঠনের প্রয়োজনে যার যা দায়িত্ব ছিল তা যথাযথ ভাবে পালনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু সংগঠনের চাহিদা অনুযায়ী কাজের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকলেও সময়ের অপ্রতুলতায় অনেক কাজ করা সম্ভব হয়নি। এজন্য আবারও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। আজকে যারা সাধারণ সভায় এসে অনুষ্ঠানকে সার্থক করেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কোষাধ্যক্ষ বাছেদ ভুইয়া তার রিপোর্টে উল্লেখ করেন, বিগত কমিটির কাছ থেকে আমরা পেয়েছিলাম ৩৬ হাজার ৩৪৮ ডলার। যার মধ্যে ২০২৩ এবং ২০২৫ সালে আমাদের সংগঠনের আয় হয়েছে ১১ হাজার ৬৫১৫ ডলার এবং খরচ হয়েছে ৭১ হাজার ৭৩০ ডলার। অবশিষ্ট রয়েছে ৪৪ হাজার ৭৮৫ ডলার। যার মধ্যে ব্যাংকে রয়েছে ৪১ হাজার ৯৫২ দশমিক ৬০ সেন্ট এবং হাতে রয়েছে ৩ হাজার ৯২০ ডলার। সংগঠনের ৬৫টি কবর রয়েছে। যার বর্তমান মূল্য ৩২ হাজার ৫০০ ডলার। সবমিলিয়ে সমিতির নর্বমোট মূলধন আছে ৭৯ হাজার ৩৭২ ডলার।

সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠনের পূর্বে সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্য খবির উদ্দিনের এক প্রশ্নে সভাপতি ডা. এনামুল হক বলেন, আমরা সবাই মিলেমিশে থাকতে চাই। আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

অতীতের সকল ভুল বুঝাবুঝি আমরা ভুলে যেতে চাই। সমিতির সাবেক সভাপতি এমদাদুল হক কামাল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মরহুম আজাদ বাকির, অজীবন সদস্য মনির হোসেন ও অজীবন সদস্য আমিনুল ইসলাম চৌধুরীর ওপর যে সাংগঠনিক বিধিনিষেধ ছিলো তা এই মুহূর্তে প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বলেন, এ সিদ্ধান্তটি আরো আগেই নেওয়া উচিত ছিল। সবাই করতালির মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান।

তিনি নির্বাচন কমিশন সবার মতামত নিয়ে বাছাই পর্বে নির্বাচন সম্পন্ন করেন। এর মধ্যে ছিল প্রস্তাবনা ও সমর্থন। প্রয়োজনে সবার মতামত বা ভোট নেওয়া হয়। প্রথমেই নির্বাচন করা হয় কোষাধ্যক্ষ। কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন আবুল হোসেন। তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। দ্বিতীয় পর্বে নির্বাচিত হন সাধারণ সম্পাদক এখানেও প্রস্তাব ও সমর্থন আসে এবি সিদ্দিক পাটোয়ারির পক্ষে। সব শেষে নির্বাচন করা হয় সভাপতিকে। সভাপতি পদে মামুন মিয়াজীর নামও প্রস্তাব হিসকে আসে, তবে মামুন মিয়াজী স্বয়ং সে প্রস্তাব নাকচ করে দিলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হন ইউনুস সরকার।

সুন্দর ও সুচারুভাবে নির্বাচন পরিচালনায় সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান নির্বাচন কমিশনের অন্যতম সদস্য রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সভপতি মাওলানা ফখরুল ইসলাম মাছুম। নির্বাচন কমিশনের আরো দুই সদস্য হলেন মির্জা দস্তগীর ও শামসুদ্দিন শামীম।

নবনির্বাচিত সভাপতি ইউনুস সরকার ও সাধারণ সম্পাদক এবি সিদ্দিক পাটোয়ারি সবাইকে নিয়ে বসে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করবেন জানান।

নবনির্বাচিত সভাপতি ইউনুস সরকার তাকে নির্বাচিত করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করায় সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবি সিদ্দিকী পাটোয়ারি। তারা সবার সহযোগিতা কামনা করেন এবং সভাপতি ডা. এনামুল হক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সাউথ এশিয়ানস ফর কুওমোর আয়োজনে স্বতন্ত্র প্রার্থী এন্ড্রু কুমোর নির্বাচনী সভা

‘মেয়র নির্বাচিত হলে সব বিষয়ে নিউ ইয়র্ক সিটিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনব’

পরিচয় ডেস্ক: ১৯ অক্টোবর রোববার দুপুরে ফ্রেশ মেডোর গুজরাটি সমাজ মিলনায়তনে সাউথ এশিয়ানস ফর কুওমোর আয়োজনে নিউ ইয়র্ক সিটির আগামী ৪ নভেম্বরের মেয়র নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক গভর্ণর এন্ড্রু কুমোর নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নির্বাচনী সভায় এন্ড্রু কুমো তাঁর অতীত অভিজ্ঞতা, মেয়র হিসেবে বিভিন্ন পরিকল্প্না ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক সিটি বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত। জননিরাপত্তা, শিক্ষা, বাসস্থান, মানসিক স্বাস্থ্যসহ সকল ক্ষেত্রেই নিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে, তাই আমি নির্বাচিত হলে আমার অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সব বিষয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনব। তিনি আরো বলেন, নিউইয়র্কের পাবলিক স্কুল ব্যবস্থা ঠিক করতে আমি মেয়রের নিয়ন্ত্রণ পুনর্বহাল করব। বিশেষ মেধাবী শিক্ষার্থীদের ‘গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড প্রোগ্রাম’ ও বিশেষায়িত (স্পেশালাইজড) হাই স্কুলের সংখ্যা দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তিনি সাউথ এশিয়ানদের প্রতি তার নির্বাচনী ইসতেহার তুলে ধরে বলেন, শহরের অর্থনীতি ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় স্থিতিশীল নেতৃত্বের জন্যে আমাকে সমর্থন দিন। তিনি বলেন, আমি নির্বাচিত হলে নিউ ইয়র্ক সিটি প্রশাসনে সাউথ এশিয়ান ব্যক্তিবর্গ গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পাবেন, এর মধ্যে বাংলাদেশীরাও থাকবেন।

অনীল ভার্সার সভাপতিত্বে সভায় সাবেক গভর্ণর এন্ড্রু কুমো ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার ড. দিলীপ নাথ, কমিউনিটি বোর্ড সদস্য ফাহাদ সোলায়মান, হারিস প্যাটেল, ফয়সাল আজিজ, আমজাদ হোসেন সেলিম, মোঃ পারভেজসহ গুজরাটি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ।

ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার ড. দিলীপ নাথ বলেন, অ্যান্ড্রু ক্যুমো মেয়র হলে নিউইয়র্কে আমরা নাগরিকদের জন্য একটি সভ্য ও সমৃদ্ধ শহর হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো।

কমিউনিটি বোর্ড সদস্য ফাহাদ সোলায়মান বলেন, জোহরান মামদানি চার বছর ধরে স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও নিজেকে মুসলমান হিসেবে কখনো তুলে ধরেননি, এখন কেবল ভোটের জন্য কমিউনিটিকে কাছে টানার চেষ্টা করছেন।

বক্তারা বলেন, নিউইয়র্ক সিটিতে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধরা সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করছে। ধর্মীয় এই সম্প্রীতির ধারা কোন ভাবেই ধংস হতে দেয়া যাবে না। জোহরান মামদানি তার বক্তব্যে ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করছেন। বক্তারা বলেন, জোহরান মামদানি নির্বাচিত হলে সমকামী ও পতিতা ব্যবসাকে সমর্থন করবেন, অথচ পবিত্র ইসলাম ধর্ম যা কোনক্রমেই অনুমোদন করে না। তাই নির্বাচনের সময় যতই এগিয়ে আসছে, ততোই জোহরান মামদানির প্রতি ধর্মপ্রাণ মুসলামানদের সমর্থন কমে আসছে।

GOLDEN AGE
HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে আগাম ভোট শুরু, নেতিবাচক প্রচারণা তুঙ্গে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম নিউইয়র্ক নগরীর পরবর্তী মেয়র নির্বাচনের আগাম ভোট ২৫ অক্টোবর শনিবার শুরু হয়েছে। এবারের নির্বাচনে জনমত জরীপে এগিয়ে আছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জোহরান মামদানি, যিনি নির্বাচিত হলে লন্ডনের পর পৃথিবীর কনে বড় নগরীতে হবেন প্রথম 'মুসলিম' মেয়র। তিনি নগরের রাজনীতিতে পরিবর্তন আনতে এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে পারবেন বলে তাঁর সর্থকরা মনে করছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভাষায় 'কমিউনিষ্ট' জোহরান, যিনি যদিও নিজের পরিচয় দেন সোশালিষ্ট হিসেবে তিনি প্রাইমারীতে বিজয়ী হয়ে ডেমোক্রেটিক দল থেকে মনোনয়ন পেলেও তাঁকে অনেকে বহিরাগত হিসেবে মনে করেন।

তবে দু:খজনক হলেও সত্য শেষ সপ্তাহে ইসলামফোবিয়া, কথাএবং কাজ করার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত চরিত্র, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে নেতিবাচক নির্বাচনী প্রচারণা তুঙ্গে উঠেছে। জনমত জরীপে পিছিয়ে থাকলেও সাবেক গভর্ণর এন্ড্রু কুমো যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় নগরী পরিচালনায় প্রশাসনে তাঁর অতীত অভিজ্ঞতার উদাহরণ তুলে ধরায় ভোটারদের দৃষ্টি আকষর্ণে সক্ষম হলেও সময় তাঁর জন্য বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অভিমত প্রকাশকরেছেন। যদি

গত জুনে নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচনের জন্য ডেমোক্রেটিক দলের প্রাইমারিতে নিউ ইয়র্ক এর সাবেক গভর্ণর অ্যান্ড্রু কুমোর বিরুদ্ধে অভাবনীয় জয়লাভ করেন নিউ ইয়র্ক ষ্টেট এসেম্বলী সদস্য জোহরান মামদানি। জোহরান নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলে পরিচয় দেন, উঠে এসেছেন রাজনীতির অচেনা জগৎ থেকে। ৩৪ বছর বয়সী *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

৬০ বছর বয়সে ফের বিয়ে করেছেন জেমস, হয়েছেন পুত্র সন্তানের বাবা

পরিচয় ডেস্ক: দ্বিতীয় স্ত্রী বেনজীরের সঙ্গে ২০১৪ সালে বিবাহ বিচ্ছেদের এক দশক পর ২০২৪ সালে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক নামিয়া আমিনকে বিয়ে করেন রকস্টার জেমস। চলতি বছরের জুনে জেমস-নামিয়া দম্পতির কোলজুড়ে আসে পুত্রসন্তান। নাম রাখা হয়েছে জিবরান আনাম। জেমসের ম্যানেজার রুবাইয়াৎ ঠাকুর রবিন গত *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

আমেরিকার রাজপথে 'নো কিংস' মিছিল! অও ভিডিও বানিয়ে প্রতিবাদীদের উপরে কাদা ঢাললেন 'কিং ট্রাম্প'

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আমেরিকার রাজপথে হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদে সরব। উঠল স্লোগান, "নো কিংস।" অর্থাৎ আমেরিকায় কোনও রাজা নেই। কিন্তু এমন প্রতিবাদেও ট্রাম্প আছেন ট্রাম্পেই। একটি এআই ভিডিও শেয়ার *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব নির্বাচন নিয়ে মতবিরোধ

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব নির্বাচনে প্রার্থীদের বিশ্বের সব অঞ্চল থেকে বিবেচনা করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটনের এই অবস্থান ল্যাটিন আমেরিকার *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

সরকারের শাটডাউনে বাধ্যতামূলক ছুটি

ফুটপাতে খাবার বিক্রি করছেন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কর্মচারী

পরিচয় ডেস্ক: বাজেট পাস না হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সরকারে চলছে শাটডাউন। বাজেট বরাদ্দ না থাকায় অনেক সরকারি কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে যেতে হয়েছে। তাদের একজন ৩১ বছর বয়সী আইজ্যাক স্টেইন। তিনি ইন্টার্নাল রেভিনিও সার্ভিসে অ্যাটর্নি হিসেবে চাকরি করেন। এখন *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

১৯৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত সকল ভুলের 'আমরা নি:শর্ত ক্ষমা চাইছি-

নিউ ইয়র্কে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান জাতির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, ১৯৪৭ সাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আমাদের দ্বারা যারা কষ্ট পেয়েছেন, তাদের কাছে বিনা শর্তে ক্ষমা চাচ্ছি। গত বুধবার ২২ অক্টোবর নিউইয়র্কের ওয়াল্ডস *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে জানুয়ারি থেকে ৫ লাখ অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তার

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ব্যাপক ধরপাকড় অভিযান চালাচ্ছে। দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর চলতি বছরের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ভোটার নিবন্ধনে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র বিয়ানীবাজার সমিতির ২৬ অক্টোবরের নির্বাচন স্থগিত করেছে আদালত

পরিচয় ডেস্ক: ভোটার নিবন্ধনে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগে ২৬ অক্টোবর রবিবার অনুষ্ঠিতব্য যুক্তরাষ্ট্র বিয়ানীবাজার সমিতির কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন স্থগিত করেছে সুপ্রীম কোর্ট অফ স্টেট অফ নিউ ইয়র্ক, কুইন্স কাউন্ট। এ বিষয় গত ২৩ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্র বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বেশ কেয়কজন সদস্যের দায়ের করা মামলার শুনানী অনুষ্ঠিত হয় এবং পরদিন *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে এফ-১ ও এল-১ ভিসাধারীদের এইচ-১ বি ভিসায় অতিরিক্ত ফি দিতে হবেনা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের জন্য বড় ধরনের স্বস্তি নিয়ে এসেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা (ইউএসসিআইএস) এর এই নির্দেশনায় যুক্তরাষ্ট্রে থাকা এফ-১ শিক্ষার্থী ভিসাধারী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও এল-১ কর্মীরা সরাসরি উপকৃত হবেন। (২১ অক্টোবর) মঙ্গলবার প্রকাশিত একটি *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*